লক্ষ্মী মাহাত্ম্য-

পড়ল লিট

সঙ্কলয়িত্রীর নিবেদন ঃ

ভারতের সর্ব্বস্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্ব শ্রেণীর লোকে যেরূপ লক্ষ্মী দেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন, এরূপ আর কোন দেব দেবীর পূজা হইতে দেখা যায় না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকাভাবে হউক, অর্থাভাবেই হউক্ বা অজ্ঞতা নিবন্ধনই হউক্ শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে লক্ষ্মীমাতার পূজার অনুষ্ঠান অনেক স্থানেই হইতে দেখা যায় না। অতিদীনদরিদ্রা সহায়সম্পদ-বিহীনা গৃহস্থ কুলাঙ্গনাগণ কেবল নিজের উদ্যোগে এবং নাম মাত্র ব্যয়ে কিম্বা বিনাব্যয়ে কিরূপে প্রতিদিন সায়ংকালে কিম্বা প্রতি বৃহস্পতিবারে কিম্বা অন্ততঃ প্রতি মাসে একবার লক্ষ্মীপূজা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রথম ভাগ—পৃথিবীব্যাপি লক্ষ্মীপূজার ইতিহাস,—পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের শ্রীশ্রীচণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের বিষয় সকল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট পূজা পদ্ধতি, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপাতে এইগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাজেই এই পুস্তক খানিতে আমার নিজ লিখিত উক্তি এক পংক্তিও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পুস্তক খানিতে বিষয়সঙ্কলন ও যথাস্থানে তাহা সন্নিবিষ্ট করিতে যে সকল ত্রুটি হইয়াছে সেজন্য আমি পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। নিবেদন ইতি

সঙ্কলয়িত্রী।



শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা মাহাত্ম্য।

প্রথম ভাগ।

পৃথিবীব্যাপী লক্ষ্মীপূজার ইতিহাস।

(শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর কৃত শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য গ্রন্থের ব্যাখ্যাতে সন্নিবিষ্ট "লক্ষ্মী" শব্দের সমালোচনা হইতে উদ্ধৃত)

দেবী চণ্ডিকা, সুখশান্তিদাত্রী লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিতা রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া, দেবতাগণ, দেবস্তুতির এই অংশে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের ৩১৫ সংখ্যক শ্লোকে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের আরও অনেক স্থানে দেবী চণ্ডিকাকে লক্ষ্মীরূপা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীরূপা বলিয়া দেবী চণ্ডিকাকে যে স্তুতি করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ ৭৯ এবং ২২২ সংখ্যক শ্লোকে রহিয়াছে। এই সকল স্থানের শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা সময়ে, দেবীর লক্ষ্মী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণোক্ত অনেক কথার আলোচনা করা হইয়াছে; এজন্য এস্থানে ঐ সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ না করিয়া, পৃথিবীর নানা দেশে, নানা মানব সমাজে এখনও তাঁহার বিশ্বব্যাপিকা নানামূর্ত্তির পূজা কি পদ্ধতিতে এবং কি

প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে তাহারই কিঞ্চিৎ ইতিহাস প্রদান করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। পৃথিবীর নানা স্থানে ভয় প্রদর্শক কিম্বা শান্তিপ্রদ নানা ভাবের মূর্ত্তি বিশিষ্টা লক্ষ্মী দেবীর পূজার্চ্চনা এখনও হইয়া থাকে। কৃশ্চিয়ান ও মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বিগণ, "পৌত্তলিকতাকে" প্রশ্রয় দান করিতে নাই বলিয়া আদৌ কোনরূপ মূর্ত্তি পূজা করেন না, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মী পূজা সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য নহে। কারণ, প্রকাশ্য ভাবে হউক বা সঙ্গোপনে হউক, এখনও লক্ষ্মীদেবীর পূজা কেবল কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যে নহে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে (৩৬৫)। এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ নানা দেশের নানাবিধ গ্রন্থে

---

(৩৬৫) মাদ্রাজের কতকগুলি কৃশ্চিয়ান অধিবাসীকে এক সময়ে মাদুরা মহালক্ষ্মীমন্দিরের দ্বারে দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে দেখিয়া তথাকার কোন পাদ্রী সাহেব অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তাহারা জোড় হস্তে তাহাকে বলিয়াছিল—"মা লক্ষ্মীকে বছরে একবার একটু দুধ না দিলে মা লক্ষ্মী আমাদিগকে গোলাভরা ধান দিবেন কেন? বলত সাহেব! আমরা বাঁচিব কি খাইয়া?" পৃথিবীর সকল দেশের নর নারী সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। কেবল নর নারী কেন, জীবজন্তু সকলেরই দেহ রক্ষার জন্য খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সাধনে সমর্থা বলিয়াই লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বস্থানে এত সমাদর। খাদ্য বস্তুর অভাব পূরণ করিতে সমর্থা বলিয়া যেমন মাদ্রাজের একদল কৃশ্চিয়ানকে লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরদ্বারে পূজা করিতে দেখা গিয়াছে, সেইরূপ একই কারণে জারমেনীর কৃশ্চিয়ান কৃষকগণকেও শস্যমাতৃকা দেবীকে এখনও ভক্তি করিতে দেখা যায়।

মাদ্রাজের "দেশী কৃশ্চিয়ান"গণের লক্ষ্মীভক্তির আরও বিচিত্র অনেক কাহিনী আছে। গ্রন্থের আকার বৃদ্ধির আশঙ্কাতে সে সকল প্রদানের ইচ্ছা

দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে ইজিপ্ট, এসেরিয়া, বেবিলোনীয়া প্রভৃতি দেশে যে লক্ষ্মী দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল তাহার

ত্যাগ করিয়া, এই কাশীধামের বহুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনার ইতিহাস নিম্নে দিতেছি। এই কাশীধামে, এই মহামণ্ডল প্রেসে—যেখানে অদ্য এই চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থ ছাপা হইতেছে,—এই প্রেস যখন "মেডিকেল হল্ প্রেস" নামে ডাক্তার লাজারাস্ হস্তে ছিল এবং যখন প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ বাইবেল এই প্রেসে ছাপা হইত, সেই সময়ে দিওয়ালি উৎসব দিনে ছাপাখানার প্রেসম্যান এবং কম্পোজিটরগণ, প্রেসে সিন্দুর কোটা এবং ধানদূর্ব্বা দিয়া পূজা করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া বৃদ্ধ লাজারাস্ সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম্মচারিগণকে অর্থ দণ্ড করিতে উপস্থিত হইলে, কাশীর অধিবাসী ক্রিশ্চিয়ান প্রেসম্যান এবং কম্পোজিটরগণ লাজারাস্ সাহেবকে বলিয়াছিল—'লক্ষ্মী মার পূজা করিয়া সিন্দুর ধানদূর্ব্বা প্রেসে দিলে প্রেসের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে, আমরা এই জন্য লক্ষ্মী মার পূজা করিয়াছি, আমরা অন্যায় কার্য্য করি নাই।" প্রেসের আয় বৃদ্ধির কথাতেই বোধ হয় আনন্দিত হইয়া, বৃদ্ধ লাজারাস্ সাহেব প্রেসম্যানের হাতে লক্ষ্মীমাতার লাড়ু ভোগের খরচ একটি টাকা সমর্পণ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দিওয়ালি উৎসব দিনে এই প্রেসে লক্ষ্মী পূজা হইয়া আসিতেছে। এই ভাবে ভারতের নানা স্থানে, জাহাজের শিরোদেশে, রেলের ইঞ্জিনে, কল কারখানার ঘরে, নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণ-দ্বারা এখনও সময়ে সময়ে ধান, দূর্ব্বা ও পুষ্পমালাদ্বারা লক্ষ্মী মাতার পূজা হইতে দেখা যায়।

পশ্চিম ভারতে, গুজরাটে এবং রাজপুতনাতে, যে স্থানে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ধনী বনিক্ অধিক বাস করেন, সে সকল স্থানে আজিও কি ভাবে তাঁহাদের গৃহে দিওয়ালি উৎসবদিনে লক্ষ্মীদেবীর পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়, প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখিকা মিসেস্ মার্‌গ্রেট ষ্টিভেন্‌সন্ রচিত

সাক্ষ্য, ঐ সকল দেশের ভগ্নাবশিষ্ট দেব মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরে খোদিত লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে এবং ঐ সকল দেশের পুরাতত্ত্ব গ্রন্থে, প্রদান করিতেছে।

The HEART of JAINISM গ্রন্থ হইতে নিম্নের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যাইতে পারিবে—

"Curiously enough Divali, the next great holy day of the Jaina, is really a Hindu festival in honour of Laksmi, the goddess of wealth. All through our studies, however, we have seen the great influence that Hinduism has exerted on Jainism, and here it pressed a mercantile community at its weakest Point, its love of money ; naturally enough such a community was not willing to omit any thing that could propitiate one who might conceivably have the bestowal of wealth in her power."

উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে দেখা যাইবে, দীপালী বা দীবালী উৎসব দিনে বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র যেরূপ কালী পূজা হইয়া থাকে, পশ্চিম ভারতে সেইরূপ লক্ষ্মী পূজা হয়। জৈনগণ কি প্রণালীতে এই সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নিম্নের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—

"A Brahman is called who writes *Sri* (i.e. Laksmi) on the account-book over and over again in such a way as to form a pyramid. The priest performs ***Laksmi Puja***, the oldest obtainable rupee and a leaf of a creeper being placed on an account-book and also a little heap of rice, pan, betel-nut and turmeric and in front of it, a small lamp filled with burning camphor."

বর্ত্তমান সময়ের অসভ্য হারবেন হইতে সুসভ্য জারমেন্ প্রভৃতি য়ুরোপের নানা দেশের সমুন্নত মানব সমাজের লোকাচার ঘটিত ইতিহাস গ্রন্থে,

---

পশ্চিম ভারতের জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে বা দীবালী উৎসব সময়ে এখন যেরূপ উপবাস এবং দেবী পূজাদি করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশেও পূর্ব্বে তেমনি ঐ সময়ে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা করা হইত। এখন কেহ কেহ লক্ষ্মীপূজাও করেন, কেহ কেহ ঐ সময়ে দীপান্বিতা কালীপূজাও করিয়া থাকেন। প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার তিথি তত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমং।
দীপবৃক্ষাস্তথাকার্য্যা ভক্ত্যা দেবগৃহেষপি॥

* * *

দীপমালা পরিক্ষিপ্তে প্রদোষে তদনন্তরং॥"

জৈনগণ কার্ত্তিকী লক্ষ্মীপূর্ণিমাতেও উপবাস এবং দেবী পূজা করিয়া থাকেন—

"Perhaps the full-moon fasts also bear witness of Hindu influence ; at any rate these days are carefully observed by the Jains."

জৈনদিগের ন্যায় পশ্চিম ভারতের পার্শিগণও হিন্দুদিগের অন্য দেবদেবীর প্রতি অতিশয় উপেক্ষা দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, লক্ষ্মীদেবীস্থানীয়া ধন সম্পদ দাত্রী আশী-ভানগুহী দেবীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকেন। এই দেবী সম্বন্ধে পণ্ডিত ইরবাদ সেরিয়াজি দাদাভাই ভারুচা কৃত—ZOROASTRIAN RELIGION and CUSTOMS গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ASHI-VANGUHI originally meant good orderliness

এখনও যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইলেও লক্ষ্মীদেবীর পূজা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র

---

leading to prosperity as the reward of good deeds. In course of time it came to mean the yazata presiding over it. The word being in the feminine gender, the yazata is also regarded as a female."

পার্শীদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে সৌভাগ্যদায়িনী স্ত্রী দেবতা আশী-ভানগুহী ভিন্ন তাঁহার সাহায্যকারী আরও দুই দেবতার নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের একের নাম স্পেনতা আরমাইতি, অন্যের নাম জেমহুদেও। ইঁহাদের এক জন পৃথিবীর সাধারণ মৃত্তিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্য জন শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নের দুই পঙ্‌ক্তিতে ইহা জানিতে পারা যাইবে—

"The Ameshaspand and zazata are considered as presiding one on the cultivable fields and the other on the earth."

বহুকাল পূর্ব্বে যে পারস্য দেশ হইতে পার্শিগণ আসিয়া ভারতের পশ্চিম সাগর উপকূলে বাস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব কালের ধর্ম্মাচার এখনও ধরিয়া রাখিয়াছেন, সেই পারস্য দেশেও এক সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হইত। পারস্য দেশে মহম্মদের প্রবর্ত্তিত মুসলেম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে "মা" দেবীকে উপাসনা করা হইত, "মা" দেবী চন্দ্র মণ্ডলে অবস্থান করিতেন। তাঁহার সুমধুর রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীতে জীবের আহার্য্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইত।

"Mah is the moon invoked beside the sun; her light favours the growing of plants."

(ASIATIC MYTHOLOGY by Clement Huart)

হইয়া থাকে, ইহার প্রচুর সমর্থন পাওয়া যায় (৩৬৬)। চীন, তাতার, তিব্বৎ ও জাপান প্রভৃতি যে সকল স্থানকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেশ বলিয়া

ঐ গ্রন্থে ইহার বর্ণনা এইরূপ করা হইয়াছে—

"Every ten days she changes her shape ; she is now a youth, now a cow, now a horse ; in return for the sacrifices made to her she assures mankind numerous progeny, abundance of cattle and horses, and above all, the purification of the soul ; her weapon against the attack of the demons is the lightning."

পারস্য দেশের পুরাকালের এই সুখসৌভাগ্যশান্তিপ্রদায়িনী "মা" দেবীকে এদেশের পুরাণ বর্ণিতা মাতৃরূপা লক্ষ্মী দেবী বলিয়া চিন্তা করিতে বাধা কি ?

(৩৬৬) প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া এবং য়্যাসিরিয়া দেশের কৃষি কার্য্যের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধযুক্তা মহামাতৃকা দেবী সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ডনেল্ড এ ম্যাকেনজ্জী তাঁহার কৃত MYTHS of BABYLONIA গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

The worship of the Great Mother was the popular religion of this indigenous peoples of western Asia, including parts of Asia Minor, Egypt and southern and western Europe. It appears to have been closely associated with agricultural rites practised among representative communities of the Mediterranean race."

উদ্ধৃত অংশে লিখিত মহামাতৃকা দেবী স্বয়ং, কিম্বা তাঁহা হইতে উৎপন্না তাঁহার কন্যা Zerpanitu দেবী নামে খ্যাতা দেবী এদেশের লক্ষ্মীদেবীর ন্যায়, ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পুরাকালে ঐ সকল দেশে পূজিতা

আধুনিক ইংরাজি ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়, ঐ সকল দেশের অধিবাসিগণ

হইয়াছিলেন। ভগ্ন মন্দিরাদিতে এই দেবীর প্রতিকৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

In Germany the corn is very commonly personified under the name of Corn-mother. Thus in spring, when the corn waves in the wind, the peasants say, "There comes the Corn-mother."

(THE GOLDEN BOUGH by Sir James G. Frazer F. R. S.)

প্রতি বৎসর শস্য কাটিয়া শস্য গৃহে তুলিবার সময়ে এখনও জারমেনীতে শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করিতে দেখা যায়। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে দেখা যাইবে এই রীতি এখনও কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী স্কটল্যাণ্ডের অনেক স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ ব্যবহার আছে। যথা—

The Double Personification of the corn as Mother and Daughter :—Compared with the corn-mother of Germany and the harvest maiden of Scotland, the Demeter and Persephone of Greece are late products of religious growth. Yet as members of Aryan family the Greeks must at one time or another have observed harvest customs like those which are still practised by Celts, and Teutons, and Slavs, and which, far beyond the limits of the Aryan world, have been practised by the Indians of Peru and many peoples of the East Indies, a sufficient proof that the ideas on which these customs rest are not confined to any race, but naturally suggest themselves to all untutored peoples engaged in agriculture."

(The Golden Bough)

যে অদ্যাপি তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষার বিভিন্ন প্রকারের শব্দদ্বারা হইলেও

রুসিয়া দেশেও শস্য কর্ত্তন শেষ হইলে এক গুচ্ছ শস্যাগ্র গৃহে স্থাপিতা দেবী সম্মুখে লইয়া যাইয়া এখনও সযত্নে রক্ষা করা হয়।

In parts of Russia the first sheaf is treated much in the same way that the last sheaf is treated elsewhere. It is reaped by the mistress herself, taken home and set in the place of honour near the holy pictures."

(The Golden Bough)

ফরাসী দেশের কোনও কোনও স্থানের কৃষকগণ, শস্য প্রদাত্রী মহামাতা দেবীকে রথে বা গাড়ীতে তুলিয়া ঘুরাইয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

"Cybele in like manner was conceived as a goddess of fertility who could make or mar the fruits of the earth ; for the people of Augustedunum (Autun) in Gaul used to cart her image about in a waggon for the good of the fields and vine-yards, while they danced and sang before it, and we have seen that in Italy an unusually fine harvest was attributed to the recent arrival of the Great Mother. The bathing of the image of the goddess in a river may well have been a rain-charm to ensure an abundant supply of moisture for the crops."

(The Golden Bough)

ফরাসি দেশের অন্যান্য অনেক স্থানে যবমাতা, গমমাতা, ভূট্টামাতা ও রাইমাতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শস্য মাতৃকা দেবীর এখনও পূজার্চ্চনা করা হয়।

"In France, also, in the neighbourhood of Auxerre, the last sheaf goes by the name of the Mother of the Wheat,

মূলতঃ লক্ষ্মীদেবীর নাম লইয়া পূজা করিয়া থাকেন, তাহার অকাট্য

Mother of the Barley, Mother of Rye, or Mother of the Oats. They leave it standing in the field till the last waggon is about to wend homewards. Then they make a puppet out of it, dress it with clothes belonging to the farmar, and adorn it with a crown and a blue or white scarf."

যে পুস্তক হইতে উপরের কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল, ঐ পুস্তকের এক স্থানে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, শস্যমাতাকে মহামাতাও বলা হয়।

"Sometimes the last sheaf is called, not the corn-mother, but the harvest-mother or the Great Mother. In the province of Osnabruck, Hanover, it is called the harvest-mother, it is made up in female form, and then the reapers dance about with it." (The Golden Bough)

রুসিয়া দেশে এখনও কর্ত্তন করা শস্যগুচ্ছদ্বারা দেবী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে কৃষকনরনারীগণ নৃত্য করিয়া থাকেন। বুলগেরিয়াতে ঐরূপ দেবী মূর্ত্তিকে গ্রামে পরিক্রম করাইয়া নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

"In Russia also the last sheaf is often shaped and dressed as a woman, and carried with dance and song to the farm-house. Out of the last sheaf the Bulgarians make a doll which they call the corn-queen or corn-mother ; it is dressed in a woman's shirt, carried round the village, and then thrown into the river in order to secure plenty of rain and dew for the next year's crop." (The Golden Bough)

য়ুরোপের নানা দেশের কৃষকেরা যেরূপ এখনও শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমেরিকার আদিম বাসীরাও শস্য মাতৃকার পূজা করে।

প্রমাণ ঐ সকল দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঘটিত সুযোগ্য ইংরেজ এবং ফরাসী

European peoples, ancient and modern, have not been singular in personifying the corn as a mother-goddess. The same simple idea has suggested itself to other agricultural races in distant parts of the world, and has been applied by them to other indigenous corals than barley and sheaf. If Europe has its Wheat-mother and its Barley-mother, America has its Maize-mother and the East Indies their Rice-mother."

(The Golden Bough).

পেরুভিয়ার অধিবাসিগণ কেবল "জারামামা" "কুইনামামা" "কোকামামা" "আকশেমামা" প্রভৃতি বিভিন্ন শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করেন না, তাঁহারা এই সকল মাতার মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

The Peruvians, we are told, believed all useful plants to be animated by a divine being who causes their growth. According to the particular plant, these divine beings were called the Maize-mother (Zara-mama), the Quinoa-mother (Quinoa-mama), the Coca-mother (Coca-mama), and the Potatao-mother (Axo-mama). Figures of these divine mothers were made respectively of ears of maize and leaves of the quinoa and coca plants ; they were dressed in woman's clothes and worshipped." (The Golden Bough)

সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসিগণও ধান্য মাতার পূজা করিয়া থাকেন।

"The corn-mother of European peasants has her match in the Rice-mother of the Minangkabauers of Sumatra."

Mother of the Barley, Mother of Rye, or Mother of the Oats. They leave it standing in the field till the last waggon is about to wend homewards. Then they make a puppet out of it, dress it with clothes belonging to the farmar, and adorn it with a crown and a blue or white scarf."

যে পুস্তক হইতে উপরের কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল, ঐ পুস্তকের এক স্থানে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, শস্যমাতাকে মহামাতাও বলা হয়।

"Sometimes the last sheaf is called, not the corn-mother, but the harvest-mother or the Great Mother. In the province of Osnabruck, Hanover, it is called the harvest-mother, it is made up in female form, and then the reapers dance about with it." (The Golden Bough)

রুসিয়া দেশে এখনও কর্ত্তন করা শস্যগুচ্ছদ্বারা দেবী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে কৃষকনরনারীগণ নৃত্য করিয়া থাকেন। বুলগেরিয়াতে ঐরূপ দেবী মূর্ত্তিকে গ্রামে পরিক্রম করাইয়া নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

"In Russia also the last sheaf is often shaped and dressed as a woman, and carried with dance and song to the farm-house. Out of the last sheaf the Bulgarians make a doll which they call the corn-queen or corn-mother ; it is dressed in a woman's shirt, carried round the village, and then thrown into the river in order to secure plenty of rain and dew for the next year's crop." (The Golden Bough)

য়ুরোপের নানা দেশের কৃষকেরা যেরূপ এখনও শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমেরিকার আদিম বাসীরাও শস্য মাতৃকার পূজা করে।

প্রমাণ ঐ সকল দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঘটিত সুযোগ্য ইংরেজ এবং ফরাসী

European peoples, ancient and modern, have not been singular in personifying the corn as a mother-goddess. The same simple idea has suggested itself to other agricultural races in distant parts of the world, and has been applied by them to other indigenous corals than barley and sheaf. If Europe has its Wheat-mother and its Barley-mother, America has its Maize-mother and the East Indies their Rice-mother."

(The Golden Bough).

পেরুভিয়ার অধিবাসিগণ কেবল "জারামামা" "কুইনামামা" "কোকামামা" "আকশেমামা" প্রভৃতি বিভিন্ন শস্য মাতৃকা দেবীর পূজা করেন না, তাঁহারা এই সকল মাতার মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

The Peruvians, we are told, believed all useful plants to be animated by a divine being who causes their growth. According to the particular plant, these divine beings were called the Maize-mother (Zara-mama), the Quinoa-mother (Quinoa-mama), the Coca-mother (Coca-mama), and the Potatao-mother (Axo-mama). Figures of these divine mothers were made respectively of ears of maize and leaves of the quinoa and coca plants ; they were dressed in woman's clothes and worshipped." (The Golden Bough)

সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসিগণও ধান্য মাতার পূজা করিয়া থাকেন।

"The corn-mother of European peasants has her match in the Rice-mother of the Minangkabauers of Sumatra."

লেখকগণের লিখিত অনেক গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে (৩৬৭)।

জাবাদ্বীপের অধিবাসিগণ "শানিং-সারি" নামের দেবীকে ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী এবং রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া পূজা করেন।

"Like the Javaneese they think that the rice is under special guardianship of a female spirit called Saning Sari, who is conceived as so closely knit with the plant that the rice often goes by her name, as with the Romans the corn might be called Ceres." (The Golden Bough)

ধান্যমাতৃকাদেবীর পূজা মন্ত্রের একটি অনুবাদও ঐ পুস্তকের একস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"When the time comes to transplant the rice from the nursery to the field, the Rice-mother receives a special place either in the middle or in a corner of the field, and a prayer or charm is uttered as follows : Saning Sari, may a measure of rice come from a stalk of rice and basket-ful from a root ; may you be frightened neither by lightning nor by passers-by ! Sunshine make you glad ; with the storm may be at peace."

(৩৬৭) জাপানের অধিবাসীরা এখনও লক্ষ্মীদেবীস্থানীয়া সুখসৌভাগ্য-দায়িনী সাতটি দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন, তাহাদের কয়েকটির নাম ও পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।—দেবী হুকু-রোকু-যুই, ইনি মানুষকে জ্ঞান বিষয়ক সৌভাগ্য দান করেন। দেবী এবাইযু, ইনি উত্তম আহার্য্য বস্তু দান করেন। দেবী বেন্‌টেন্‌, ইনি সৌন্দর্য্য বা কান্তি দান করেন। দেবী দায়াকোকু, ইনি

এই সকল অবস্থা প্রতি প্রণিধান করিলে, একটি বিষয় অতি সহজে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। পৃথিবীর সকল দেশেই উচ্চজ্ঞান মার্গের

অর্থ সম্পদ দান করেন। দেবী জুরোজিন, ইনি দীর্ঘায়ু দান করেন। চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের দেবস্তুতির মধ্যে বুদ্ধি, বৃত্তি, মেধা, কান্তি, শান্তি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি পরমা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাববোধক যে সকল নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানে অন্য নামে পরিচিতা হইলেও, এখনও ঐ সকল দেবীকেই লক্ষ্মীর ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে পূজা করা হইয়া থাকে। THE LEGENDS of the FAR EAST গ্রন্থের রচয়িতা BERTHALVM জাপানের লক্ষ্মীরূপা এই সকল দেবীর নাম ও কার্য্যের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন,—

"They each have in their power to grant happiness and contentment to every human being, to bestow food, clothes, treasures, gold, jewels, and all precious things."

জাপানের সপ্ত লক্ষ্মীদেবীর একজন ভিন্ন অপর ছয়ের অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে ঈষদ্ হাস্য যুক্ত রূপ বর্ণনা ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The faces of the six are exactly alike, all smiling the same faint smile with half-closed eyes."

অনেক জাপানির ধারণা বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে এই সমস্ত লক্ষ্মী-দেবী আসিয়া জাপানে অবস্থান করিতেছেন। সে দেশ হইতেও লক্ষ্মী দেবী যে এখন অন্য স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন এরূপ মনে করিবার প্রচুর কারণ আছে। নব্য জাপানে দিন দিন লক্ষ্মী পূজা সংক্রান্ত দেশব্যাপী প্রাচীন উৎ-সবানন্দ সকল বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া রচয়িতা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"Is there not some one wise enough to understand the

পথিক সংখ্যা অতিশয় অল্প। তাঁহাদের কথা ত্যাগ করিয়া, সকল দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের সম্বন্ধে এরূপ বলিতে বাধা নাই যে, সকল দেশের

---

decay of things beautiful and the ugliness of things now, to harmonize the whole and bring the EAST look to its own ?

* * * * *

The great brooding soul of Asia can still lead her people if they will return to their old ideals."

রচয়িতার মর্ম্মস্পর্শী এই উক্তিটি নব্য জাপানের পক্ষে যদি লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে একস্থানে একবার প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা হইলে, বলিতে বাধা নাই, নব্য ভারতের পক্ষে শতস্থানে শতবিষয়ে শতবার প্রয়োগ করিলেও পর্য্যাপ্ত হয় না।

জাপানের ন্যায় কৃষি কার্য্যের অধিশ্বরী মহামাতৃকা দেবীকে প্রাচীন গ্রীসে "লমিয়া" দেবী নামে এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে যে পূজা করা হইত তাহার এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে—

"The peasants of Greece at the present day remember Lamia, the "Queen of Libya" who was loved by Zeus."

(MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE
BY Donald. A. Mackenzie)

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী মন্তব্যে লিখিত গ্রীসের যে "লমিয়া" দেবীকে এখনও ঐ দেশের কৃষকগণ সম্মান করিয়া থাকেন, সেই লমিয়া দেবীকে এদেশের লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া গ্রীসের ধন ধান্য সম্পৎ প্রদায়িনী দেবী বলা যাইতে পারে। এখানে "লমিয়া" দেবীর প্রেমাস্পদ যে "জিউস" দেবতার নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তিনি রোমানদিগের "জুপিতার" দেবতার ন্যায় স্বর্গের পিতা অর্থাৎ বিষ্ণু স্থানীয় দেবতা বিশেষ। লমিয়া দেবীর কথা গ্রীসের প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থেও

লোকেই কেবল সাংসারিক সুখ সম্পদ পাইতে চাহে। অনেকের পক্ষে কেবল নিজের চেষ্টার বলে অনেক সময় সুখ সম্পদ আয়ত্ত করিবার প্রধান

বর্ণিত হইয়াছে। জাপানের ন্যায় গ্রীস দেশেও লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া বিশ্বপালন; কারিণী মাতৃকাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রীসের নিকটবর্ত্তী ক্রিতানদ্বীপের অধিবাসীগণ এক সময়ে "মহা মা" দেবী বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উপরি উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The Cretan Great Mother was evidently the goddess of the Neolithic folk who adopted the agricultural mode of life and kept domesticated animals. She was the earth mother and the corn mother and the protector and multiplier of flocks and herds."

এ দেশের দুর্গাদেবীর বাহন সিংহের ন্যায়, ক্রিতানদ্বীপের "মহা মা" দেবীর বাহনরূপেও যে সিংহ সদা তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত ইংরাজী বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে—

"She had evidently existence before Osiris taught his people how to sow grain and cultivate fruit trees. When we find her guarded by lions it becomes evident that she was the dreaded being who had to be propitiated, like Black Annis of Leicester." (MYTHS of CRETE)

গ্রীসের লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া সুখ সৌভাগ্যদায়িনী আর এক দেবীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম "দিমেতের" (Demeter)। ইহার সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"The specialized form of the goddess most closely associa-

উপকরণ যে অর্থ, তাহা তাঁহাদের প্রয়োজন মত অর্জ্জন করা সুকঠিন হয়। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন ধান্য অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে উপরের কোন এক শক্তির

---

ted with crops was Demeter, Meter signified "mother", but the meaning of the prefix is uncertain." * * *

"It was chiefly, however, as a provider of the food supply that Demeter was addressed She was asked for gifts of cattle and corn and fruit, and bulls and cows were sacrificed to her."

* * * * *

"Herodotus, referring to the festival at Busiris, in the Delta, says that "it is in honour of Isis, who is called in the Greek tongue Demeter." "Apparently there were strong resemblances between the mysteries of Isis and those of Demeter." * * * * * *

"In India the story of Sita, who was an incarnation of Lakshmi, is suggestive in this connection.".

(MYTHS OF CRETE & PRE-HELLENIC EUROPE
By Donald-A-Mackenzie.)

এদেশের সীতাদেবীর সহিত গ্রীসের দিমেতের দেবীর নাম এই গ্রন্থে কেন সংযুক্ত করা হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইয়া ঐ গ্রন্থের পর পৃষ্ঠাতে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত আবিস্কৃত একটি নূতন তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"In the ancient hymns of the Rig Veda," says Romesh. C. Dutt, "Sita is simply the goddess of the field furrow which bears crops for men."

আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। পিতৃ ভাবাপন্ন দেবতা অপেক্ষা মাতৃ ভাবাপন্ন দেবতার নিকট হইতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সহজে পাইবার সম্ভাবনা অধিক। ইহা মনে করিয়া এদেশের লোকে পিতৃরূপ বিষ্ণুদেব অপেক্ষা

প্রাচীন রোমে সৌভাগ্যদাত্রী "ফরছ্ দেবী"র অতিশয় সমাদর ছিল। "ফরছ্ দেবী"র নাম পরবর্ত্তী কালে "ফরচুনা দেবী" হইয়াছিল। ফরচুনা দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে দেখা যায়, তিনি শিশু জুপিতারকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন দুগ্ধ পান করাইতেছেন।

Fortuna was represented as holding Jupiter and Juno on her lap and giving the breast to the young Jupiter."

(NATURAL RELIGION by Max Muller)

উদ্ধৃত ইংরাজীতে যে জুপিতার দেবের উল্লেখ আছে প্রাচীন ইটালীর ভাষাতে তাহার অর্থ "জু"=স্বর্গ, "পিতার"=পিতা। অর্থাৎ স্বর্গের পিতা বা সৃষ্টি কর্ত্তা। এই কারণে আমাদের দেশের উপাস্য দেবতা ব্রহ্মা কিম্বা বিষ্ণু ভাববোধক রোমের প্রধান দেবতা ইহাকে বলা যাইতে পারে। এখনও ঐ দেশের স্থানে স্থানে "ফরচুনা দেবীর" মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি ভাষার fortune (সৌভাগ্য) শব্দ এই ফরচুনা দেবী হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত হইয়াছে—

"Fortuna had one temple near the Circus Maximus, another in the Campus Martius, and her own festival on the 30th of July. This Fortuna Huiusce Diei was very much what we should call the goddess of Good Morning. There was likewise a Fortuna Virgo, reminding us of the Feronia as Juno Virgo, and her festival fell on the same day as that of the Mater Matuta."

মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবীর নিকটে ধনধান্য, সম্পদ্‌সৌভাগ্য ইত্যাদি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে বহু পুরাকাল হইতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য

উদ্ধৃত ইংরাজীতে রোমের সৌভাগ্যদায়িনী ফরচুনা দেবীকে "মাতৃ" এবং "মাতু" এবং "দেয়ী" প্রভৃতি শব্দে ঐ দেশে বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে কি ভাবে উল্লেখ করা হইত তাহা এখানে লিখিত হইয়াছে। ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রাচীনকালের ইজিপ্ট, এসেরিয়া, রোম ও গ্রীস প্রভৃতি দেশের জন সাধারণ মধ্যে এবং বর্ত্তমান সময়ের য়ুরোপের কৃষকাদি নিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণ মধ্যে নাম ভেদে এবং মূর্ত্তিভেদে সৌভাগ্যদায়িনী (লক্ষ্মী) দেবীর পূজা প্রচলিত আছে দেখিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"This conservative religious instinct of the agricultural populations is not confined to the inhabitants of the British Islands. The modern Greeks still believe in nereids, in lamias, in sirens, and in Charon, the dark ferryman of Hades. The descendants of the Romans and Etruscans hold that the old Etruscan gods and the Roman Deities of the woods and fields still live in the world as spirits."

পূর্ব্বকালের অধিবাসীদের ন্যায় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লক্ষ্মীদেবীর পূজা এখন না করিলেও এখনও য়ুরোপের বহুতর স্থানে প্রস্তর খণ্ডে যে ঐ দেবীর পূজা করা হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে প্রচুর পাওয়া যাইতেছে,—

"It sounds incredible ; but there is ample evidence of the worship of fetish stones by quite modern inhabitants of our

দেশের স্ত্রী পুরুষেও এই বিষয়ে সেইরূপ অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই কারণেই সম্ভবতঃ জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ, হিন্দুর উপাস্য অন্য দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়াও কেবল লক্ষ্মীদেবীর পূজাকে এখনও হৃদয়ে ধরিয়া

---

islands. The Clan Chattan kept such a stone in the Isle of Arran ; it was believed, like the stone of Inniskea, to be able to cure diseases, and was kept carefully "wrapped up in fair linen cloth and about that there was a piece of woolen cloth."

(CELTIC MYTH & LEGEND By Charles Squire)

MYTH & LEGEND গ্রন্থে কৃষিকার্য্যের অধিশ্বরী মহামাতৃকা দেবীকে গ্রীসে "মা" দেবী নামে এবং অন্যান্য দেশে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে যে পূজা করা হইত, তাহার এইরূপ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে—

"The great mother goddess was worshipped from the earliest times, and she bore various local names. At Comna in Pontus she was known to the Greeks as Ma, a name which may have been as old as that of the Sumerian Mama (the creatrix), or Mantum (goddess of destiny) ; in America she was Anaitusx, in Cilicia she was Ate (Atheh of Tarsus) ; while in Phrygia she was best known as Cybele, mother of Attis, who links with Ishter as mother and wife of Tammuz, Aphrodite as mother and wife of Adonis, and Isis as mother and wife of Osiris."

দেবী পরমাশক্তিকে যেমন এদেশে কখনও কোনও কার্য্যক্ষেত্রে মহাদেবের মাতৃরূপে আবার কখনও কোন স্থানে তাঁহার স্ত্রী রূপে স্তুতি করা হইয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন ইজিপ্টে লক্ষ্মীরূপা আইসিস্ দেবীকে কখনও ওসিরিস্ দেবের মাতৃরূপে কখনও বা তাঁহার স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে এইরূপে

রাখিয়াছেন। চীন জাপানের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও অদ্যাপি লক্ষ্মী পূজা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ক্রিশ্চিয়ান হইয়াও ঐরূপ লক্ষ্মীপূজাকে য়ুরোপের অনেক দেশের লোকে অদ্যাপি ত্যাগ

বর্ণিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। প্রাচীন ইজিপ্টের অসংখ্য মন্দিরে অসংখ্য ভাবের আইসিস্ দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান সংকীর্ণতার জন্য ঐ সকল দেবী মূর্ত্তির বর্ণনা ত্যাগ করিয়া ভারতের নিকটবর্ত্তী জাবাদ্বীপে পূজিতা "শ্রী" বা লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Sri, or Lakshmi, Vishnu's sakti, is much more popular; her cult is, besides, independent of that of the god. Originally the goddess of Glory and Prosperity, in Java she speedily became the special divinity of rice, which forms the staple food of the natives. Sri, the Javanese Ceres, holds in her left hand an ear of rice, and with the right makes the gesture of charity. We sometimes see Lakshmi receiving a sprinkling from two kneeling elephants." (ASIATIC MYTHOLOGY)

জাবাদ্বীপে কেবল "শ্রী" নামেই যে লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করা হয় তাহা নহে, দেবীর মূর্ত্তিও এদেশে প্রচলিত কমলা মূর্ত্তির আদর্শে নির্ম্মাণ করা হয়। উদ্ধৃত ইংরাজি হইতে তাহা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

ঐ গ্রন্থের অন্য স্থানে জাবাদ্বীপে লক্ষ্মীপূজার মন্দিরকে "চণ্ডীস্থান" বলা হইয়া থাকে জানা যাইতেছে। যথা—

"In Javanese art monuments are called Chandis: the word originally meant a commemorative building. It may have been derived from one of the surnames of Durga, for that goddess is closely linked with the cult of the dead."

(ASIATIC MYTHOLOGY)

করিতে পারিতেছেন না। পৃথিবীতে সকল দেশের সকল লোকের ধনধান্তের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত অধিক, তখন এই সদা প্রয়োজনীয় ধনধান্তের জন্য, ধনধান্য দানকর্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে কোনও না কোনও নামে

বাঙ্গালাদেশের অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে "চণ্ডীমণ্ডপ" আছে, কেহ চণ্ডীমণ্ডপ, কেহ কেহ ইহাকে "দুর্গামণ্ডপ" বলিয়া থাকেন, কেহবা "দুর্গাদালান" বলিয়া থাকেন।

ভারতের দক্ষিণে জাবাদ্বীপে যেমন অদ্যাপি শ্রী দেবীর পূজা হইয়া থাকে, ভারতের উত্তরে হিমালয়ের অপর পার্শ্বে তিব্বতদেশেও সেইরূপ "শ্রী" দেবীর পূজা এখনও হইতে দেখা যায়। সেখানে কেহ শ্রী দেবী বলেন, কেহ লামা দেবীও বলিয়া থাকেন।

"Sridevi is Thibetan Lha-mo, or Dpa-ldan Lha-mo. This goddess is regarded as the protectress of the two great lamas of Lha-sa and Tashillunpo." (ASIATIC MYTHOLOGY)

তিব্বতদেশে "শ্রী" দেবী নাম যুক্ত অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বা বোধিসত্ত্বদেবের সহিত একাসনে স্থিতা "শ্রী" দেবীকে তাঁহার পত্নীরূপে অনেক দেব মন্দিরেও পূজা করা হইয়া থাকে। কেবল তিব্বতে নহে নেপাল, ভূটান প্রভৃতি হিমালয়ের অন্যান্য পার্ব্বত্য দেশেও স্ত্রী সহ বুদ্ধ মূর্ত্তির পূজা করা হইয়া থাকে। এই স্ত্রী মূর্ত্তিকে কোন স্থানে "শ্রীদেবী" বলা হয়, কোন স্থানে "তারাদেবী" বলা হয়।

"Each of the great deities is supposed to possess a female counterpart or Consort who embodies his power of granting prayers and effecting favours for his worshippers. The later forms of Buddhism have recognised the same idea with reference to their Bodhisatvas, each of whom is provided with a spouse." (HOLY HIMALAYA by E. S. Oakley)

এবং কোনও না কোনও ভাবে, সকল দেশের সকল অবস্থার স্ত্রী পুরুষই বিশ্ব সৃষ্টির উষাকাল হইতে উপাসনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এদেশে অতি পুরাকালে বেদের শ্রীসূক্ত

তিব্বত দেশের বৌদ্ধগণের উপাস্যা তারাদেবীর কার্য্য ভেদে প্রধানতঃ রক্ত, শ্বেত, নীল ও সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট চারি প্রকারের মূর্ত্তি তিব্বত দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎ সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"The green Tara is seated on a throne ; her left foot hangs carelessly down ; the lowered right hand makes the gesture of charity and holds a branch of lotus.

The white Tara equipped with the same attributes (lotus) as the green Tara. The white Tara is seated in the oriental fashion ; she has the forehead eye."

উপরি উক্ত গ্রন্থে তিব্বত দেশের একুশ প্রকারের তারা মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এক হস্তে বরদান বা অভয় দানের ভাব, অন্য হস্তে পদ্মপুষ্প এবং ত্রিনেত্র যুক্তা তারা মূর্ত্তির বর্ণনা দৃষ্টে তিব্বত দেশীয় তারাদেবীকে এদেশের লক্ষ্মীদেবীর নামান্তর এবং ভাবান্তর ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না। এদেশের অনেক তন্ত্রেও লক্ষ্মীদেবীর সপ্তদশ মূর্ত্তিতে পূজা করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীর্ধৃতিঃ ক্ষমা।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা কান্তির্মেধা বিদ্যা রমা শ্রুতিঃ ॥
হরিপ্রিয়া তথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ।
এতাভিঃ সপ্তদশভি লক্ষ্মীর্বীজাদিনার্চ্চয়েৎ ॥"

(স্কন্দপুরাণ লক্ষ্মীচরিত্র)

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে ঋষিগণ শ্রীদেবীকে অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে অর্চনা করিতেন, বেদের মন্ত্রেই তাহা ঘোষণা করিয়া দিতেছে। এই শ্রীসূক্তের মন্ত্রে দেবী লক্ষ্মীর নিকটে কেবল ধনধান্যের জন্য প্রার্থনা করা হয় নাই,

---

এতদ্‌ভিন্ন লক্ষ্মীদেবীর আরও চারিটি নাম ও মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। যথা— ঈশ্বরী, চঞ্চলা, সম্পৎ ও বিভূতি। প্রধানতারা ভিন্ন তিব্বতের একুশ সহচরী তারাদেবী সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"These twenty-one Taras are frequently represented in the paintings, and usually surround a gold coloured Tara of somewhat languid beauty."

চীন দেশের লক্ষ্মী স্থানীয়া দেবী সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"The worship of the Empress of Heaven sprang up suddenly at the end of the eleventh century and developed swiftly in the course of the next. According to an inscription set up to her glory in 1228 in her temple at Hangchow, a supernatural light appeared in the night above the coast of Mei-chou, and the inhabitants all dreamed together that a girl said to them : "I am the goddess of Mei-chou, I must be given a dwelling here !" In consequence of this miracle they raised a temple to her on the edge of the sea."

উল্লিখিত দেবীর দুর্ভিক্ষ দমনাদি ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম, প্রতিপত্তি এবং উপাসকের সংখ্যা চীন দেশে কি ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থ হইতে তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"She showed herself particularly helpful in the droughts of

তুষ্টি, পুষ্টি, গবাদি পশু, সন্তান, কান্তি, আরোগ্য, দীর্ঘায়ু ও পরমজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের সদা প্রয়োজনীয় নানা উচ্চ বিষয়ের প্রার্থনাতে এই স্তুতির আদিঅন্ত পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এদেশে যখন পুরাণের

1187 and 1190, and besides, she helped on several occasions in the capture of sea-pirates, so that in 1192 she was exalted in rank, and her title of Princess (Fu-jen) was changed to that of Queen (Fei) and some years later (1193) this again was altered to Holy Queen (Sheng Fei). In 1278 the Mogul Emperor Kublai Khan gave her the title of Queen of Heaven, with twelve honorific character."

ক্রমে চীন এবং জাপান দেশবাসী জন সাধারণ মধ্যে এই দেবীর উপাসকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সাধারণ লোকে ধান্যের অধিশ্বরী দেবী বলিয়া ইহাকে পূজা করিত এবং ইহার অর্চ্চনা জন্য অনেক স্থানে অনেক দেব মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল—

"Temples dedicated to the rice-god are exceedingly numerous. The principal temple erected in his honour is at Fushimi, near Kyoto. It is characterized by a great number of gates (totii) painted red. A round stone is placed in front of the temple. This is the shintai (residence of the god)."

(ASIATIC MYTHOLOGY)

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চীন দেশে এই দেবী পরবর্ত্তীকালে "পবিত্রা মাতৃকাদেবী" বলিয়া প্রপূজিতা হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ হইতে এই মাতৃকা দেবীর নারী রক্ষা ও শিশু সন্তান রক্ষা সাধন কার্য্যশক্তি সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

প্রাধান্য হইয়াছিল, তখনও নানা পুরাণের নানা স্থানে নানা ভাবে দেবমুখ-নিঃসৃত লক্ষ্মীদেবীর স্তুতি গীতি সকল সন্নিবিষ্ট করিয়া সযত্নে তাহা রক্ষা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল দেশের লোকের মানসিক

"The cult of this goddess is very popular throughout the whole of China, where she is the protectress of women and children; indeed, it is she who gives children and presides generally over childbirth."

"Her cult is ancient, and we can trace her legend back to about the Hun Period."

চীন দেশের ঐ লক্ষ্মীরূপা মহামাতৃকাদেবীর পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"A devotee, after due preparation—only taking a Lenten meal in the morning—that is to say, with neither meat nor fish, nor seasoning of garlic or onion, nor wine—then rinsing the mouth, which is one of the most important Taoist purifications and obligatory before every prayer, betakes herself to the Temple of the Lady. She prostrates herself before the altar on which is the statue of the Holy Mother between her two assistants, burns incense and silver paper, then prostrates herself anew, making a prayer somewhat in this manner: "O Lady! have pity upon us, wretched childless ones!"

(ASIATIC MYTHOLOGY)

এদেশের লক্ষ্মী পূজার সহিত চীন দেশের মহামাতা লক্ষ্মীর পূজা পদ্ধতির কত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা উপরি উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে জানা যাইতে পারে।

অবস্থা দিন দিন নিম্ন পথগামী হইয়া চলিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর নিকটে আমাদের প্রার্থনা করিবার বিষয় গুলিও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন কালের অনুষ্ঠিত যাগ যজ্ঞ, দেব দেবীর পূজার্চ্চনা,

---

চীন দেশের এই মহামান্তা দেবীর দুই পার্শ্বচরীর কার্য্যপরিচয়, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"Kuan-yin to great extent plays the same role as the Holy Mother, except, perhaps, as regards accouchement."

চীন দেশে কৌন-ইন দেবী ক্রমে লক্ষ্মীদেবীর কার্য্যাধিকার গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী স্থানীয়া হইয়া এখন চীন দেশে পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন—

"Kuan-yin, a feminine form of Tantric origin ; in fact, it is the Chinese name of the mild aspect of Tara whom the Thibetans commonly call the white Tara, but whose sanskrit name of Pandarvasini (clad in white) the Chinese have translated with literal exactness. She is represented as clad in a white dress, holding a white lotus flower, to symbolize the pureness of the heart that, having uttered the vow to become Buddha, remains unalterably steadfast to its vow."

গ্রন্থকারের উপরে উদ্ধৃত ইংরাজি উক্তি হইতে জানা যাইতেছে কৌন-ইন দেবী বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীনদেশের অধিবাসিগণ, তাঁহাদের উপাস্যা লক্ষ্মীদেবী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন না জানিলে তাঁহাকে নিজের দেবতা জ্ঞান করিবেন কিরূপে? কাজেই চীনদেশের লক্ষ্মীদেবীকে চীনদেশীয় কৌন-ইন্-নাম গ্রহণ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ কিছুই নাই। বিশেষতঃ যে চীন দেশে বুদ্ধদেবকে মহাকাল মনে করা হয়, যে চীন দেশে দেবী লক্ষ্মীকে বুদ্ধদেবের পত্নী জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা

সদাব্রত, অতিথি সেবা, গো সেবা, এ দেশের প্রায় সকল স্থানেই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু এখনও লক্ষ্মীপূজা ভারতের এক প্রান্ত হইতে

করা হয়, সেই দেশে লক্ষ্মীদেবী বৌদ্ধ হইয়াছেন বলিলে কোনই অসঙ্গত বা অন্যায় হয় না। চীন দেশের লক্ষ্মীদেবী চীন দেশের লোকের প্রয়োজনানুসারে, ক্রমে তাঁহার স্ত্রী মূর্ত্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষ মূর্ত্তিতে এবং স্ত্রী মূর্ত্তিতে নানা স্থানে নানা ভাবে এখন প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন। এখন চীন দেশের প্রত্যেক গৃহস্থের ভাণ্ডার বা গোলাঘরের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী, শয়ন ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবী, শস্য ক্ষেত্রের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আর এক দেবতা, ফল বৃক্ষের রক্ষা কর্ত্তা আর এক দেবতা, এই ভাবে অসংখ্য কার্য্যে অসংখ্য মূর্ত্তিতে অসংখ্য দেবদেবী চীন দেশীয় নরনারীর সুখ ও সৌভাগ্য বিধান জন্য চীন দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সাধারণতঃ স্ত্রী ভাবাপন্না চীন দেশের লক্ষ্মীদেবী ঐ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করেন আর পুরুষ ভাবাপন্ন লক্ষ্মীদেব চীন দেশের পুরুষ অধিবাসিগণকে রক্ষা করেন। এতৎ সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থ লেখকের উক্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"The god of Hearth and his wife each keep a register in which they enter all the actions of the household ; he concerns himself with the men and she with the women."

এই লক্ষ্মীদেবী, নানা ভাবে, নানা নামে, নানা মূর্ত্তিতে, নানা স্থানে যে একই সময়ে অবস্থান করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের লক্ষ্মীদেবী সংক্রান্ত বর্ণনা মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা রমা॥
বিশুদ্ধসত্ত্বরূপা চ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা।
প্রেম্না সা চ প্রধানা চ সর্ব্বাসু রমণীসু চ॥

অন্ত্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সজীব রহিয়াছে। কার্ত্তিক মাসের লক্ষ্মীপূর্ণিমা-দিনে কোনও না কোন ভাবে এখনও ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ্মীপূজা করা

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী।
পাতালেষু চ মর্ত্ত্যেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু ॥

গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বেব গৃহিণী চ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥

গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ ॥

শোভাস্বরূপা চন্দ্রে চ সূর্য্যমণ্ডলমণ্ডিতা।
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ ॥

নৃপেষু নৃপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ।
সর্ব্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ ॥

প্রতিমাসু চ দেবানাং মঙ্গলেষু ঘটেষু চ।
মানিক্যেষু চ মুক্তাসু চ মাল্যেষু চ মনোহরা ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

চীনের অতি নিকট প্রতিবাসী জাপান দেশের উপাস্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত চীনদেশের লক্ষ্মীদেবীর আকৃতি প্রকৃতির যতটুকু সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, এদেশের পুরাণোক্ত লক্ষ্মীদেবীর আকৃতি প্রকৃতির সহিত জাপানের লক্ষ্মীদেবীর তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

জাপানের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ফুজির শিখর দেশে সামা মন্দিরস্থিত প্রাচীন যে মূর্ত্তিকে সে দেশের লোকে "কুজা কুমাউ-মহামায়ারী" বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন তাঁহার হস্তে পদ্ম পুষ্প ও তাঁহাকে প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মীদেবীমূর্ত্তির প্রকার ভেদ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে

হইয়া থাকে। লক্ষ্মীদেবী অর্থবোধক "শ্রী" শব্দকে সংযোগ করিয়া নামের প্রথমে "শ্রীমান্" "শ্রীযুক্ত" কখনও বা কেবল "শ্রী" ইত্যাদি শুভকর শব্দ ব্যবহার করিবার প্রথা ভারতে সর্ব্বত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

করিতে পারা যায় না। এই সকল মূর্ত্তির এক হস্তে ধৃত পদ্মপুষ্পে, অন্য হস্তে বরাভয়দানের ভাবে ও পদ্মাসনে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছে। কু-জাকু-মাউ সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে এইরূপ জানিতে পারা যায়—

"According to the tradition of the esoteric sects this deity is a manifestation of Sakyamuni, Kujaku-Myoo protects from calamity and in times of drought is prayed to for rain."

জাপানের লক্ষ্মী মূর্ত্তির অপরূপ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে THE LEGEND OF THE FAR EAST গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"The most beautiful figure among Japanese gods is the divinity who care for the souls of little children, consoles them in their place of unrest and save them from Demons."

* * * * *

"Japanese iconography knows several forms of Aizen Myoo with two, four or six arms." * * * "Fudo Myoo,—is the most important of the five great Myoo." * * * *

"Fugen is seated on a lotus upheld by one elephant or by several." * * * * * *

"In the third right hand is a lotus flower. Aizen Myoo is seated cross legged on a red lotus flower."

(ASIATIC MYTHOLOGY)

পুরীধামে শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরে পূর্ব্বের ন্যায় ধুমধামে শ্রীদেবীর পূজা যদিও এখন আর করা হয় না, কিন্তু এখনও পাণ্ডাগণ সংগোপনে সর্ব্বাগ্রে শ্রীযন্ত্রে শ্রীদেবীর পূজা ভোগ সম্পন্ন করিয়া সেই নিবেদিত অন্নপ্রসাদ জগন্নাথ দেবের ভোগান্ন সহিত সম্মিলিত করিয়া সকলকে বিতরণ করিয়া

উপরি উদ্ধৃত ইংরাজ গ্রন্থকারগণের মন্তব্যে দেখা যাইতেছে, জাপানের ধর্ম্মগ্রন্থে লক্ষ্মীকে কখনও দেবী কখনও বা দেবভাবে চিত্রিত করা হইলেও, পঞ্চবিধ মাউ দেবতার সহিত লক্ষ্মীদেবীর কেবল মূর্ত্তিগত নহে কার্য্যগতও সমতা অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কেহ জীবগণকে অমৃত বিতরণ করেন, কেহ অন্নদান করেন, কেহ অন্যবিধ কল্যাণ প্রদান করেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যব্যাখানের পরিশিষ্ট ভাগে তিব্বত, চীন ও জাপানের নানা নামে পরিচিতা লক্ষ্মীস্থানীয়া দেবীর চিত্রের কয়েকখানা প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দেখিলে কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকারের বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ এবং বর্ণনা ঘটিত ত্রুটিতে যে সকল বুঝিবার গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে পারে।

জাপান দেশীয় মাউ, ইনারি, তারা বা লক্ষ্মীদেবীর উপরি উদ্ধৃত রূপবর্ণনার সহিত "মৎস্যপুরাণে" লক্ষ্মীদেবীর যে রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনা করিলে কোনও কোনও স্থানে তাঁহাদের অসাধারণ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মৎস্যপুরাণ হইতে লক্ষ্মীদেবীর রূপবর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"শ্রিয়ং দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাম্।
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবম্॥

* * *

* * *

মেখলাভরণাং তদ্বৎ তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাম্।
নানাভরণসম্পন্নাং শোভনাম্বরধারিণীম্॥

থাকেন (৩৬৮)। এই ভাবে লক্ষ্মীদেবীর সেবা পূজা কেবল ভারতবর্ষের অনেক স্থানের প্রাচীন দেবালয়ে নহে, পরন্তু চীন, জাপান ও তিব্বতের বুদ্ধদেবের অনেক প্রাচীন মন্দিরেও হইয়া আসিতেছে। এরূপ ঘটিবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যে কোন নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মতের প্রচার সঙ্গে সকল দেশেই সাধারণ লোকের আচার ব্যবহারের আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এরূপ হইয়া থাকিলেও শতসহস্র বৎসর যাবত পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে আগত বহু পূর্ব্বকালের একটা বদ্ধমূল সংস্কারকে মানুষের অন্তঃকরণ হইতে হঠাৎ উঠাইয়া দিতে পারা সহজ নহে। বিশেষতঃ যে সকল দেব দেবী মৃত্যুর পরে মোক্ষ প্রদান করিতে কিম্বা ভবিষ্যৎ জন্মে স্বর্গাদি প্রদান করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগের অপেক্ষা যে সকল দেব দেবী ঋণের সংসারে অর্থদান, পিপাসিতের কণ্ঠে জল দান কিম্বা ক্ষুধিতের উদরে অন্নদান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকেই সাধারণ লোকে অধিক ব্যাকুল হইয়া ডাকিয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র, অন্যান্য দেব দেবী অপেক্ষা, লক্ষ্মীদেবার উপাসক এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। উপকার করিতে সমর্থ জানিয়া যাঁহাকে উপাসনা করা হয়, তাঁহার মূর্ত্তি এবং তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধীয় কোনরূপ একটা ভাব মানুষের

পার্শ্বে তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ।
পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা॥
করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ।
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥" (মৎস্যপুরাণ)

(৩৬৮) পুরীধামে কিরূপ সংগোপনে শ্রীযন্ত্রে লক্ষ্মীদেবীর ভোগ পূজা সম্পন্ন করা হয়, ইহার বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুত রাজা শশিশেখরেশ্বর কৃত "পুরীর মন্দির সম্বন্ধে গুটি কতক নূতন কথা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ঐ পুস্তক কাশীর মহামণ্ডল প্রেসে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। (প্রকাশক)

হৃদয়ে স্বভাবতঃই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া রহে। উপাসকের অন্তঃকরণের উন্নত অবনত অবস্থা অনুসারে উপাস্য দেবতার মূর্ত্তির এবং তাঁহার কার্য্যকরণ ক্ষমতাবোধের কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও প্রত্যেক জীবকেই তাহার উপকারক অন্ন বস্ত্র দাতা দেবতার জন্য হৃদয়ের এক কোণে অন্ততঃ একটু অনুরাগের স্থান রাখিয়া দিতেই হইবে। মানব হৃদয়ের স্বভাবজাত এই অনুরাগ হইতেই লক্ষ্মীদেবীর পূজা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল যে ভারতে হিন্দুর ঘরে ঘরে আজ লক্ষ্মীদেবীর পূজা অর্চ্চনা হইতেছে তাহাই নহে, পৃথিবীর সকল দেশে, সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে, কোনও না কোন নামে এবং কোনও না কোন ভাবে যে, লক্ষ্মীদেবীর পূজা এখনও হইয়া থাকে তাহা নিম্নে টীকাতে উদ্ধৃত নানা দেশের নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত উক্তি সকল হইতে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারা যাইতেছে। এ বিষয়ের এইরূপ রাশীকৃত প্রমাণ আরও সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থান সংকীর্ণতার জন্য সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এস্থানে আর একটি কথা বলিবার রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষ হইতেই লক্ষ্মীদেবীর পূজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীনে, জাপানে এবং তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত ইহা হইতেও আরও বিস্ময়জনক উচ্চ স্থানকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, হিন্দু জাতি হইতেই কেবল লক্ষ্মী-মাতার নহে, পরন্তু সর্ব্বপ্রকার দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনা পদ্ধতি চীনে, জাপানে, তিব্বতে, প্রাচীন গ্রীসে, ইটালীতে, ইজিপ্টে, সিরিয়াতে এমন কি উত্তর ইয়োরোপে এবং সুদূর আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পর্য্যন্ত অতি পূর্ব্ব কালের কোন এক সময়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে (৩৬৯)।

---

(৩৬৯) এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি সুপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স, একশত বৎসরেরও পূর্ব্বে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়া থাকেন যে, কাকতালীয় স্থায় এই সকল দেবী পূজা পদ্ধতি ভারতেও যেমন উদ্ভব হইয়াছে, অন্যান্য দেশেও তেমনি একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। এই দুইটি সিদ্ধান্তের কোনটিকেই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহার কারণ, কাকতালীয় মূল হইতে একই সময়ে ভারতের লক্ষ্মীদেবীর এবং রোমের লমিয়দেবীর উৎপত্তি যেমন অসম্ভব, তেমনি ভারতের পুরাকালে কোন হিন্দু কবির বা ঋষির হৃদয় গহ্বরে লক্ষ্মীর জন্মস্থান নিরূপণ করাও ততোধিক হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার হইবে। ফলতঃ লক্ষ্মীদেবী উদ্দেশ্যে সর্ব্বলোক মুখে উচ্চারিত বিশ্ব-

---

করিয়া ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ASIATIC RESEARCHES পত্রিকাতে তাঁহার লিখিত On the GODS of GREECE, ITALY and INDIA শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে এইরূপ একটি সিদ্ধান্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন,—

"It is my design, in this Essay, to point out such a resemblance between the popular worship of the old *Greeks* and *Italians*, and that of the *Hindus* ; nor can there be room to doubt of a great similarity between their strange religions and that of *Egypt*, *China*, *Persia*, *Phrygia Phocynice*, *Syria* ; to which perhaps, we may safely add some of the southern kingdoms, and even islands of *America* : while the *Gothick* system, which prevailed in the northern regions of *Europe*, was not merely similar to those of *Greece* and *Italy*, but almost the same in another dress, with an embroidery of images apparently *Asiatic*."

ব্যাপী "মা" ডাক কাহারও নকল করা ডাকও নহে, কাহারও ডাকের প্রতিধ্বনিও নহে। যে পরমা প্রকৃতি দেবী সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপিনী প্রকৃতি দেবী হইতে পালন কর্ত্রী মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবী সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্য দুই হস্তে বিতরণ করিতে করিতে হাস্য মুখে বিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং একমাত্র এই কারণেই পৃথিবীর সকল স্থানের সকল শ্রেণীর লোকে, সৃষ্টির প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই তাঁহাকে মাতৃরূপে দেখিতে, চিন্তা করিতে, এবং "মা" "মা" শব্দে তাঁহাকে ডাকিতে স্বভাবতঃই অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধ বা কোনও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মীদেবী ভারত হইতে বহির্গত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, এরূপ

বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার উপরের লিখিত অভিমত সমর্থন করিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই সকল বিভিন্ন স্থানের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ক্রিয়া ও নামগত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও এক স্থানে দেবদেবী পূজার মূল উৎপত্তি হইয়া, পরে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সিদ্ধান্ত করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। কাকতালীয় ন্যায়ে সকল দেশে একই সময়ে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিতে হইলেও এই কাকতালীয় ন্যায়কে অদ্ভুত ধরণের বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। ফলতঃ তাঁহার মতে এ রহস্যের মূল উদ্ঘাটন করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। NATURAL RELIGION গ্রন্থ হইতে তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"If however, we find the same names in Germany and Central America, in Egypt and the Polynesian Islands, we cannot appeal to early migrations, but have simply to admit that the chapter of accidents is larger than we expected."

কথার বিচার বিতর্কের পথ চণ্ডীগ্রন্থের ৩১৫ সংখ্যক শ্লোকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছে ; কারণ এই শ্লোকে জানা যাইতেছে মহামাতৃকা দেবী লক্ষ্মীরূপে নৈমিষারণ্যনিবাসী ঋষিদের হৃদয়ে যেমন আনন্দে বিরাজ করেন, আফ্রিকার পর্ব্বতগুহাবাসী বন্য বর্ব্বর জাতির হৃদয়েও তেমনি হাস্য মুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। এক স্থানের লোকের চক্ষুতে তিনি এক মূর্ত্তিতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্য স্থানের লোকের সম্মুখে অন্য রূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। ঋষিগণের চক্ষুর সম্মুখে তিনি কি ভাবে দর্শন দিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে তাহা প্রকাশ পাইতেছে (৩৭০)।

---

(৩৭০) বেদোক্ত শ্রীসূক্তের মন্ত্র এবং তাহার অর্থ অনেক ব্রাহ্মণই অবগত আছেন, এজন্য উহার অনুবাদ এস্থলে দেওয়া হইল না। "ত্রিশূল" পত্রিকা হইতে পুরাণোক্ত শ্রীমাতার (লক্ষ্মীমাতার) একটি স্তব নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে পুরাকালে এদেশে লক্ষ্মীদেবীকে ঋষিগণ কত উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিতেন।

"ক্ষুন্নিদ্রা ত্বং তৃষা ত্বঞ্চ ক্রোধতন্দ্রাদয়স্তথা।
ত্বং শান্তি ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং জয়া বিজয়া তথা॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈস্ত্বং প্রপন্না সুরেশ্বরি।
সাবিত্রী শ্রী রমা চৈব ত্বঞ্চ মাতা ব্যবস্থিতা॥

ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাস্তদাধারে ব্যবস্থিতাঃ।
নমস্তভ্যং জগন্মাতর্ধৃতিপুষ্টিস্বরূপিণি॥

রতিঃ ক্রোধামহামায়া ছায়া জ্যোতিঃস্বরূপিণি।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃদ্দেবি কার্য্যকারণদা সদা॥

ধরা তেজস্তথা বায়ুঃ সলিলাকাশমেব চ।
নমস্তেস্তু মহাবিদ্যে মহাজ্ঞানময়েঽনঘে।

তুমি সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপা হইয়া অবস্থান কর,—এইরূপ উচ্চ ও উদার উক্তিতে দেবতাগণ যে কেন চণ্ডিকা দেবীকে বারম্বার স্তুতি করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিবার উপকরণ ৩১৫ সংখ্যক শ্লোক মধ্যে এবং পৃথিবীব্যাপী লক্ষ্মীদেবীর উপাসকগণের আচরণ মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা নিশ্চয়ই কিঞ্চিত পরিমাণে পাইতে পারি।

* * * * *

যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত এই দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডিকার দেবাসুর-যুদ্ধ-ইতিহাস আমরা এক্ষণে আলোচনা করিতেছি, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোন স্থানে এই পরমা শক্তিশালিনী দেবীকে পরমা প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কোথাও বা জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, পরা মাতা, মাতা, মা, রমা, উমা, মায়া বা মহামায়া বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার বিশ্বব্যাপী মাতৃভাবে বিশ্বের সর্ব্ব জীবের পালন কার্য্যে সদা নিরতা হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া, "মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিতা" বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাকে যে স্তুতি করিয়াছেন তাহাই ৩৩২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা বিশ্বপালনকারিণী ও সৃষ্টিরক্ষাকারিণী জগজ্জননী দেবীকে এইরূপে মাতা সম্বোধন করিয়া ইন্দ্রাদি

হ্রীংকারী দেবরূপাত্বং ক্রীংকারী ত্বং মহাদ্যুতে।
আদিমধ্যাবসানা ত্বং ত্রাহি চাস্মান্মহাভয়াৎ॥

মহাপাপোহি দুষ্টাত্মা দৈত্যোয়ং বাধতেধুনা।
ত্রাণরূপা ত্বমেকা চ অস্মাকং কুলদেবতা॥

ত্রাহি ত্রাহি মহাদেবি রক্ষ রক্ষ মহেশ্বরি।
হন হন দানবং দুষ্টং বিপ্রাণাং বিঘ্নকারকং॥" ইত্যাদি।

দেবতাগণ কেবল এই এক স্থানে যে স্তুতি করিয়াছেন তাহা নহে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এমন কি মহেশ্বর পর্য্যন্তও তাঁহাকে নানা সময়ে নানা স্থানে মাতৃভাবে দর্শন করিয়াছেন, মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং মাতা বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। ক্রমে সর্ব্বত্র তাঁহার এই মাতৃরূপা সর্ব্বজীবপালনকারিণী ও সর্ব্বলোকরক্ষাকারিণী ভাবটিকে যখন সকলে উপলব্ধি করিলেন, তখন সেই জ্ঞান বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেব, দানব ও মানব সকলেই তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে, "মা" বলিয়া চিন্তা করিতে এবং "মা" বলিয়া স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন (৩৭৯)।

---

(৩৭৯) সৃষ্টির সূত্রপাতেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিপদে পড়িয়া দেবীকে মাতা বলিয়া কাতর স্বরে ডাকিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রথমে, মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় যখন ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মাকৃত এই স্তুতির উল্লেখ আছে। এজন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ব্রহ্মার ন্যায় বিষ্ণুও অনেক সময়ে দেবীকে পুনঃ পুনঃ মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছেন। তাহার একটি স্তুতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রীভগবানুবাচ। যাচেঽম্ব তেঽঙ্ঘ্রিকমলং প্রণিপত্য কামং,
চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ।
নামাপি বক্ত্রকুহরে সততং তবৈব,
সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥
ভৃত্যোঽয়মস্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং,
ত্বাং স্বামিনীতি মনসা ননু চিন্তয়ামি।
এবাবয়োরবিরতা কিল দেবি ভূয়াদ্,
ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননী সুতয়োরিবার্য্যে ॥" (ভাগবত)

দেহধারী দেবদানব মানব জীবজন্তু সকলকেই তাঁহাদের নিজ নিজ বাসস্থানের চাতুস্পার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যোপযোগী ও প্রয়োজন সাধনোপযোগী বাক্য ও শব্দ সকল ধীরে ধীরে সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহাদের অতি শিশু অবস্থাতে তাহাদের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য যাহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে থাকে, সকলের পক্ষেই তাহাকে সর্ব্ব প্রথমে কোন একটা শব্দদ্বারা নিকটে ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন হয়। এজন্য সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন একটি আকারান্ত শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়া সেই পালনকারিণীকে

এক সময়ে দেবীকে মহেশ্বর "জননী" সম্বোধন করিয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

"শিব উবাচ। যদি হরি স্তব দেবি বিভাবজ-স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ।
কিমহমত্র তবাপি ন সদ্‌গুণঃ সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে॥

ত্বমসি ভূ সলিলং পবনস্তথা খমপি বহ্নিগুণশ্চ তথা পুনঃ।
জননি তানি পুনঃ করণানি চ ত্বমসি বুদ্ধিমনোঽপ্যথহস্কৃতিঃ॥

ন চ বিদন্তি বদন্তি চ যেঽন্যথা হরিহরাজকৃতং নিখিলং জগৎ।
তব কৃতাশ্রয় এব সদৈব তে বিরচয়ন্তি জগৎ সচরাচরম্॥" (ভাগবত)

মহেশ্বর মহাকালরূপে আর এক সময়ে আর এক স্থানে দেবীকে যে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে তাহা দেখা যাইবে—

"নমোস্তুতে মহাবিদ্যে অজিতে তেজগামিনি।
সাংখ্যযোগোদ্ভবেবীরে বরদে দেব পূজিতে॥
ত্বংগতিঃ সর্ব্বভূতানামব্যক্তব্যক্তরূপিণী।
কালরাত্রী মহারাত্রী কালক্ষয় করী ধ্রুবা॥

ডাকিবার চেষ্টা সর্ব্বজীব মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির প্রথম সময় হইতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। "মা" শব্দটি সর্ব্ব প্রাণীর এই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। "মা" শব্দটির ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই কারণে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই "মা"

সৃষ্টিরক্ষণ সংহারং ত্বমেব পরিকুর্ব্বসি।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্বং পদং পরমং স্মৃতং॥
মাতামরুদ্গণানাঞ্চ বৃষ্টিঃ সৃষ্টিস্তথৈব চ।
তপনী ভদ্রকালী চ বিষ্ণুমাতা বহুশ্রুতা॥
গায়ত্রী চ বরেণ্যা চ তথৈব চ সরস্বতী।
মানসী মন্যমানা চ মাতৃনাং জননী শুভা॥
অঘোরা ঘোররূপা চ ঘোরাঘোরতরা তথা।
দেব দানবমর্ত্ত্যেষু তির্য্যগ্যোনিগতেষু চ॥
ন তৎ পশ্যামি দেবেশি যত্ত্বয়া রহিতং ভবেৎ।
অহস্তবপিতা দেবী ত্বন্তমাতা মম স্মৃতা।" (দেবীপুরাণ)

মহাকাল দেবী পরমাশক্তিকে মাতৃ সম্বোধনে যে স্তুতি করিয়াছেন তাহা হইতে কয়েক পঙ্ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তী চ,
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বাং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো,
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥
অনেকে সেবন্তে ভবদধিক গীর্ব্বাণ নিবহান্,
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমম্।" ইত্যাদি

(তন্ত্রসারে উদ্ধৃত মহাকালকৃত শ্যামাস্তোত্র)

দেবীপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত, স্বয়ং মহাদেব কৃত পরমাশক্তির স্তুতিতেও,

শব্দের সার্ব্বভৌম ব্যবহারের ন্যায়, বিপদাপদ সময়ে, যাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকা হয়, তাঁহাকেও নিকটে পাইবার জন্য সকল জীবেরই স্বাভাবিক একটা চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল আপদ বিপদে নহে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় এবং শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ক্লেশের

তাঁহার পরমা মাতৃকা ভাবের একটি অতি উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—

"জয় পবনগগনদিনকর হুতবহ শশিসলিল অবনি আত্মস্থে।
স্থিতি জগৎকারণ হেতো মূর্ত্তিত্বে কল্পিতে নমস্তে ॥
জয় সকলার্থব্যাপিনি অনাদিনির্লক্ষ শুদ্ধ আত্মস্থা।
আধারাদ্বায়ুনামনেক তত্ত্বার্থরূপিণে নমস্তে ॥
খগ গগনদহনরূপিণি জলধরতনুবন্ধমোচনি অনাদ্যে।
জয় সকলরূপ মাতৃরূপেঽনেক বিজ্ঞানধারিণি নমস্তে ॥
জয় কালদেহরূপিণি ক্ষণাদি কল্পান্ত সংস্থিতা।
বয়বৈর্বিদ্যা শুদ্ধজ্ঞানং নিয়াময়ে নিয়তিরূপিণি নমস্তে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেও একাধারে পিতা মাতা পিতামহ ইত্যাদি সমস্ত ভাবের সমাবেশ কিরূপে হইতে পারে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে—

"পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥"

বেদকে নিত্য বলা হয়, অর্থাৎ বেদ কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। বেদ চৈতন্যময়, অর্থাৎ অন্যান্য পুস্তকের পাতার মত জড় বস্তু নহে। এইরূপ বেদ এক সময়ে মাতৃরূপা দেবী মহামায়াকে এইরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন—

"দেবা উচুঃ। নমোদেবি মহামায়ে বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে।
নির্গুনে সর্ব্বভুতেশি মাতঃ শঙ্কর কামদে ॥

সকল অবস্থাতেই সকলেরই রক্ষাকর্ত্রী "মা"র কথা সর্ব্ব প্রথমে মনে হয় এবং মুখে "মা" ডাক সকলের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্বভাবজাত অভ্যাসমূলে দেবতাগণও বিপদ সময়ে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাঁহারা যাঁহাকে তাঁহাদের উৎপত্তির আদিস্থান মা বলিয়া

ত্বং ভূমিঃ সর্ব্বভূতানাং প্রাণাঃ প্রাণ বতাং তথা।
ধীঃ শ্রীঃ কান্তিঃ ক্ষমাশান্তিঃ শ্রদ্ধামেধাধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥

তমুদ্গীথেৰ্দ্ধমাত্রাসি গায়ত্রী ব্যাহৃতিস্তথা।
জয়া চ বিজয়া ধাত্রীলজ্জাকীর্ত্তিঃ স্পৃহাদয়া॥

ত্বাং সং স্তমোঽম্ব ভুবনত্রয় সংবিধান,
জননীং দক্ষাং দয়ারসযুতাং জনানাং।

মাতা যতস্ত্বং স্থিরজঙ্গমানাং সকল ভুবনমেতৎ কর্ত্তুকামা
যদা ত্বং সৃজসি জননি দেবান্ বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্।

স্থিতিলয়জননং তৈঃ কারয়স্যেকরূপা,
ন খলু তব কথঞ্চিদ্দেবি সংসার লেশঃ॥
নতেরূপং বেত্তুং সকলভুবনেকোঽপি নিপুনঃ।" (ভাগবত)

বেদগণ কৃত সুদীর্ঘ দেবী স্তুতি হইতে উপরে যে অল্প কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে ব্রহ্ম স্বরূপ বেদও দেবীকে কিরূপ উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

ঋষিগণ কৃত নানা ভাবপূর্ণ দেবী স্তুতি নানা পুরাণের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাও দেবীকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে তাঁহাদের দুই চারিটী উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"নারদ উবাচ। জয় শম্ভুমুতে দেবী জয় রুদ্রতনূদ্ভবে।
জয় কেশবব্রহ্মেশ উৎপত্তিস্থিতিকারকে।

জানিতেন, প্রথমে সেই মহামাতৃকা দেবীকেই "মা" "মা" বলিয়া বারম্বার ডাকিয়াছেন। কেবল স্বর্গের দেবতাগণকে নহে, পৃথিবীর মানুষগণকেও এইরূপে কত স্থানে কতবার বিপদে পড়িয়া "মা" "মা" ডাকের দ্বারা ঐ মাকে ডাকিতে হইয়াছে। প্রবল ঝড় বাতাস, ভূকম্প, জলপ্লাবন, অতিবৃষ্টি,

---

জয় সংহারকারায় রুদ্রদেহভাবায় চ।
জয় পরার্থ ভবেশি জয় বাগেশি মঙ্গলে॥

জয় সর্ব্বপতে মাতর্জয়নাম বর প্রদে।
সর্ব্বগে সর্ব্বনামেভ্যঃ প্রসীদ মম শঙ্করি॥

নামান্যুদীরয়িষ্যামি যানি তে প্রথিতানি তু।
যৈস্তু নামৈঃ সদা লোকে অত্রৈবমনুগীয়সে।" (দেবীপুরাণ)

"দক্ষ উবাচ। শিবা শান্তা মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়া তাং নমামি সনাতনীম্॥

যয়া ধাতা জগৎসৃষ্টৌ নিযুক্তস্তাং পুরাকরোৎ।
স্থিতিঞ্চ বিষ্ণুরকরোদ্ যন্নিয়োগাজ্জগৎপতিঃ॥

শম্ভুরন্তং ততো দেবীং ত্বাং নমামি মহীয়সীম্॥

বিকাররহিতাং শুদ্ধামপ্রমেয়াং প্রভাবতীম্।
প্রমাণ মানমেয়াখ্যাং প্রণমামি সুখাত্মিকাম্॥

যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং পরাম্।
তস্য ভোগ্যঞ্চ মুক্তিশ্চ সদা করতলে স্থিতা॥

যস্ত্বাং প্রত্যক্ষতোদেবীং সকৃৎ পশ্যতি পাবনীম্।
তস্যাবশ্যং ভবেন্মুক্তির্বিদ্যাবিদ্যা প্রকাশিকাম্॥

যোগনিদ্রে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে জগন্ময়ি।
যা প্রমাণার্থ সম্পন্না চেতনা সা ভবাত্মিকা॥

অনাবৃষ্টি, ইত্যাদি পার্থিব ভয়ঙ্কর আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে, যে স্থানে দেশের রাজার সৈন্যবল বা অর্থবল বা বুদ্ধিবল কর্ত্তৃক তাহার প্রতীকারের কোনই পথ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেরূপ স্থলে অগত্যা উপরের কোন রক্ষাকারিণী অদৃশ্যা প্রবল শক্তির আশ্রয় কত স্থানের কত নরনারীকেও

যে স্তবন্তি জগন্মাতর্ভবতীমম্বিকেতি চ।
জগন্ময়ীতি মায়েতি সর্ব্বং তেষাং ভবিষ্যতি॥" (কালিকাপুরাণ)

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে সুভদ্রা যখন মৃত পুত্র অভিমন্যুকে একবার দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বেদব্যাস, যুদ্ধে নিহত পুরুষগণকে স্বর্গ হইতে কিছুক্ষণের জন্য মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বেদব্যাস দেবীকে এইভাবে স্তুতি করিয়াছিলেন—

"যথা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো, ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক স্তথাসি দেবি ত্বমহং সততং নমামি তাম্॥

জলং ন বায়ু র্ন ধরা ন চাম্বরং, গুণান তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়ান্যহং।
মনো বুদ্ধি র্ন চ তিগ্ম গুঃ শশী, তদাসি দেবী ত্বমহং নমামি তাং॥

ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে, গুণৈর্লিঙ্গকোষঞ্চ নীত্বা সমাধৌ।
স্থিতা কল্পকালং নয়স্যাত্মতন্ত্রা, ন কোপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতোপি॥

প্রার্থয়ত্যেব মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ।
নাহং ক্ষমোস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াস্ত জনান্ মৃতান্॥

সূত উবাচ। এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
স্বর্গানাহূয় সর্ব্বান বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্॥" (ভাগবত)

বেদব্যাস কৃত এই স্তবের প্রতি পংক্তিতে দেবীর পরামাতৃকাভাবের অত্যুজ্জ্বল চিত্র যেরূপ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, এরূপ অন্য স্থানে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

লইতে হইয়াছে। এই রক্ষা কর্ত্রী প্রবল শক্তির ডাকনাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ "মহামাতা" "শ্রীমাতা," "শামা," "শ্যামা," "মা," "মাম্‌মা," "আম্বা," "ও-মা," "মা-উ" প্রভৃতি নামেই তাঁহাকে অনেক দেশে পূজিতা হইতে দেখা যায় (৩৮০)।

রামরাবণের যুদ্ধ সময়ে, রাম মাতা বলিয়া দেবী দুর্গাকে সম্বোধন ও স্তুতি করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন দেবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মূলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই স্তুতির এবং দেবীপূজার উল্লেখ আছে। বেদে পুরাণে, ইতিহাসে, তন্ত্রে, স্মৃতিতে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্রে, হিন্দুশাস্ত্রের অসংখ্য স্থানে দেবীর মহামাতৃকাভাব পরিজ্ঞাপক নানা স্তুতি এবং বর্ণনা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অবস্থা প্রতি দৃষ্টি করিলে, বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত এদেশের সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার লোক মধ্যেই যে দেবীকে "মা" বলিয়া চিন্তা করিবার, ডাকিবার এবং নানা স্থানে নানা ভাবে মাতৃরূপে পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(৩৮০) "Some of the tribes of Asia Minor worshiped the Great Mother deity MA or AMMA, who, like the Libyan Neith and other virgin goddess of the Delta, was selfcreated and had a fatherless son." (EGYPTIAN MYTH & LEGEND).

ভারতের উমা দেবী সম্ভবতঃ তিব্বত দেশে "বু-মো" দেবী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া সিংহের পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া এখনও লামাগণের পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে অধ্যাপক জে হেকিন লিখিয়াছেন,—

"The high-born maiden who rides on a lion."

সর্ব্বলোক সৃষ্টিকারিণী, সর্ব্বজীবপালনকারিণী এবং সকলের সর্ব্ববিধ বিপদকালে রক্ষাকারিণী শক্তিকে এই কারণে কেবল এক এই ভারতবর্ষে

তিব্বতের লক্ষ্মী বা লামো দেবীর সহচরী "মিতইঙ্গীগীভাগ মা" দেবী সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"MTHING-GI-BZACG-MA, who destrides a mule and hold an arrow."

মা-বজনের দুহিতা ব্রগ-মার পৌরাণিক ইতিহাস যাহা ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সযত্নে পাঠের উপযুক্ত সামগ্রী।

তিব্বতের ন্যায় চীন দেশেও "মা" নাম বিশিষ্ট দেবীর অভাব নাই। ASIATIC MYTHOLOGY হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে—

"The Tasists have borrowed these colossal figures, giving them the purely Chinese names of LT, MA, *Chao*, and *wen*, and they place them sometimes at the entrance to their temples in a position similar to that in the Buddist temples."

চীন দেশের দেবী সি-ওয়াং-মু মানুষকে দীর্ঘজীবন দান করিতে পারেন বলিয়া এখনও চীন দেশের কোন কোনও স্থানে পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন—

"SI-WANG-MU had thus become in ancient times the goddess who gives long life." (ASIATIC MYTHOLOGY)

কোমানা দেশে "মা" দেবীর দ্বিবার্ষিকী পূজাতে দেশের নরনারীগণ একত্রিত হইয়া এখনও মহা উৎসব করিয়া থাকেন—

"Again, the goddess MA was served by a multitude of sacred harlots at Comana in Pontus, and crowds of men and

নহে, পৃথিবীর সকল দেশে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, সকল অবস্থার নরনারীগণ মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া একাল

---

women flocked to her santuary from the neighbouring cities and countries to attend biennial festivals."

(THE GOLDEN BOUGH)

য়ুরোপের সমস্ত রোমান ক্যাথলিক ক্রুশ্চিয়ান উপাসনা মন্দিরে (চর্চ্চে) উপাসনা সময়ে বহু লোকে সমস্বরে বাদ্য ও গীতাদির সহিত তাঁহাদের উপাসনার যে অংশ শেষ করিয়া থাকেন, তাহাকে "মাস্" বলা হয়। পূর্ব্বে মাতা মেরী দেবীর উদ্দেশ্যে এইরূপ উপাসনা করা হইত, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ ক্রুশ্চিয়ান উপাসনা কার্য্যে এই মাস্ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

"According to Sumerian belief, Nintu "A form of the goddess MA," was half a serpent."

(MYTHS OF BABYLONIA)

"Her benificent form survived as the Sumerian goddess Bau, who was obviously identical with the Phoenician Baau, mother of the first man. Another name of Bau was Ma and Nintu, "a form of the goddess Ma" was half a woman and half a serpent, and was depicted with "a babe suckling her breast."

(MYTHS OF BABYLONIA)

"Another Babylonian lady of the gods was Ama, Mama or Mami, "the creatress of the seed of mankind", and was "probably so called as the 'mother' of all things."

(MYTHS OF BABYLONIA)

"আমা" শব্দে জাপান দেশে কেবল স্বর্গ নহে, স্বর্গের অধিবাসী দেবীগণকেও

পর্য্যন্ত আপদ বিপদ সর্ব্ব সময়ে তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিবার এবং

বুঝায়। জাপান ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থ "তাঙ্গ-ফু-দোফিতে" বর্ণিত হইয়াছে,—"আমা-নো-হাসিদাতি" নামে এক স্বর্গের সিড়ি দ্বারা জাপানের লোকে পূর্ব্বকালে অতি সহজে জাপান হইতে স্বর্গে যাতায়াত করিতে পারিত। সেই সিড়ি ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে পড়িয়া তাম্বা প্রদেশে এখন একটি দ্বীপ আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। "আমা" সম্বন্ধে ASIATIC MYTHOLOGY হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"The word 'Ama' which we render by 'heaven', evoked among the Japanese other ideas than our conception of a distant and inaccessible heaven."

জাপানের দেবী "আমা-তের-স্যুর" বিস্তৃত বিবরণ এবং লক্ষ্মীমূর্ত্তি সহিত সৌসাদৃশ্য যুক্ত "মায়ু" নাম বিশিষ্ট পাঁচটি বিভিন্ন দেবতার বিবরণ ASIATIC MYTHOLOGY গ্রন্থে পাওয়া যাইতে পারিবে।

ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে আজিও "মাতৃ" "মাত্রণী" প্রভৃতি নামে পূজিতা দেবী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েন নাই।

"The Matres, Matrae, and Matronæ are often qualified by some local name Deities of this type appear to have been popular in Britain, in the neighbourhood of Cologne, and in Provence." (EGYPTIAN MYTH & LEGEND)

ভারতের নানা স্থানে নানা দেব মন্দিরে মহামাতৃকাদেবীর পালনভাব পরিজ্ঞাপক "শ্রীমাতা," "রমা," "রামা," মানসী," "যোগমাতা," "বেদমাতা," "ষোড়শমাতৃকা," "অষ্টমাতৃকা," এবং "মাতৃকা" প্রভৃতি নামে পরিচিতা দেবী মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া অদ্যাপি মাতৃভক্ত হিন্দু নরনারীগণের পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

মাতৃভাবে চিন্তা করিবার একটা অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে (৩৮১)। মহামাতৃকা দেবীর বিশ্বব্যাপী উপাসনার উৎপত্তি ও বিস্তৃতির মূল কারণ

---

(৩৮১) অনেক দেশের লোকের নিকটে ধনধান্যসুখসম্পৎ প্রদায়িনী লক্ষ্মী-দেবীকে এই কারণে সকলের উপরের দেবতারূপে প্রপূজিতা হইতে দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে "লক্ষ্মী" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা সময়ে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই বিশ্বপূজ্যা দেবীকে আরও নিকটে আনয়ন করিয়া আবার মাতৃভাবে পৃথিবীর কোন দেশের লোকে কি পদ্ধতিতে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই বিষয়ের আলোচনা এক্ষণে এখানে করা যাইতেছে। য়ুরোপকেই এক্ষণে পৃথিবী মধ্যে সুসভ্য দেশ বলা হয়; তাহার মধ্যে জার্ম্মানীকে আরও উন্নত ও সুশিক্ষিত মনে করা হয়। জার্ম্মানীকে আধুনিক সভ্যতা আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা বলিতেও বাধা নাই। সেই কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী জার্ম্মানী দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীগণ মধ্যে এখনও পরমা মাতার পূজা অর্চ্চনা কিরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে অগ্রে তাহাই দেখা যাউক।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সার্ জেমস্ জর্জ্জ ফ্রেজার তাঁহার কৃত THE GOLDEN BOUGH গ্রন্থের এক স্থানে জার্ম্মানী দেশের জন সাধারণের মহামাতৃকাদেবীর পূজার কথা উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"Sometimes the last sheaf is called, not the Corn-mother, but the Harvest-mother or the Great Mother. In the province of Osnabruck, Hanover, it is called the Harvest-mother; it is made up in female form, and then the reapers dance about with it."

উপরে যে গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হইল, তাহার অন্য এক স্থানে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, কেবল প্রুসিয়া বা জার্ম্মানী দেশে নহে, য়ুরোপের অনেক স্থানের অধিবাসীগণ কাননাকীর্ণ স্থানে গাছের বেড়া দ্বারা পূজার স্থান

যে ইহাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মহামাতৃকা দেবীর উপাসনার উৎপত্তি-কারণ সর্ব্বস্থানে এক হইলেও তাঁহার উপাসনার পদ্ধতি,

---

সংগোপন করিয়া তথাতে এখনও পৌত্তলিক ভাবের পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,—

"Among the tribes of the Finnish—Mgrian stock in Europe the heathen worship was performed for the most part in sacred groves, which were always enclosed with a fence."

জর্ম্মানীদেশের সাধারণ লোকেরা এখনও যে পূর্ব্বকালের ন্যায় বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে পূজার বৃক্ষ স্থাপন করিয়া তথাতে পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ ঐ গ্রন্থে এই ভাবে করা হইয়াছে—

"Sacred groves were common among the ancient Germans, and tree-worship is hardly extinct amongst their descendants at the present day." * * "Midsummer customs of the same sort used to be observed in some parts of Germany. Thus in the towns of the upper Harz Mountains tall fir-trees with bark peeled off their trunks were set up in open places and decked with flowers and eggs, which were painted yellow and red. Round those trees the young folk danced by day and the old folk in the evening."

বর্ত্তমান "সুসভ্য" সময়েও জর্ম্মানীদেশের অধিবাসিগণের এইরূপ প্রগাঢ় "পৌত্তলিকতা অনুরক্তি" দেখিয়া, ইংরেজ গ্রন্থকারগণমধ্যে কেহ কেহ যে তাঁহাদিগের প্রতি অতিমাত্রাতে ঘৃণাব্যঞ্জক নাসিকাকুঞ্চন করিবেন, ইহা কিছুই

প্রকরণ এবং উহার বিস্তৃতিসাধন ক্রমে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লৌকিক অবস্থা অনুসারে এবং উপাসকগণের প্রয়োজন অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন

খিচিত্র নহে। GERMAN HOME LIFE গ্রন্থের লেখক তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"To speak the simple truth plainly, the Christianity of to-day, call it by what name you will, is inodorous in the nostrils of the enlightened German." * * *

"Religion is fashionable in high quarters ; it is known that the Court of Berlin is *soi-disant devout*. But to the outsider the Christianity of Germany is a Christianity without a Chirst." * * * * *

"Prussia has become the strongest and least civilised country in the world. Its civilisation is that of the world without God." * * * *

"Such civilisation I do not deny to Prussia, but it is not the civilisation of the Christian world."

ইংলণ্ডের প্রাচীন উপাসনা মন্দিরের বেদীতে কোথায়ও সূর্য্যের পরিচয়স্থলে "মা পোন" শব্দ খোদিত থাকা দেখা যায়। ওয়েল্‌স্ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থেও "মা বোন" শব্দ দেখা যায়। জাপানের ন্যায় ইংলণ্ডেও পুরাকালে সূর্য্যকে স্ত্রীদেবী-মূর্ত্তিতে পূজা করিবার ব্যবহার থাকিলে মা-বোন নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিবার অর্থ বোধগম্য হয়।

"The name of the sun-god Maponos is found alike upon altars in Gaul and Britain and in Welsh literature as Mabon."

(CELTIC MYTH AND LEGEND)

ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোথায়ও বা মহামাতৃকা দেবীর

কিলারনী হ্রদের পার্শ্বে দুইটি উচ্চ পর্ব্বতচূড়াকে "আনা" দেবীর স্তনাগ্র বলা হয়। আনাদেবীকে আয়ার্লণ্ডের মহামাতৃকাদেবী বলা হয়। এই মাতাদেবীর নামে এই পর্ব্বতচূড়া এখনও আয়ার্লণ্ডের তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে।

"She was also called Anu or Ana, and her name still clings to two well-known mountains near Killarney, which, though now called simply 'The Paps,' were known formerly as the 'Paps of Ana.' She was the universal mother."

(CELTIC MYTH AND LEGEND)

আয়ার্লণ্ডের এবং ইংলণ্ডের উপাস্যা দেবদেবিগণ কেবল ঐদেশেই নহে, ইউরোপের অনেক স্থানে এখনও পূজিতা হইয়া রহিয়াছেন।

"The same great gods were, no doubt, adored by all the Celts, not only of Great Britain and Ireland, but of Continental Gaul as well."

যে ইংলণ্ডের গ্রন্থকার জার্ম্মেনী দেশের লোকের পৌত্তলিকতা-অনুরক্তি দেখিয়া এতদূর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার নিজের দেশ সেই ইংলণ্ডের এবং স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসিগণ মধ্যে অনেকে এখনও কেহ প্রকাশ্যে কেহ বা সংগোপনে মহামাতৃকা দেবীর পূজা-অর্চ্চনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

আয়ার্লাণ্ডের অধিবাসিগণ আনা-দেবীকে সকল দেবদেবীর মাতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। এখনও আয়ার্লণ্ডের অনেক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়

হস্তে কমল ফুল সাজাইয়া রাখিয়া ভক্তি-প্রীতিমাখা কমনীয় মূর্ত্তিকে কমলা

ব্যক্তিগণ এই আনা-দেবী হইতেই এক সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"Within living memory, she was propitiated by a magical ritual upon every Saint John's Eve, to ensure fertility during the coming year. The villagers round her *sidh* of Cnoc Aine (Knockainy) carried burning bunches of hay or straw upon poles to the top of the hill, and thence dispersed among the fields, waving these torches over the crops and cattle." * *

"Whether or not she were the mother of the gods, she is claimed as first ancestress by half a dozen famous Irish families."

(CELTIC MYTH & LEGEND)

আয়ার্লণ্ডের সম্ভ্রান্ত বংশের কোন কোনও শিক্ষিত পুরুষ আনাদেবী হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উৎপত্তির গর্ব্ব যেমন এখনও হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আয়ার্লণ্ডের জনসাধারণ মধ্যেও এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা এখনও তাঁহাদের উপাস্যা আনাদেবী দ্বারা ব্যারাম-পীড়া ও আপদ-বিপদ কালে রক্ষা পাইতে পারেন এরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকেন এবং এজন্য তাঁহার উদ্দেশে সময়ে সময়ে বলি প্রদানও করিয়া থাকেন। চণ্ডীমাহাত্ম্যের ১১০ সংখ্যক শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা স্থলে ১৫৪ সংখ্যক টীকাতে আয়ার্লণ্ডের সৌভাগ্যস্পর্শমণিস্বরূপা এই আনা-দেবীর বিবরণ কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে। ঐ দেশের লোকেরা এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীকে পুরাকালে ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম-এডওয়ার্ড আয়ার্লণ্ড

বা লক্ষ্মী নাম দিয়া তাঁহার অর্চ্চনার প্রথা প্রচলন করা হইয়াছে, কোথায়ও

হইতে এই প্রস্তরময়ী দেবীকে আনিয়া ১৩০০ খৃষ্টাব্দে Westminster Abbey গির্জ্জাঘরে স্থাপন বা রক্ষা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন স্কটল্যাণ্ড-বাসীরা এই প্রস্তর মূর্ত্তিকে লইয়া গিয়াছেন। CELTIC MYTH গ্রন্থ হইতে এই সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"...the stone of Fal, better known as the 'Stone of Destiny,' which afterwards fell into the hands of the early kings of Ireland. According to legend, it had the magic property of uttering a human cry when touched by the rightful king of Erin. Some have recognized in this marvellous stone the same rude block which Edward I brought from Scone in the year 1300, and placed in Westminster Abbey, where it now forms part of the Coronation Chair. It is a curious fact that, while Scottish legend asserts this stone to have come to Scotland from Ireland, Irish legend should also declare that it was taken from Ireland to Scotland. This would sound like conclusive evidence, but it is none the less held by leading modern archæologists—including Dr. W. F. Skene, who has published a monograph on the subject that the stone of Scone and the stone of Tara were never the same."

আয়ার্লণ্ডের কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়ী এই দেবীকে আয়ার্লণ্ড হইতে যাঁহারাই স্থানান্তরিত করুন না কেন, আয়ার্লণ্ডের লোকের দেবদেবীর প্রতি কিরূপ ভক্তি এবং অনুরক্তি ছিল এবং এখনও আছে তাহার প্রমাণ এই ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে আমরা পরিষ্কাররূপে পাইতে পারিতেছি। প্রস্তর

বা ভীষণ অসি বা ত্রিশূল হস্তে দিয়া অসুরকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিকে চণ্ডিকা নামে আখ্যাত করিয়া রাখা হইয়াছে।

বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোনরূপ দৈবশক্তি যে থাকিতে পারে, এরূপ বিশ্বাস যে কেবল ভারতের, তিব্বতের বা চীনের, জাপানের বা আয়ার্লণ্ডের অধিবাসিগণ-মধ্যেই বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে তাহাই নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের অধিবাসিগণ-মধ্যে পূর্ব্বকালেও তাহা ছিল এবং এখনও তাহা অনেক স্থানে অটলভাবে রহিয়াছে। রোমের ইতিহাসে জানা যাইতেছে—

"The worship of the Phrygian Mother of the Gods was adopted by the Romans in 204 B. C. towards the close of their long struggle with Hannibal." * * *

"Accordingly ambassadors were despatched to her sacred city Pessinus in Phrygia. The small black stone which embodied the mighty divinity was entrusted to them and conveyed to Rome, where it was received with great respect and installed in the temple of Victory on the Palatine Hill. It was the middle of April when the goddess arrived, and she went to work at once. For the harvest that year was such as had not been seen for many a long day, and in the very next year Hannibal and his Veterans embarked for Africa." (THE GOLDEN BOUGH)

প্রাচীন রোম ও গ্রীস হইতে য়ুরোপের সকল দেশে দেবদেবীর আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতিসংক্রান্ত যাবতীয় ভাব ও ধারণা ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—ইহাই হইতেছে য়ুরোপের আধুনিক ঐতিহাসিক-গণের একটি সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। উপরে উদ্ধৃত একজন সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদের

ফলতঃ তাঁহার কমলা-মূর্ত্তিতেও যেমন মাতৃভাব বিদ্যমান আছে, তাঁহার চণ্ডিকা-মূর্ত্তিতেও সেইরূপ মাতৃভাব সদা বিরাজিত রহিয়াছে।

উক্তি হইতে জানা যাইতেছে,—দেবদেবিগণের আদি-মাতার মাতৃকাশক্তি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে আবির্ভূতা হইয়া রহিয়াছেন জানিয়া রোমের অধিবাসিগণ সুদূর স্থান হইতে তাহা আনয়ন করিয়া রোমের একটি পর্ব্বতচূড়াতে বিজয়-মন্দির প্রস্তুত করিয়া তথাতে তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই হইতে রোমানগণের সৌভাগ্য-সম্পদ্ বিপুল বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে দেখিয়া অন্যান্য দেশেও তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। য়ুরোপের মহামাতৃকা দেবীর পূজা-অর্চ্চনার স্রোত এই হইতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য়ুরোপের নূতন কৃশ্চিয়ানধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের এই মহামাতৃকা দেবীর পূজা-অর্চ্চনার স্রোত দিন দিন মন্দীভূত হইয়া যাইতে থাকিলেও এখনও উহা য়ুরোপের মৃত্তিকা হইতে একেবারে শুষ্ক বা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই কারণে এখনও কৃশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী আয়ার্লণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ-মধ্যে সময়ে সময়ে দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্য পশু বলিদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারণে ঐ সকল দেশের স্থানে স্থানে এখনও গৃহস্থবাড়ীতে কাষ্ঠ, প্রস্তর বা ধাতু নির্ম্মিত দেবীপ্রতিমা স্থাপিত থাকিবার এবং তাঁহার পূজা হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

কমলফুলসংস্থিতা কমলা বা লক্ষ্মীদেবীর বিশ্বব্যাপিনী মহামাতৃকাভাবের কথা লইয়া কেবল যে আমরাই প্রথমে এই ভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নহে; ইদানীং এদেশের এবং য়ুরোপের অনেক গ্রন্থকারের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে, দেখা যাইতেছে। প্রমাণস্বরূপ প্রসিদ্ধ পার্শী লেখক জেম্‌সেটজী দাদাভাই স্রফ্-কৃত "The Holy Symbol" গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"Hinduism with all its myticism and polytheism, its rites,

ceremonies and sacrifices, its complicated code of manners and its strange customs, its worship of three hundred million gods, its ancient literature, philosophy and religion, in fact, its entire civilization since the days of its great law-giver Manu, is essentially embodied in the lotus. This holy flower revered and worshipped by nearly every civilized nation on earth is the kernel of all that is noblest and highest in the Hindu religion." * * * * * "No wonder then that Ravi Varma the Indian Titian, in his "Laxmi" makes this goddess stand in the central hollow of this holy flower, with a lotus in each of her hands, the four lower petals of which mark all the four directions of the universe as well as connote the four elements of the earth."

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

পুরাণাদি গ্রন্থে লক্ষ্মীপূজার বর্ণনা।

পুরাণাদি-শাস্ত্রে লক্ষ্মীপূজার কথা কিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়?

লক্ষ্মীমাতার জন্মকথা নানাপুরাণে নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বর্ণনামধ্যে, স্থূল দৃষ্টিতে কিছু প্রভেদ থাকা উপলব্ধি হইলেও, মূলে তাঁহার মহামাতৃভাবকে সকল স্থানেই সসম্মানে সমান রক্ষা করা হইয়াছে। ভাগবতে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

নারদ ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর! সাবিত্রী-যম-সংবাদ প্রসঙ্গে আপনার মুখে নিরাকারা মূলপ্রকৃতি ও গায়ত্রীদেবীর সুনির্ম্মল যশ ও মঙ্গলকর সত্য গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে লক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। হে বেদজ্ঞপ্রধান! সেই লক্ষ্মীদেবী কি প্রকার? কোন্ ব্যক্তিই বা অগ্রে তাঁহার পূজা আরম্ভ করিয়াছেন, আর কেই বা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন—তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।" নারায়ণ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! বিশ্বসৃষ্টি-ক্রিয়া

আরম্ভের পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্না হন। তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তপ্তকাঞ্চন-সদৃশবর্ণা; তাঁহার অঙ্গ সকল শীতকালে সুখ-জনক, উষ্ণ ও গ্রীষ্মে সুখকর শীতল; কটিদেশ ক্ষীণ; স্তনদ্বয় দুগ্ধভারে কঠিন ও নিতম্ব অতি বিশাল। সেই স্থিরযৌবনাকে দর্শন করিলে প্রথমে দ্বাদশবর্ষীয়া বলিয়া মনে হয়। সেই সুখদৃশ্যা মনোহরা কামিনীর বর্ণের আভা শ্বেতচম্পক তুল্য, তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেও লজ্জা দেয়। তাঁহার লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকেও নিষ্প্রভ করে। সেই দেবী উৎপন্না হইয়া সহসা দুইরূপে বিভক্তা হইলেন। সেই উভয় মূর্ত্তিই রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্ত্রে, আকারে, ভূষণে, গুণে, হাস্যে, দর্শনে, প্রেমে এবং অনুনয়ে ঠিক সমান। মহালক্ষ্মী তাঁহার বামাংশ-সম্ভূতা; রাধিকা দক্ষিণাংশজাতা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের গৌরব বশত দুইরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশজ মূর্ত্তি দ্বিভুজ ও বামাংশজ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ হইল। তখন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণকে মহালক্ষ্মী অর্পণ করিলেন। মহালক্ষ্মীদেবী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন এবং তিনি দেবিগণের মধ্যে মহতী; এইজন্য মহালক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধা হন। এই প্রকারে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ 'রাধিকাকান্ত' ও চতুর্ভুজ নারায়ণ 'লক্ষ্মীকান্ত' নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোলকে অবস্থান করিলেন, আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য। অনন্তর, মহালক্ষ্মী যোগবলে নানারূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে পরিপূর্ণতম মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান রহিল। তিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা ও গর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী; তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। সেই দেবী স্বর্গে ইন্দ্রের সম্পত্তিরূপিণী স্বর্গলক্ষ্মীরূপে, পাতালে নাগলক্ষ্মী, মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, সেই সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলাই গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে,

কলাংশদ্বারা গৃহিণী ও সম্পৎরূপে, গো-গণের প্রসূতি সুরভিরূপে, যজ্ঞ-কামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদ-সাগরের কন্যারূপে, পদ্মিনীতে শ্রীরূপে এবং চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডলে, বিভূষণে, রত্নে, ফলে, জলে, নৃপে, নৃপপত্নীতে, দিব্যস্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃত স্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গল ঘটে, মাণিক্যে, মুক্তাতে, মাল্যে, মণিশ্রেষ্ঠে, হীরকে, ক্ষীরে, চন্দনে, রমণীয় বৃক্ষ-শাখায় ও নূতন মেঘে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করেন। দ্বিতীয়বারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মা, তৃতীয়বারে শঙ্কর সেই দেবীকে পূজা করেন। হে মুনে! পরে ক্ষীরোদ-সাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধুগৃহিগণ, গন্ধর্ব্বাদিসকলে এবং পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করেন। হে নারদ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন, সেই অবধি ত্রিলোক মধ্যে তাহাই প্রচলিত আছে। পরে মহেন্দ্র, মঙ্গল, কেদার, নীল, সুবল, নল, উত্তানপাদতনয় ধ্রুব, ইন্দ্র, বলিরাজ, কশ্যপ, দক্ষ, কর্দ্দম, সূর্য্য, প্রিয়ব্রত, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, যম, বহ্নি ও বরুণ তাঁহাকে পূজা করেন। এইরূপে সেই সর্ব্বসম্পৎ-স্বরূপিণী, সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, লক্ষ্মী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজনকর্ত্তৃক বন্দিতা ও প্রপূজিতা হইতেছেন *।”

---

* নারদ উবাচ। শ্রীমূলপ্রকৃতের্দ্দেব্যা গায়ত্র্যাস্তু নিরাকৃতেঃ।
সাবিত্রীযমসংবাদে শ্রুতং বৈ নির্ম্মলং যশঃ। ১

তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং সত্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমীশ্বর। ২

কেনাদৌ পূজিতা সাপি কিম্ভূতা কেন বা পুরা
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং মহ্যং বদ বেদবিদাং বর। ৩

অনেকের ধারণা রহিয়াছে, সমুদ্রমন্থন-সময়ে, সিন্ধুমধ্য হইতে লক্ষ্মীদেবী উঠিয়াছিলেন। সেই কারণে লক্ষ্মীদেবীকে 'সিন্ধুকন্যা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বর্ণনা দৃষ্টে জানা যাইতেছে, এক সময় মহর্ষি নারদ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী

নারায়ণ উবাচ। সৃষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
দেবী বামাংসসম্ভূতা বভুব রাসমণ্ডলে ॥ ৪

অতীব সুন্দরী শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডিতা।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা ॥ ৫

শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা।
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দু প্রভাপ্রচ্ছাদনাননা ॥ ৬

শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা।
সা দেবী দ্বিবিধা ভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৭

স্বীয়রূপেণ বর্ণেন তেজসা বয়সা ত্বিষা।
যশসা বাসসাকৃত্যা ভূষণেন গুণেন চ ॥ ৮

স্মিতেন বীক্ষণেনৈব প্রেম্না বানুনয়েন চ।
তদ্বামাংসান্মহালক্ষ্মীর্দ্দক্ষিণাংসাচ্চ রাধিকা ॥ ৯

রাধাদৌ বরয়ামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাৎপরম্।
মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাচ্চকমে কমনীয়কম্ ॥ ১০

কৃষ্ণস্তদ্গৌরবেণৈব দ্বিধারূপো বভুব হ।
দক্ষিণাংসশ্চ দ্বিভুজো বামাংসশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ১১

চতুর্ভুজায় দ্বিভুজো মহালক্ষ্মীং দদৌ পুরা।
লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্।
দেবীভূতা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা ॥ ১২

সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভের পূর্ব্বে নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তিনি সমুদ্রমন্থন-সময়ে সমুদ্র হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, এমন কথা বলা হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণের উক্তি হইতে জানা যায়,—লক্ষ্মীর একাংশ স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র একসময়ে মধুপানে প্রমত্ত ও কামার্ত্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে

রাধাকান্তশ্চ দ্বিভুজো লক্ষ্মীকান্তশ্চতুর্ভুজঃ। ১৩

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ গোপৈর্গোপীভিরাবৃতঃ।
চতুর্ভুজৈশ্চ বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ পদ্ময়া সহ। ১৪

সর্ব্বাংশেন সমৌ তৌ দ্বৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ।
মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা। ১৫

বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা রমা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা। ১৬

প্রেম্না সা চ প্রধানা চ সর্ব্বাসু রমণীষু চ।
স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী। ১৭

পাতালে নাগলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বেব গৃহিণাঞ্চ কলাংশতঃ। ১৮

সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা।
গবাং প্রসূতিঃ সা সুরভির্দ্দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী। ১৯

ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ।
শোভাস্বরূপা চন্দ্রে চ সূর্য্যমণ্ডলমণ্ডিতা। ২০

বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ।
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ। ২১

রম্ভার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। মহামুনি দুর্ব্বাসা ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মীদেবীকে স্বর্গত্যাগ করিতে বলায় লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নারায়ণ স্বর্গপরিত্যাগোদ্যতা লক্ষ্মীদেবীকে ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মীভ্রষ্ট স্বর্গপুরী পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ ব্রহ্মাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ হইতে তাহা নিম্নে

সর্ব্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ।
প্রতিমাসু চ দেবানাং মঙ্গলেষু ঘটেষু চ ॥ ২২

মাণিক্যেষু চ মুক্তাসু মাল্যেষু চ মনোহরা।
মণীন্দ্রেষু চ হীরেষু ক্ষীরেষু চন্দনেষু চ ॥ ২৩

বৃক্ষশাখাসু রম্যাসু নবমেঘেষু বস্তুষু।
বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ ॥ ২৪

দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণা ভক্ত্যা তৃতীয়ে শঙ্করেণ চ।
বিষ্ণুনা পূজিতা সা চ ক্ষীরোদে ভারতে মুনে ॥ ২৫

স্বায়ম্ভুবেন মনুনা মানবেন্দ্রৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
ঋষীন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ সদ্ভিশ্চ গৃহিভির্ভবে ॥ ২৬

গন্ধর্ব্বৈশ্চৈব নাগাদ্যৈঃ পাতালেষু চ পূজিতা।
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কৃতা পূজা চ ব্রহ্মণা।
ভক্ত্যা চ পক্ষপর্য্যন্তং ত্রিষু লোকেষু নারদ ॥ ২৭

চৈত্রে পৌষে চ ভাদ্রে চ পুণ্যে মঙ্গলবাসরে।
বিষ্ণুনা পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু ভক্তিতঃ ॥ ২৮
বর্ষান্তে পৌষসংক্রান্ত্যাং মাঘ্যামাবাহ্য মঙ্গলে।
মনুস্তাং পূজয়ামাস সা ভূতা ভুবনত্রয়ে ॥ ২৯

উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—"ব্রহ্মন্! পদ্মযোনে! ক্ষীরোদার্ণব মথন করিয়া দেবগণকে পূর্ব্বলক্ষ্মী প্রদান কর"—কমলাপতি এই বাক্য বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবতাগণও দীর্ঘকালে ক্ষীরোদার্ণব তীরে উপস্থিত হইলেন এবং মন্দরাচলকে মন্থনদণ্ড, কুর্ম্মদেবকে পাত্র এবং অনন্তনাগকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ মন্দরাদ্রি দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে, ধন্বন্তরি, সুধা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী প্রভৃতি অভিলষিত রত্নাদির সহিত সুদর্শন চক্র এবং ক্ষীরোদাত্মজা কমলার উদ্ভব হইল। বিষ্ণু-প্রিয়া পতিপরায়ণা ক্ষীরোদাত্মজা ক্ষীরোদশায়ী সর্ব্বেশ্বর মনোহরাকৃতি ভগবানের কণ্ঠে বনমালা প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিতা এবং পূজিতা হইয়া লক্ষ্মী ব্রহ্মশাপ মোচনের নিমিত্ত দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহালক্ষ্মী অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবগণের প্রতি বর প্রদান করিলে, তাঁহারা দুরন্ত দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত নিজ সৌভাগ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন *।

পূজিতা সা মহেন্দ্রেণ মঙ্গলেনৈব মঙ্গলা॥ ৩০
কেদারেণৈব নীলেন সুবলেন নলেন চ।
ধ্রুবেণোত্তানপাদেন শক্রেণ বলিনা তথা॥ ৩১
কশ্যপেন চ দক্ষেণ কর্দ্দমেন বিবস্বতা।
প্রিয়ব্রতেন চন্দ্রেণ কুবেরেণৈব বায়ুনা॥ ৩২
যমেন বহ্নিনা চৈব বরুণেনৈব পূজিতা।
এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু পূজিতা বন্দিতা সদা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী॥ ৩৩

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, প্রকৃতিখণ্ডে, ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ে মূল সংস্কৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্কন্দ পুরাণে লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—

সুরাসুরগণ সাগর মন্থন করিয়া সুরভি কামধেনু প্রভৃতি পাইবার পরে আবার সিন্ধুমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তখন সিন্ধু হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্না হইলেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইহাঁকেই আন্বীক্ষিকী বলিয়া বর্ণন করেন। অন্য অনেকে ইঁহাকে মূলবিদ্যা বলিয়া স্তব করেন। ইঁহাকে কেহ কেহ ব্রহ্মবিদ্যা এবং কেহ কেহ ঋদ্ধি, সিদ্ধি, আজ্ঞা ও আশারূপে বর্ণন করেন। কোন কোন যোগী ইহাঁকে বৈষ্ণবী নামে অভিহিত করেন। নিত্যযুক্ত মায়িগণ যাঁহার মায়া নাম নিরূপণ করেন এবং অন্য অনেক জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যাঁহাকে 'কেনোপনিষৎ'-প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্ম-বিদ্যা' বলিয়া বর্ণনা করেন, সুরাসুরগণ সেই মহালক্ষ্মীদেবীকে তৎকালে ধীরে ধীরে সিন্ধু মধ্য হইতে গাত্রোত্থান ও আগমন করিতে দেখিলেন। ঐ লক্ষ্মীদেবী গৌরাঙ্গী, যুবতী, স্নিগ্ধগাত্রী, পদ্মকিঞ্জল্ক-মণ্ডিতা, চারুহাসিনী, সুন্দরদন্তপংক্তি-শালিনী, শ্যামা, নবযৌবন-ভূষণা, বিচিত্র-বস্ত্রাভরণা, অনেক রত্নরাজিদ্বারা প্রভাবিশিষ্টা, বিম্বোষ্ঠী, সুনাসা, সুগ্রীবা, চারুলোচনা, তন্বঙ্গী, সুমধ্যা, সুন্দরজঘনা ও বিপুলনিতম্বা; বিবিধ রত্নদ্বারা তাঁহার মুখপঙ্কজ নীরাজিত; তিনি হারনূপুর-শোভিতা; তাঁহার বদন সুন্দর ও সুপ্রসন্ন। তাঁহার মস্তকে সুন্দর ছত্র ধৃত রহিয়াছে। গঙ্গাকল্লোল-লোলিত চামর দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করা হইতেছে। সেই লক্ষ্মীদেবী পাণ্ডুরবর্ণ এক গজে সমারূঢ়া; মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি মল্লিকা ও কল্পলতার পুষ্পমালা করাগ্রে ধরিয়া আছেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া ঔৎসুক্য সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীদেবীও তৎকালে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মাতা যেমন স্বীয় পুত্রকে দর্শন করেন, তেমনি সেই সতী-লক্ষ্মী তখন দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ ও পন্নগদিগকে দেখিতে লাগিলেন। সেই লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতমাত্র দেবগণ তৎক্ষণাৎ শ্রীমান্ হইলেন। তাঁহারা সেই-দণ্ডেই যেন রাজলক্ষণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীদেবী দৈত্যদিগের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না; কাজেই তাহারা ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পড়িল। এইবার তমালনীল সুকপোলনাস মুকুন্দের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িল। বনমালাধারিণী লক্ষ্মী সেই বিশিষ্ট বিগ্রহধারী শ্রীবৎস-চিহ্নিত সদয়-দৃষ্টি নারায়ণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে সহসা গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পরমপুরুষ বিষ্ণুর কণ্ঠে একগাছি স্বহস্ত-রচিত ভ্রমর-ব্যাপ্ত পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা বিষ্ণুর বামাঙ্গ আশ্রয় করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুর-অসুর, সিদ্ধকিন্নর, অপ্সরা-চারণ, সকলেই অদ্ভুত প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মী এবং নারায়ণের সমাগমে তৎকালে সকল লোকেরই অবিসম্বাদী মহান্ হর্ষ উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী মহাবিষ্ণুকে, এবং মহাবিষ্ণু লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া লইলেন। তখন লক্ষ্মী ও নারায়ণ পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ, পটহ, মৃদঙ্গ, আনক, গোমুখ, ভেরী, ও ঝর্ঝরী প্রভৃতির তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। গায়কদিগের সুমহৎ সঙ্গীতধ্বনিও তৎকালে উত্থিত হইল। সঙ্গীতজ্ঞ অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তত, বিতত, ঘন ও সুষির প্রভৃতি বাদ্যভেদে সর্ব্বপ্রকারে উভয়কে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।" নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ এবং সুর ও সিদ্ধসম্প্রদায় পরমাত্ম-মূর্ত্তি, অগাধবুদ্ধি, নারায়ণ দেবের এবং জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবীর পরিতোষ জন্মাইবার জন্য সমস্বরে গান করিতে লাগিলেন এই স্থানে প্রদত্ত নারদকৃত লক্ষ্মীস্তুতি হইতেও উচ্চ অধ্যাত্ম ভাব পরিজ্ঞাপক ব্রহ্মাকৃত লক্ষ্মীস্তুতির কিয়দংশ স্কন্দ পুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে (৩)। (বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত স্কন্দপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

লক্ষ্মীদেবীর জন্ম বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের একস্থানে অন্যরূপ বর্ণিত

---

(৩) জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরী।
কার্য্যকারণকর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোঽস্তুতে।

হইয়াছে। মহামুনি মৈত্রেয় মহর্ষি পরাশরকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—লক্ষ্মী ক্ষীরসাগর হইতে উৎপন্না বলিয়াই আমরা অবগত আছি, আপনি যে বলিতেছেন, তিনি ভৃগুমুনি হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না হইয়াছেন ইহা কিরূপে সম্ভবে? এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিয়াছিলেন,—জগন্মাতা শ্রী নিত্যা; বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীদেবীকেও সেইরূপ জানিতে হইবে। বিষ্ণু শব্দার্থ, শ্রীদেবী বাক্য। বিষ্ণু বোধ,

---

সর্ব্বস্য হৃদি-সংবিষ্টে জ্ঞানমোহাত্মিকে সদা।
কৈবল্যসুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্॥
দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসনসংস্থাসি বিষ্ণুভাবানুসারিণি॥
ত্বমেব লক্ষ্মীগৌরী চ সতী কাত্যায়নী তথা।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে॥
তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্তু শক্তিমান্।
জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িণি॥
ভদ্রাভদ্রস্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তুতে।
ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ॥
স্ত্রীরূপং সর্ব্বমেবত্বং পুংরূপো জগদীশ্বর।
যুবয়োর্ন হি ভেদোঽস্তি নাস্ত্যন্তৎ পরমেব হি।
যথা বয়ং নিযুক্তা হি ত্বয়া বৈষ্ণবমায়য়া।
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি।
বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ
সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী।
আশা ত্বমাশাপূর্ণা চ সর্ব্বাশাপরিপূরিকা।
মুক্তিহেতুস্ত্বমেবেশি বন্ধহেতুস্ত্বমেব হি।"

(স্কন্দপুরাণ।)

শ্রীদেবী বুদ্ধি। বিষ্ণু ধর্ম্ম, শ্রীদেবী সৎক্রিয়া। বিষ্ণু স্রষ্টা, শ্রীদেবী সৃষ্টি। বিষ্ণু সন্তোষ, শ্রীদেবী তুষ্টি। বিষ্ণু চন্দ্র, শ্রীদেবী তাঁহার কান্তি। বিষ্ণু সমুদ্র, শ্রীদেবী তাহার তরঙ্গ। বিষ্ণু সূর্য্য, শ্রীদেবী তাহার কিরণ। আর অধিক বলিয়া ফল কি, সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে. দেব দানব মানব জীব জন্তু সমস্ত মধ্যে পুরুষ নামে যাহা বলা হয় তাহা বিষ্ণু আর স্ত্রী নামে যাহা কথিত হয় তাহা লক্ষ্মীদেবী। কাজেই বুঝিতে হইবে, শ্রীদেবী নিত্যা হইয়াও সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বক্ষেত্রে নানাভাবে আবির্ভূতা ও তিরোহিতা হইতেছেন। মহর্ষি পরাশরের উক্তি মধ্যে লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা আছে, স্থান সংক্ষেপ জন্য এখানে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে আরো জানিতে ইচ্ছা করেন, বিষ্ণু পুরাণ প্রথমাংশ অষ্টম অধ্যায় মুল সংস্কৃত কিম্বা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত তাহার বাংলা অনুবাদ দেখিতে পারেন।

মন্থনে তরঙ্গায়িত ক্ষীরসিন্ধু-সলিল হইতে লক্ষ্মীদেবী যে সময়ে ঈষৎ হাস্য বদনে গাত্রোত্থান করিয়া দেবাসুরের দৃষ্টি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে দেবতাগণের পক্ষ হইতে দেবরাজ ইন্দ্রদেব লক্ষ্মীদেবীকে ভক্তিগদগদ ভাষাতে এবং প্রজ্ঞানপূর্ণ উক্তিতে যে স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহাকেই মর্ত্ত্যলোকে লক্ষ্মীদেবীর প্রথম পূজা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইন্দ্রদেবকৃত লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে গীত এই অমৃতময় স্তবটি "অগ্নিপুরাণ" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"মা! তুমি সকল লোকেরই জননী। তুমি সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি না থাকিলে কিছুরই কোনরূপ শোভা থাকে না। তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! তোমার নয়ন প্রফুল্লকমলসদৃশ। তুমি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে সদা বিরাজ কর। তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি সুধা এবং তুমি সকল লোকের পাবনী। সন্ধ্যা, রাত্রি,

প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী, যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, শোভা, কান্তি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, আত্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা, বেদবিদ্যা, যোগবিদ্যা, প্রভৃতি সমস্তই তুমি। হে শোভনে! তুমি মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাক। তুমিই আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তুমিই বিবিধ সৌম্যমূর্ত্তিতে সমস্ত সংসার ভূষিত করিয়া, বিরাজমান রহিয়াছ। তোমা ভিন্ন আমাদের রক্ষাকর্ত্রী আর কে আছে? তুমি দেবদেব বিষ্ণুর, যোগিগণেরও চিন্তনীয়, সর্ব্বযজ্ঞময় শরীর আশ্রয় করিয়া, বিরাজ করিয়া থাক। হে দেবি! তুমি ত্যাগ করিলে, সমস্ত ভুবনত্রয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। অধুনা তুমি অনুগ্রহ করিয়া, পুনরায় তাহা ধারণ করিয়াছ। অয়ি মহাভাগে! তুমি যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সে ব্যক্তি নিত্য ধনধান্যসম্পন্ন, স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত ও প্রাসাদ ও অট্টালিকাদিতে সমলঙ্কৃত হয়। কোন কালেই তাহার এই সকলের অভাব হয় না। হে দেবি! তুমি যাহাদিগকে অনুগ্রহ কর, তাহাদের আরোগ্য, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শত্রুপক্ষক্ষয় ও সুখ কোন কালেই দুর্লভ হয় না। নিত্যই ঐসকলের উপচয় হইয়া থাকে। তুমি কেবল দেবদানবমানবের নহে, সর্ব্বভূতের জননী, আর দেবদেব ভগবান্ হরি তাহাদের সকলের পিতা। মাতঃ! তুমি ও বিষ্ণু তোমরা উভয়ে প্রকৃতি ও পুরুষরূপে সমস্ত সংসার পরিব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছ। হে সর্ব্বপাবনি! তুমি আমার মান, কোষ, কোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, শরীর, কলত্র, পুত্র, মিত্র, পশু, অলঙ্কার কিছুই ত্যাগ করিও না, অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, সত্ত্বা, সত্য, শীল, শৌচাদি গুণপরম্পরা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে; আবার, তুমি যাহাদিগকে কটাক্ষেও অবলোকন কর, তাহারা নির্গুণ হইলেও, কুল, ঐশ্বর্য্য ও শীলাদি অখিল গুণপরম্পরায় সদ্য ভূষিত হইয়া থাকে। হে দেবি! তুমি যাহাকে অবলোকন কর, সেই শ্লাঘ্য, সেই গুণী,

সেই কুলীন, সেই ধন্য, সেই বুদ্ধিসম্পন্ন, সেই শূর এবং সেই ব্যক্তিই বিশিষ্টরূপ বিক্রমবিশিষ্ট। তুমি বিষ্ণুবল্লভা ও জগদ্ধাত্রী। তুমি পরাঙ্মুখী হইলে, শীলাদি সকল গুণই সদ্য বিগুণ হয়। তুমি অশেষগুণ-শালিনী, স্বয়ং বিধাতার জিহ্বাও তোমার গুণসমুদায় বর্ণনা করিতে পারে না। হে দেবি! হে পদ্মলোচনে! হে মাত! আমার প্রতি তুমি প্রসন্না হও" (৪)।

---

(৪) "ইন্দ্র উবাচ। নমস্তে সর্ব্বলোকানাং জননীমব্ধিসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥ ২
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং স্বধা স্বাহা সুধা ত্বং লোকপাবনি।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যা সৌম্যৈর্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্ ॥
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ ॥
ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্ ॥
দারাঃ পুত্রস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং ত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাম্ ॥
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্।
দেবি ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্লভম্ ॥
ত্বমম্বা সর্ব্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্বিষ্ণুনা চাম্ব জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥

ব্রহ্মপুরাণে লক্ষ্মীদেবী ও অলক্ষ্মীদেবীর কলহ ঘটিত একটী অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ আখ্যায়িকা আছে; তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন, লক্ষ্মীতীর্থ নামে বিখ্যাত যে তীর্থ আছে, তাহার উপাখ্যান শুন। হে পুত্র! পুরাকালে লক্ষ্মী ও দরিদ্রারূপা অলক্ষ্মী পরস্পর বিরোধিনী, এই হেতু এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করিলেন। ভুবনত্রয়ে এমন কিছুই রহিলনা, যাহা ইহাঁদিগের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা "আমি শ্রেষ্ঠা, আমি শ্রেষ্ঠা" উভয়েই পরস্পর এইরূপ বলিতে

মানং কোষং তথা কোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্।
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি ॥
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গান্ মাপশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা মম দেবস্য বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলালয়ে ॥
সত্ত্বেন সত্য-শৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ
ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে ॥
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি ॥
স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ ॥
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রী যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে ॥
নতে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি নাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥" ১৭

(অগ্নিপুরাণ।)

লাগিলেন। দরিদ্রা অলক্ষ্মী সগর্ব্বে লক্ষ্মীকে কহিলেন, আমি তোমা অপেক্ষা পূর্ব্বে উদ্ভূতা হইয়াছি, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠা। লক্ষ্মী কহিলেন, দেহিগণের কুল, শীল ও জীবন এ সমস্তই আমার অধীন, আমাব্যতীত দেহধারীরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠা। ব্রহ্মা কহিলেন,—তদুত্তরে দরিদ্রা অলক্ষ্মীও কহিলেন, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, যেহেতু মুক্তি আমারই আশ্রিতা। তিনি আরও কহিলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্য, এ সকল আমি যেখানে থাকি, কদাচ সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। আমি যেখানে থাকি, তথায় ভয়োৎপত্তি হয় না, উন্মত্ততা, ঈর্ষা, উদ্ধতভাব, এসকলও কদাচ সেখানে আসিতে পারে না। দরিদ্রার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মী তাহাকে কহিলেন,—আমার দ্বারা অলঙ্কৃত সকল জীবই পূজিত হয়; নির্দ্ধন জন শিবসদৃশ হইলেও সর্ব্বদুঃখ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। "দাও" এই বাক্য দ্বারা দেহস্থ পঞ্চদেবতা অর্থাৎ ধী, শ্রী, হ্রী, শান্তি ও কীর্ত্তি সত্বই, বহির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করেন। জনগণের গুণ সকল ও গুরুত্ব তাবৎ বিদ্যমান থাকে, যাবৎ পরসন্নিধানে প্রার্থনা না করে। পুরুষ যাচক হইলে তাহার গুণই বা কোথায়? আর তাহার গৌরবই বা কোথায়? জীব তাবৎ কালই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বগুণালয় ও সর্ব্বলোকের নমস্য হইয়া থাকে, যাবৎ পরসমীপে প্রার্থনা না করে। শরীরিবর্গের যে নির্দ্ধনত্ব, ইহা কষ্টদায়ক মহাপাপ; কারণ নির্দ্ধনকে জনগণ মান্য করে না, কথা কহে না, এমন কি স্পর্শও করে না। অলক্ষ্মী বলিলেন, হে লক্ষ্মি! তুমি প্রায় সর্ব্বদাই পাপকারী জনে রত হইয়া থাক; আর আমি সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল যোগ্য ব্যক্তিতেই বাস করি। শিব ও বিষ্ণুতে অনুরক্ত, কৃতজ্ঞ, মহৎ, সদাচার, শান্ত, গুরুসেবা-নিরত, সাধু, বিদ্বান, শূর প্রশস্তবুদ্ধিমান সজ্জনেতেই আমি সদা বাস করি। হে লক্ষ্মি! অতএব আমাতেই শ্রেষ্ঠতা অবস্থিত। ব্রাহ্মণ, শুচি, ব্রতচারী, ভিক্ষুকও নির্ভয় লোকেই আমি বাস করি। হে লক্ষ্মি! তুমি এক্ষণে তোমার

স্থিতির কথা শ্রবণ কর। তুমি রাজ-কর্ম্মচারী, পাপী, নিষ্ঠুর, খল, পিশুন, (অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী), লুব্ধ, বিকৃত, (অযোগ্য কর্ম্মচারী) শঠ, অনার্য্য, কৃতঘ্ন, ধর্ম্মঘাতী, মিত্রদ্রোহী, অনিষ্ট-পরায়ণ ও হীনচেতা জনে অবস্থান করিয়া থাক। ব্রহ্মা কহিলেন, তাহারা এরূপ বিবাদ করিতে করিতে মীমাংসার্থ উভয়েই আমার নিকট আসিলে, আমি তাহাদিগের বাক্য শুনিয়া উভয়কেই বলিলাম, পৃথ্বী ও আপ্ স্ত্রীলোক; তাঁহারাই ইহার মীমাংসা করিবেন। যেহেতু স্ত্রীদিগের বিবাদ বিষয়ে স্ত্রীলোকেরাই অভিজ্ঞা; তাঁহাদিগের মধ্যেও বিশেষতঃ কমণ্ডলুভবা (গঙ্গা) আপ্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যেও আবার গৌতমী দেবী শ্রেষ্ঠতরা; তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চিত সদুত্তর দিবেন। তিনিই সর্ব্বার্ত্তিহারিণী, ও সর্ব্বসন্দেহনাশিনী। অতঃপর আমার বাক্যানুসারে তাঁহারা উভয়ে গৌতমী নদীতে যাইলেন। হে নারদ! সেই দরিদ্রার ও লক্ষ্মীর বাক্যে মধ্যস্থ সদৃশ হইয়া লোক পালগণ, পৃথিবী ও আপ্ ইহাঁরা শুনিতে থাকিলে, সেই গৌতমী গঙ্গাও লক্ষ্মীকে প্রশংসা করত দরিদ্রাকে এই বাক্য কহিলেন,—ব্রহ্মশ্রী, তপঃশ্রী, যজ্ঞশ্রী, কীর্ত্তি, ধনশ্রী, যশঃশ্রী, বিদ্যাশ্রী, প্রজ্ঞাশ্রী, সরস্বতী, ভুক্তিশ্রী, মুক্তি, স্মৃতি, লজ্জা, ধৃতি, ক্ষমা, সিদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, আপ্, মহী, আমি, শক্তি, ওষধি, শ্রুতি, শুদ্ধি, বিভাবরী, স্বর্গ, জ্যোৎস্না, আশীঃ, স্বস্তি, ব্যাপ্তি, মায়া, উষা ও শিবা ইত্যাদি যাহা কিছু লোকে চরাচর ভাল বস্তু, তৎসমস্তই লক্ষ্মী কর্তৃক ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণ, ধীর, ক্ষমাবান্, সাধু, বিদ্বান্ ও ভুক্তি-মুক্তি-প্রার্থী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ—সর্ব্বত্রই লক্ষ্মী বিরাজিতা। যাহা যাহা রম্য বা সুন্দর, তাহাই লক্ষ্মীযুক্ত। এ বিষয়ে বেশী বলিয়া ফল কি? সমস্ত জগৎই লক্ষ্মীময়। যে কোন স্থলে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দেখা যায়, সে সমস্তই লক্ষ্মীময়, লক্ষ্মীহীন শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছুই নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে তুমি এই সর্ব্বসুন্দরী লক্ষ্মীদেবী সহ স্পর্দ্ধা করিয়া বৃথা বিরোধ করিতে লজ্জিতা হইতেছ না? গঙ্গা সেই অলক্ষ্মী দরিদ্রাকে এইরূপ কহিলেন। সেই

হইতেই অলক্ষ্মী গঙ্গার সহিত বৈরভাবাপন্না হইলেন (৫)। যে স্থানে এই ঘটনা হয় তাহা লক্ষ্মী তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। হিমালয়ে এই লক্ষ্মী তীর্থ সংস্থিত।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে কোথায়ও বা গুপ্তভাবে, কোথায়ও বা প্রকাশ্যভাবে, লক্ষ্মীদেবীর মহাপীঠস্থান এবং সাধনার ক্ষেত্র সকল এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রের স্থানে স্থানে এই সকল তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীদেবীর সাধনার জন্য প্রশস্ত দুই চারিটি তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রভাসের নিকটবর্ত্তী সোমেশ্বর তীর্থের ঈশাণ কোণে "সিদ্ধ লক্ষ্মীদেবীর" একটি জাগ্রত পীঠস্থান আছে। এই পীঠস্থান সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

"এই স্থানের পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা "সিদ্ধলক্ষ্মী" নামে বিখ্যাতা। হে দেবি! এই মহাপীঠে ভূচর, খেচর, যোগিনীগণ, ভৈরব সহ যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। প্রভাস ব্যতীত আরও কয়েকটি মহাপীঠ আছে, যথা—জলন্ধর, কামরূপ, শ্রীরুদ্রনৃসিংহ, রত্নবীর্য্য ও কাশ্মীর। এই সকল মহাপীঠতত্ব যে জানে, সেই মন্ত্রবিৎ। হে মহাদেবি! সমস্ত পীঠের উত্তম আধারপীঠ সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত। উহা মহোদয় নামে খ্যাত। অদ্যাপি ঐ পীঠে কামরূপী জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই পীঠস্থ দেবী মহালক্ষ্মী নামে বিখ্যাতা। ঐ দেবী সর্ব্বপাপপ্রশমনী ও সর্ব্বকার্য্যশুভদায়িনী। যে নর শ্রীপঞ্চমী দিনে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করে, তাহার অলক্ষ্মী ভয় থাকে না। মহালক্ষ্মীর সমীপে উত্তর দিকে অবস্থিতা মন্ত্ররাজ্ঞী সিদ্ধলক্ষ্মী দেবীর মন্ত্র যে নর জপ করে, লক্ষ্মী তাহার প্রত্যক্ষা হন এবং

(৫) ব্রহ্মপুরাণে সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ে লক্ষ্মীতীর্থ বর্ণন সম্বন্ধীয় মূল সংস্কৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইহ পরলোকে তাহাকে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। দীক্ষা স্নানাদি করিয়া লক্ষবার জপ করিতে হয় এবং ঐ জপের দশমাংশ হোম করিতে হয়। এইরূপে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষা হন—হইয়া ইহ পরকালে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করেন। তৃতীয়া, অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশী দিনে যে নর সিদ্ধলক্ষ্মীর পূজা করে, সিদ্ধি তাহার করস্থিতা হইয়া থাকে (৬)।

বর্ত্তমান কামাখ্যা তীর্থের পূর্ব্ব-উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র তীরে এক্ষণে বোরা

---

(৬) "ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বৈষ্ণবীং শক্তিমুত্তমাম্।
সোমেশাদীশদিগ্‌ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্॥ ১॥
সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিখ্যাতা হ্যত্র পীঠাধিদেবতা॥ ২॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমং পীঠং যং প্রভাসং ব্যবস্থিতম্।
তত্র দেবি মহাপীঠে যোগিন্যো ভূচরাঃ খগাঃ।
ভৈরবেণ সমেতাস্তু ক্রীড়ন্তে স্বেচ্ছয়া প্রিয়ে॥ ৩॥
জালন্ধরং মহাপীঠং কামরূপং তথৈব চ।
শ্রীমদ্রুদ্রনৃসিংহঞ্চ চতুর্থং পীঠমুত্তমম্॥ ৪॥
রত্নবীর্য্যং মহাপীঠং কাশ্মীরং পীঠমেব চ।
এতানি দেবি পীঠানি যো বেত্তি স চ মন্ত্রবিৎ॥ ৫॥
সর্ব্বেষাং চৈব পীঠানামাধারং পীঠমুত্তমম্।
সৌরাষ্ট্রে তু মহাদেবি নাম্না খ্যাতং মহোদয়ম্।
কামরূপধরং জ্ঞানং যত্রাদ্যাপি প্রবর্ত্ততে॥ ৬॥
তত্র পীঠে স্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীতি বিশ্রুতা।
সর্ব্বপাপপ্রশমনী সর্ব্বকার্য্যশুভপ্রদা॥ ৭॥
শ্রীপঞ্চম্যাং নরো যস্তু পূজয়েত্তাং বিধানতঃ।
গন্ধপুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা তস্যালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ॥ ৮॥
উত্তরাং দিশমাস্থায় মহালক্ষ্ম্যাস্তু সন্নিধৌ।
যো জপেন্মন্ত্ররাজ্ঞীং তাং সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিশ্রুতাম্॥ ৯॥

পাহাড় নামে খ্যাত পর্ব্বতচূড়াতে অরণ্যমধ্যে লক্ষ্মীমাতার একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ইহাকেই স্কন্দপুরাণোক্ত বরা পর্ব্বতবাসিনী শ্রীমাতার মন্দির বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ঐ মহাতীর্থ সম্বন্ধীয় স্কন্দ-পুরাণের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"সেই কামরূপিনী জগন্মাতা শ্রীমাতা দেবী অদ্যাপি জগতের হিতের নিমিত্ত সেই বর পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। ঐ দেবী নরগণের সাক্ষাৎ কামপ্রদায়িনী রূপেই তথায় অবস্থান করিলেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেব এক সময়ে প্রহর্ষভরে সেই ভয়হারিণী মহাশক্তির স্তব করিয়াছিলেন। স্তবে প্রসন্ন হইয়া দেবী সুরগণকে স্ব স্ব স্থান প্রদান করিয়া বলিলেন,— সুরগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া স্ব স্ব অধিকার পালন কর। এই বলিয়া দেবী দেবেন্দ্রের প্রতি বলিলেন, দেবেন্দ্র! ভবদীয় মনোগত বর প্রার্থনা করুন। আমি আপনার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া সমস্তই প্রদান করিব। ইন্দ্র কহিলেন, হে ভক্তবৎসলে! সনাতনি দেবি! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে স্বর্গে আমার যতদিন প্রভুত্ব থাকিবে, ততকাল আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন। হে সুরেশ্বরি! দেবেশি! আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গরাজ্য শাসন করিব। দেবদেব হর এই দৈত্যকে (বরপ্রদানদ্বারা) অজরামররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

লক্ষজাপ্যবিধানেন দীক্ষাম্নানাদিপূর্ব্বকম্।
দশাংশহোমসংযুক্তং ত্রিমধুশ্রীফলেক্ষুভিঃ ॥ ১০ ॥
এবং প্রত্যক্ষতাং যাতি তস্য লক্ষ্মীর্ন সংশয়।
দদাতি বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিমিহলোকে পরত্র চ ॥ ১১ ॥
তৃতীয়ায়ামথাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ।
যস্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা তস্য সিদ্ধিঃ করে স্থিতা ॥ ১২ ॥"

(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাস খণ্ড)।

এক্ষণে এ যাহাতে এখানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, হে সুরেশ্বরি! আপনি তাহাই করুন। আপনার প্রসাদে লোকত্রয় নিরাময় হৌক। আমরা এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার পূজা করিব। চৈত্রশুক্ল-চতুর্দ্দশী তিথিতে আপনার দর্শন লাভ করিয়া লোক সকল সদ্‌গতি লাভ করুক। পুলস্ত্য কহিলেন,—সহস্রাক্ষ এই বলিয়া সর্ব্বদেবসমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন। দেবী শ্রীমাতার প্রভাবেই তাঁহার পুনরায় স্বপদপ্রাপ্তি হইল। দেবগণের হিতকামনায় সেই দেবীও ঐ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে যে নর তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার জরামরণবর্জ্জিত পরমপদ লাভ হয়। কি ব্রত—কি নিয়ম—কি দান—সেই দেবীদর্শনের ষোড়শাংশেরও ঐ সকল যোগ্য নহে" (৭)।

জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রধান তীর্থ দক্ষিণভারতের আবুপর্ব্বতচূড়াতে শ্রীদেবীর একটি অর্চ্চনা স্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনেক হিন্দু নরনারী এখনও তথাতে যাইয়া শ্রীদেবীর অর্থাৎ লক্ষ্মীমাতার পূজা করিয়া থাকেন।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম। এক্ষণে সাধারণে শ্রীক্ষেত্রকে জগন্নাথক্ষেত্র বা পুরী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তথাতে জগন্নাথ দেবের মন্দির বলিয়া যাহাকে সাধারণ লোকে অবগত আছেন, তাহাকেই পুরাকালে পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থে শ্রীমন্দির বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রীদেবীর বা লক্ষ্মীদেবীর পীঠযন্ত্র স্বরূপ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ঐ মন্দিরে স্থাপিত শ্রীযন্ত্রে অদ্যাপি পাণ্ডাগণ লক্ষ্মীদেবীর পূজা ও ভোগ প্রদান করেন। তাঁহার উদ্দেশে নিবেদিত অন্ন, মহাপ্রসাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এতৎ

---

(৭) মূল সংস্কৃত স্কন্দ পুরাণে দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধীয় কিঞ্চিত বিবরণ এই পুস্তিকার প্রথমভাগে পৃথিবী ব্যাপী লক্ষ্মী পূজার ইতিহাস মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইস্থানে ব্রহ্মা লক্ষ্মীদেবীকে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তিকার শেষভাগে উদ্ধৃত হইল।

হিন্দুর মহাতীর্থ কাশীধামের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে চারিটি সুপবিত্র সাধনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীদেবীর যে চারিটি পীঠস্থানের উল্লেখ কাশীখণ্ড গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

কাশী পুরীর উত্তর দিকে সংস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ভগ্নাবশিষ্ট পূর্ণ স্থান এক্ষণে যাহা সারনাথ নামে খ্যাত, এই সুপবিত্র সাধনক্ষেত্রে পুরাকালে বুদ্ধ নারায়ণের মন্দিরের পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর এক সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুরাকালে তথাতে হিন্দু নরনারীগণ যাইয়া লক্ষ্মীমাতার অর্চ্চনা করিতেন। এক্ষণে সেই সকল দেবদেবীর মন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিসহ লক্ষ্মীর ভগ্ন প্রতিমাখানি প্রাচীন শিল্পকলা প্রদর্শনী-গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। কালক্রমে দেবমন্দির ধ্বংস এবং প্রতিমা বিনষ্ট হইলেও স্থান মাহাত্ম্য কোন কালেই নষ্ট হইবার সামগ্রী নহে, এজন্য এখনও তথায় যাইয়া সাধক নরনারী ভক্তিভাবে লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিলে প্রার্থিত ফল লাভ করিতে পারেন। বৌদ্ধ ভগ্নস্তুপের নিকটে এক শিব-মন্দিরে সিন্দুর মাখান একখণ্ড প্রস্তরকে পাণ্ডাগণ বোধ-লক্ষ্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং লোকেও তাহাতে ফুল পাতা প্রদান করে। কাশীখণ্ডে এই প্রাচীন স্থানের লক্ষ্মীদেবীর বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

"দেব চক্রপাণি কাশীর কিঞ্চিত উত্তরে গিয়া আপনার স্থিতির জন্য স্থান কল্পনা করিলেন, সেই স্থান ধর্ম্মক্ষেত্র নামে খ্যাত। অনন্তর স্বয়ং শ্রীপতি, ত্রৈলোক্যমোহন অতীব সুন্দর বৌদ্ধরূপ গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মী অতি সুন্দরাকৃতি পরিব্রাজিকা হইলেন; হস্তাগ্রে পুস্তক বিন্যস্ত এই

পরিব্রাজিকারূপিণী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া সমস্ত জগৎ চিত্রন্যস্তবৎ অবস্থিত হইয়াছিল। গরুড়ও, লোকাতীত আকৃতি সম্পন্ন, অত্যদ্ভূত মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্ববস্তু নিঃস্পৃহ, গুরুশুশ্রুষারত এবং হস্তাগ্রে বিন্যস্ত-পুস্তক তদীয় শিষ্যরূপী হইলেন" (৮)।

কাশীপুরীর পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীর সংস্থিতা মহালক্ষ্মী দেবীর স্থানের বর্ণনা কাশীখণ্ডে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"সাধকগণের পরম সিদ্ধিপ্রদ মহাপীঠ লক্ষ্মীক্ষেত্রে যে মানব মন্ত্রের সাধনা করে সে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এই কাশীধামে সিদ্ধিপ্রদ অনেকানেক পীঠ আছে বটে, কিন্তু উক্ত মহালক্ষ্মী পীঠের তুল্য পরমলক্ষ্মীদায়ক পীঠ আর নাই। মহালক্ষ্মী অষ্টমীতে যে সকল মানব যথাবিধি তাঁহার পূজা করে, লক্ষ্মী কখনও তাহাদিগের ভবন পরিত্যাগ করেন না। মহালক্ষ্মীর উত্তরে কুঠারহস্তা হয়কুণ্ঠী দেবী অবস্থিতা থাকিয়া প্রতিদিন কাশীধামের বিঘ্নরূপ মহাবৃক্ষনিচয় ছেদন করিতেছেন। মহালক্ষ্মীর

---

(৮) কিঞ্চিৎ কাশ্যা উদীচ্যাং চ গত্বা দেবেণ চক্রিণা।
স্বস্থিত্যৈ কল্পিতং স্থানং ধর্ম্মক্ষেত্রমিতীরিতম্॥
ততস্তু সৌগতং রূপং শিশ্রায় শ্রীপতিঃ স্বয়ম্।
অতীবসুন্দরতরং ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহনম্॥
শ্রীঃ পরিব্রাজিকা জাতা নিতরাং সুভগাকৃতিঃ।
যামালোক্য জগৎ সর্ব্বং চিত্রন্যস্তমিবাস্থিতম্॥
বিশ্বযোনিং জগদ্ধাত্রীং ন্যস্তহস্তাগ্রপুস্তকাম্॥
গরুত্মানপি তচ্ছিষ্যো জাতো লোকোত্তরাকৃতিঃ॥
অত্যদ্ভুত মহাপ্রাজ্ঞো নিস্পৃহঃ সর্ব্ববস্তুষু।
গুরুশুশ্রূষণপরো নিত্যং ন্যস্তহস্তাগ্রপুস্তকঃ।"

(কাশী খণ্ড।)

দক্ষিণে পাশপাণি কৌর্ম্মীশক্তি অবস্থিতা আছেন। তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষেত্রবিঘ্ন সকল বন্ধন করিয়া থাকেন; মানব তাঁহার পূজা করিলে ক্ষেত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং বায়ুকোণে ক্ষেত্ররক্ষাকারী শিখিচণ্ডী দেবী অবস্থান করিয়া শিখীবৎ চীৎকার করত অনুক্ষণ বিঘ্ন সমূহ ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিলে মানবগণের নিখিল ব্যাধি বিনষ্ট হয়" (৯)।

---

(৯) "শ্রীকণ্ঠসন্নিধৌ দেবী মহালক্ষ্মীর্জ্জগজ্জনিঃ।
স্নাত্বা শ্রীকুণ্ডতীর্থে তু সমর্চ্চ্যা জগদম্বিকা ॥ ৬৩ ॥
পিতৄন্ সন্তর্প্য বিধিবত্তীর্থে শ্রীকুণ্ডসংজ্ঞিতে।
দত্বা দানানি বিধিবন্ন লক্ষ্ম্যা পরিমুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
লক্ষ্মীক্ষেত্রং মহাপীঠং সাধকস্যৈব সিদ্ধিদম্।
সাধকস্তত্র মন্ত্রানাং নরঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫ ॥
সন্তি পীঠান্যনেকানি কাশ্যাং সিদ্ধিকরাণ্যপি।
মহালক্ষ্মীপীঠসমং নান্যল্লক্ষ্মীকরং পরম্ ॥ ৬৬ ॥
মহালক্ষ্ম্যষ্টমীং প্রাপ্য তত্র যাত্রাকৃতাং নৃণাম্।
সম্পূজিতেহ বিধিবৎ পদ্মা সদ্ম ন মুঞ্চতি ॥ ৬৭ ॥
উত্তরে তু মহালক্ষ্ম্যা হয়কণ্ঠী কুঠারধৃক্।
কাশী বিঘ্নমহাবৃক্ষাংশ্ছিনত্তি প্রতিবাসরম্ ॥ ৬৮ ॥
কৌর্ম্মী শক্তির্মহালক্ষ্মীদক্ষিণে পাশপাণিকা।
বধ্নাতি বিঘ্নসঙ্ঘাতং ক্ষেত্রস্যাস্য প্রতিক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥
সা পূজিতা স্তুতা মর্ত্ত্যৈঃ ক্ষেত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছতি।
বায়ব্যাঞ্চ শিখীচণ্ডী ক্ষেত্ররক্ষাকরী পরা ॥ ৭০ ॥
খাদন্তী বিঘ্নসঙ্ঘাতং শিখীশব্দং করোতি চ।
তস্যাঃ সন্দর্শনাৎ পুংসাং নশ্যন্তি ব্যাধয়োঽখিলাঃ ॥ ৭১ ॥"

(কাশীখণ্ড)।

কাশীখণ্ড হইতে উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা মধ্যে "হয়কুণ্ঠী দেবীর" "কৌম্মী শক্তি" দেবী ও "শিখিচণ্ডী" দেবী প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে ঐ সকল দেবী প্রতিমা বিলুপ্ত হইয়াছেন। কাশীবাসী কেহই এক্ষণে তাঁহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে সমর্থ নহেন। কেদারমন্দিরের দক্ষিণে মহালক্ষ্মীদেবীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই মন্দির এবং তৎসংলগ্ন স্থান কেদারের বাড়ীর অন্তর্ভূত ছিল। দুই তিন শত বৎসর অতীত হইল, মন্দির রক্ষক তৎকালের মোহান্তের মান্দ্রাজি কর্ম্মচারী, তৈলঙ্গী এক সাধুকে এই সকল স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্ত্তী কোন সাধু এই সকল স্থান ও মন্দির এক বাঙ্গালী কাশীবাসী পণ্ডিতের নিকট বিক্রয় করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে কেহ ইহার কতকাংশ টাকির জমিদার সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরীর নিকট বিক্রয় করেন। এই স্থানের উত্তরাংশ ইজানগরের মহারাজ-কন্যার নিকট বিক্রীত হয়। টাকির জমিদারের নিকট যে দক্ষিণাংশ বিক্রীত হয়, তাহা তাঁহার নিকট হইতে তাহিরপুরের রাণী ব্রহ্মময়ী দেবী খরিদ করিয়া লইয়া পশ্চিমাংশে ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে ব্রহ্মময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং উহার সংলগ্ন পূর্ব্বাংশে যে প্রাচীন মহালক্ষ্মীদেবীর মন্দির স্থাপিত আছে তাঁহার জীর্ণোদ্ধার এবং দেবী মহালক্ষ্মীর সেবা পূজার সুব্যবস্থা করিবার জন্য স্বীয় পুত্র রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রতি আদেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই আদেশ অনুসারে প্রাচীন লক্ষ্মীমন্দির রাজবাড়ীর এক্ষণে অন্তর্ভূত থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মাতার এই মন্দিরে কাশীবাসিগণকে এবং যাত্রিগণকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার ও দর্শনাধিকার দিয়া রাখা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় এবং তৈলঙ্গ দেশবাসী অনেক সাধু সন্ন্যাসীকে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের মধ্যকক্ষ ক্ষুদ্র জন্য, দ্বারদেশে বসিয়া এখনও অনেক সময় জপ,

পূজা করিতে দেখা যায়। মহালক্ষ্মী দেবীর এই কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তির আকার প্রকার দেখিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ কেহ কেহ ইহাকে দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের খোদিত অতি প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। শুনা গিয়াছে কোন ইংরেজ পর্য্যটক তাঁহার রচিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য এই প্রাচীন মহালক্ষ্মীমূর্ত্তির এবং আদিকেশবের অতি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ সযত্নে তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন।

কাশীর পশ্চিম সীমাতে স্থিতা, সিদ্ধিলক্ষ্মীর মন্দির স্থান নির্ণয় করা সুকঠিন; কারণ ঐ নামে পরিচিতা লক্ষ্মী দেবীর কথা স্থানীয় প্রাচীন লোকেও কিছু বলিতে পারেন না। স্কন্দপুরাণোক্ত প্রভাসের "সিদ্ধিলক্ষ্মী" আর কাশীর "সিদ্ধিলক্ষ্মী" এক হইলেও বিভিন্না। অসিসঙ্গমের নিকটে জগন্নাথ মন্দির সমীপে সংস্থাপিতা একটী দেবী মূর্ত্তিকে কেহ কেহ সিদ্ধিলক্ষ্মী বলিয়া অনুমান করেন। কেহ কেহ ইহাঁকে "সপ্‌না লছমি মাতা" বলিয়া উল্লেখ করেন। কাশীখণ্ডে লোলার্ক কুণ্ডের নিকটে চণ্ডমুণ্ডা ও মহাতুণ্ডা দেবী দ্বয়ের মধ্যে স্বপ্নেশ্বরী দেবীর স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সপ্‌না দেবী বা স্বপ্নেশ্বরী দেবী সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়:—

"ঐ স্থানে চণ্ডমুণ্ডা ও মহাতুণ্ডা নামে যে দুই দেবতা আছেন, তাঁহাদিগেরই মধ্যস্থলে চণ্ডরূপিণী চামুণ্ডা দেবী বিরাজ করিতেছেন। কাশীবাসী মানবগণের উক্ত দেবতাত্রয়কে, সযত্নে পূজাকরা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারা মানবগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা ও পূজিতা হইলে সমুদয় উপসর্গ নিবারণ পূর্ব্বক ধন, ধান্য এবং পুত্রপৌত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত মহামুণ্ডার পশ্চিমে শুভদায়িনী স্বপ্নেশ্বরী নাম্নী এক দেবী আছেন; তিনি স্বপ্নাবস্থায় ভক্তগণকে ভাবী শুভাশুভ বলিয়া থাকেন এবং সেই স্থানে স্বপ্নেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। যে কোন তিথিতে পবিত্র অসিসঙ্গমে অবগাহনপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করতঃ

৬

স্থণ্ডিল মধ্যে শয়ন করিলে কি নারী, কি নর, সকল ব্যক্তিই স্বপ্নে ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া থাকে। তথায় স্বপ্নেশ্বরী যে রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করেন, যদি কেহ এই বিবরণ পরিজ্ঞাত থাকেন, তিনি অদ্যাপি উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জ্ঞানাভিলাষী মানবগণ, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী বা নবমীতে কি দিবা কি রাত্রি সযত্নে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। উক্ত স্বপ্নেশ্বরীর পশ্চিমে দুর্গাদেবী অবস্থিতা থাকিয়া সতত কাশীক্ষেত্রের দক্ষিণদিক্ রক্ষা করিতেছেন।" (১০)

---

(১০) কপালমালাভরণাং মহাভীষণরূপিণীম্।
চণ্ডমুণ্ডাং নরো নত্বা ক্ষেত্রবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে॥
যথৈব চণ্ডমুণ্ডৈষা মহাতুণ্ডাপি তাদৃশী।
এতাবানেব ভেদোঽস্যাস্তুণ্ডস্রগ্‌ভূষণা স্থিয়ম॥
ক্ষেত্ররক্ষাং প্রকুরুত উভে দেব্যৌ মহাবলে।
হসন্ত্যৌ করতালীভিরন্যোন্যং দোঃপ্রসারণাৎ॥
হয়গ্রীবেশ্বরে তীর্থে লোলার্কাদুত্তরে সদা।
মহাতুণ্ডা প্রচণ্ডাস্যা তিষ্ঠতি ভক্তবিঘ্নহৃৎ॥
চণ্ডমুণ্ডা মহাতুণ্ডা কথিতে যে তু দেবতে।
তয়োরন্তরতস্তিষ্ঠেচ্চামুণ্ডা মুণ্ডরূপিণী॥
এতাস্তিস্রঃ প্রযত্নেন পূজ্যাঃ ক্ষেত্রনিবাসিভিঃ।
ধনধান্যপ্রদাশ্চৈতাঃ পুত্রপৌত্রপ্রদাইমাঃ॥
উপসর্গানম্ ঘ্নন্তি দত্ত্যুর্নিঃশ্রেয়সীং শ্রিয়ম্।
স্মৃতা দৃষ্টা নতাঃ স্পৃষ্টা পূজিতা শ্রদ্ধয়া নরৈঃ॥
মহাতুণ্ডাপ্রতীচ্যাঞ্চ দেবী স্বপ্নেশ্বরী শুভা।
ভবিষ্যং কথয়েৎ স্বপ্নে ভক্তস্যাগ্রে শুভাশুভম্॥
তত্র স্বপ্নেশ্বরং লিঙ্গং দেবীং স্বপ্নেশ্বরীং তথা।
স্নাত্বাসিসঙ্গমে পুণ্যে যস্মিন্ কস্মিংস্তিথাবপি॥

কাশীক্ষেত্রের উত্তরে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে মার্কণ্ডেয়েশ্বরমহাদেব নামে সুপ্রসিদ্ধ যে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন, ঐ শিবলিঙ্গের সন্নিকটে হংসারূঢ়া মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবীর বর্ণনা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় মুনি এই স্থানেই শিবের তপস্যা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান অদ্যাপি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাশীবাসী এবং দূরদেশবাসী অনেক যাত্রী শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে সমাগত হইয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণ হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"অতঃপর মার্কণ্ডেয়েশ্বরের কথা বলিতেছি, যেখানে মার্কণ্ডেয় মুনি সুমহৎ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে শঙ্করকে দর্শন করিয়া মানব বাজপেয়-ফল লাভ করে এবং চিরায়ু হয়। হে ব্যাসদেব! এক উত্তম মহাস্থানের বিষয় শ্রবণ করুন। এখানে দেবী হংসবাহিনী ব্রহ্মাণী ভক্তগণের আশা পূরণ করেন ও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। শান্তিপরায়ণ ভক্তগণের সম্বন্ধে ঐ দেবী মাতার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ঐ দেবী ব্রহ্মা কর্তৃক অর্চ্চিত এবং সুরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়াছেন। গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিলে তিনি সর্ব্বসিদ্ধি

উপোষণপরোধীমান্নারী বা পুরুষোপি বা।
সম্পূজ্য স্থণ্ডিলশয়ঃ স্বপ্নে ভাবি বিলোকয়েৎ।
অদ্যাপি প্রত্যয়স্তত্র কার্য্য এষ বিজানতা।
ভূতং ভাবি ভবৎ সর্ব্বং বদেৎ স্বপ্নেশ্বরী নিশি।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং নিশি বা দিবা।
প্রযত্নতঃ সমর্চ্চ্যা সা কাশ্যাং জ্ঞানার্থিভির্নরৈঃ।
স্বপ্নেশ্বর্য্যাশ্চ বারুণ্যাং দুর্গাদেবী ব্যবস্থিতা।
ক্ষেত্রস্য দক্ষিণং ভাগং সা সদৈবাভিরক্ষতি।"

(কাশীখণ্ড।)

প্রদান করেন, এই দেবী পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ব্রহ্ম-সরোবরে স্নান করিয়া ব্রহ্মেশ্বর শিবকে দর্শন করিলে ভববন্ধ-নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে আমোদ প্রাপ্ত হয়।"

স্কন্দ-পুরাণে বর্ণিত এই মার্কণ্ডেয়েশ্বরতীর্থ শিপ্রানদীতীরে সংস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে; কিন্তু কাশীক্ষেত্রের উত্তর সীমাতে যে মার্কণ্ডেয়েশ্বর তীর্থ আছে, তাহা গঙ্গা এবং সরযু নদীর সঙ্গমস্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে ব্রহ্মসরোবর বলিয়া কোন জলাশয় দেখা যায় না। কালক্রমে ঐ ব্রহ্মসরোবর বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে এবং হংসবাহনা চতুর্ভুজা লক্ষ্মীমাতা সাধারণ দ্বিভুজা দেবী মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিতা হইয়া থাকাও বিস্ময়জনক নহে। বিহারে প্রাচীন বৌদ্ধ নগর রাজগীরের ভগ্নস্তূপের নিকটে এক মার্কণ্ডেয়েশ্বর তীর্থ আছে। তথাতে ব্রহ্মসরোবরও আছে। পদ্মস্থিতা কমলা দেবীর প্রস্তর প্রতিমা বহু দূরদেশের লোকে আসিয়া এখনও দর্শন করিয়া থাকেন। পুরাণে বর্ণিত একই দেবদেবীর ও তীর্থস্থানের এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলের কোনটি আসল কোনটি নকল তাহা লইয়া বিচার বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। সাধকের এবং ভক্তের একাগ্র-চিত্তের ডাকে সকল স্থানের সকল আধারেই দেবীমহালক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন ও হইয়া থাকেন এবং যখন যেখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাহাকেই ক্ষণেকের জন্য মহাতীর্থে পরিণত করিয়া থাকেন।

দক্ষিণ ভারতে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজের দক্ষিণ ভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ দেবদেবীর নাম সংযুক্ত যত প্রাচীন মন্দির এবং তীর্থস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের অন্যত্র সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ শ্রীরঙ্গপত্তনে, শ্রীমাতার অর্থাৎ লক্ষ্মীমাতার এবং রঙ্গদেব অর্থাৎ নারায়ণের উৎসব সময়ে যেরূপ মহা

আড়ম্বরে পূজার্চ্চনা সম্পন্ন হয়, অন্যস্থানে কদাচিৎ সেরূপ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কাঞ্চি ব্রোমের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে স্থাপিতা লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তির বিবরণ মান্দ্রাজে প্রচলিত তামিল ভাষাতে লিখিত কাঞ্চি-মাহাত্ম্য পুরাণের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া একজন ইংরেজ লেখক, "এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেল" পত্রিকাতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যে একটি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ অংশ অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

এই স্থানটি শিবের অতিশয় প্রিয় বলিয়া বর্ণিত। এক সময়ে এই স্থানে পার্ব্বতী কৌতুক করিয়া শিবের দুই চক্ষু হাত দিয়া আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। তখন চন্দ্র সূর্য্য অদৃশ্য হইল। সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইল। শিব ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতীকে কালীরূপে পরিণত করিলেন। পার্ব্বতী তপস্যাদ্বারা শিবের ক্রোধ শান্তি করিলে শিব কালীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন দেবীর এক চক্ষু হইতে লক্ষ্মী এবং অন্য চক্ষু হইতে সরস্বতী উৎপন্না হইলেন। শিব, লক্ষ্মীকে দিলেন নারায়ণের হস্তে এবং সরস্বতীকে সমর্পণ করিলেন ব্রহ্মার হস্তে এবং নিজে কালীরূপা পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে এই স্থান মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। বিবাহ উৎসবে সমাগত ঋষিগণ প্রত্যেকেই এক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অসংখ্য শিবলিঙ্গময় এই তীর্থের আটদিকে সেই হইতে অষ্ট দুর্গা দেবী রক্ষক হইয়া রহিয়াছেন।

পুরাণে বিপুল মাহাত্ম্যপূর্ণ আরও অনেক লক্ষ্মীতীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার প্রকৃত স্থান এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লক্ষ্মীসরোবর নামক একটি পরম পবিত্র তীর্থের উল্লেখ আছে,—হয়ত এক্ষণে ইহা জঙ্গলাকীর্ণ লোক-অগম্য স্থানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, অথবা কালপ্রভাবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে উহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ শীতান্ত ও কুমুঞ্জের মধ্যে বিবিধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জনের সেবিত বহু যোজন দীর্ঘ বহুতর দ্রোণী আছে, তাহাতে সুমধুর নির্ম্মল জলপূর্ণ এক সরোবর বিরাজমান রহিয়াছে। এই সরোবর "শ্রীসরোবর" নামে সকল লোকে প্রসিদ্ধ। ইহার জল অতিশয় সুখকর। এই সরোবরে কোটীদলবিশিষ্ট প্রাতঃকালের সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী এক মহাপদ্ম আছে। এই পদ্ম সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকে। এই পদ্ম কখনই মুদিত হয় না। ইহাতে মুর্ত্তিময়ী "শ্রী" নাম্নী লক্ষ্মীদেবী সতত অবস্থান করেন। এখানে সহস্রাধিক শাখা বিশিষ্ট এক বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ আছে। ইহার নাম "শ্রীবন।" এই স্থানে সিদ্ধগণের প্রপূজিতা লক্ষ্মীদেবী সদা অবস্থান করেন। (১১)

---

(১১) সূত উবাচ। শীতান্তস্যাচলেন্দ্রস্য কুমুঞ্জস্যান্তরেণ তু।
দ্রোণ্যো বিহগসংঘুষ্টা নানাসত্ত্বনিষেবিতাঃ ॥ ১
ত্রিযোজনশতায়ামা বিস্তীর্ণাঃ শতযোজনাঃ।
সুরসামলপানীয়ং রম্যং তত্র সরোবরম্ ॥ ২
দ্রোণ্যায়ামপ্রমাণৈস্তু পুণ্ডরীকৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
সহস্রশতপত্রৈর্হি মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
মহোরগৈরধ্যুষিতং মহাভোগৈর্দুরাসদৈঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরুপস্পৃষ্টং জলং শুভম্ ॥ ৪
পুণ্যং তচ্ছ্রীসরো নাম প্রকাশং দিবি চেহ চ।
প্রসন্নজলসম্পূর্ণং শরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫
তত্র হ্যেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্য হ।
কোটিপত্রং প্রবিকচং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ৬
দিব্যং ব্যাকোশমজরং চাঞ্চল্যাচ্চাতিমণ্ডলম্।
চারুকেশরজালাঢ্যং মত্তষট্পদনাদিতম্ ॥ ৭

দক্ষিণ ভারতে মান্দ্রাজ প্রদেশ মধ্যে, সমুদ্রতীরে, সুপবিত্র রেবা-সঙ্গমে লক্ষ্মীক্ষেত্র নামক এক তীর্থ আছে। ঐ স্থানের অধিবাসিগণ বলিয়া থাকেন, পুরাকালে এখানে ভৃগু মুনির আশ্রম ছিল, আর এই স্থানেই ভৃগু মুনির কন্যা রূপে লক্ষ্মীদেবী পৃথিবীতে প্রথমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ পুরাণেও, এই স্থানেই ভৃগু মুনির গৃহে তাঁহার খ্যাতি নাম্নী পত্নীর গর্ভে জগন্মাতা লক্ষ্মী দেবীর জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সীতা দেবী যেমন মিথিলাতে জনক রাজার গৃহে, কিম্বা পার্ব্বতী যেমন হিমালয় পর্ব্বতে মেনকা রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, লক্ষ্মী দেবীও সেইরূপ সমুদ্রতীরে ভৃগু মুনির আশ্রমে ভৃগুকন্যা রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। পর্ব্বতরাজকন্যা পার্ব্বতী যেমন কুমারী অবস্থাতে শিবপূজা করিয়া মহাদেবকে পতি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ভৃগুকন্যা লক্ষ্মীদেবীও এই স্থানে বহু সহস্র বৎসর নারায়ণকে ধ্যান

তস্মিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রীর্নিত্যমেব হি।
লক্ষ্ম্যাস্তত্র সদাবাসো মূর্ত্তিমত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৮

সরসস্তস্য পূর্ব্বস্মিন্ তীরে সিদ্ধনিষেবিতে।
সদা পুষ্পফলং রম্যং তত্র বিল্ববনং মহৎ ॥ ৯

শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিযোজনশতায়তম্।
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাবৃক্ষৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১০

শাখাসহস্রকলিতৈর্মহাস্কন্ধৈঃ সমাকুলম্।
ফলৈঃ সুবর্ণসঙ্কাশৈর্হরিতৈঃ পাণ্ডরৈস্তথা ॥ ১১

অমৃতস্বাদুসদৃশৈর্ভেরীমাত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
শীর্যমাণৈঃ পতদ্ভিশ্চ কীর্ণভূমি নিরন্তরম্ ॥ ১২"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।)

করিয়া নারায়ণকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর এই তপস্যাস্থান এখন "নারায়ণ গিরি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণের বিবাহের মন্ত্রপাঠ জন্য ব্রাহ্মণের আবশ্যক হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী এখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ, "আমরা লক্ষ্মীর স্থাপিত ব্রাহ্মণ" এইরূপ আত্মপরিচয় এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। এই স্থানের উপাস্যা লক্ষ্মীদেবীকে "মূল শ্রী" নামে এদেশের সর্ব্ব সাধারণে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। (১২)

---

(১২) "মূলশ্রীঃ প্রোচ্যতে ব্রাহ্মী ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপিণী।
সর্ব্বযোগময়ী পুণ্যা সর্ব্বপাপহরী শুভা॥
পতিস্তস্যা প্রভুরহং বরদঃ প্রাণিনাং প্রিয়ে।
রেবাজলে নরঃ স্নাত্বা যোহর্চ্চয়েন্মাং যতব্রতঃ॥
মূলশ্রীপতিনামানং বাঞ্ছিতং প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্।
দানানি তত্র যো দদ্যান্মহাদানানি চ প্রিয়ে॥
সহস্রগুণিতং পুণ্যমন্যস্থানাদবাপ্যতে।
দৃষ্টং ত্বয়া তত্র দেশে সম্যক্ চৈবাবধারিতম্॥
তদর্চ্চিতা পরান্ কামানাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ॥"

* * * *

"নারায়ণ উবাচ। নারায়ণগিরা দেবি বিজ্ঞপ্তোঽস্মি যতস্ত্বয়া।
নারায়ণগিরির্নাম তেন মেঽত্র ভবিষ্যতি॥
নারায়ণস্মৃতৌ যাতি দুরিতং জন্মকোটিজম্।
যস্মাদ্গিরতি তস্মাচ্চ গিরিরিত্যেব শব্দিতম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বাশ্রয়ো দেবি গিরিঃ পর্ব্বতরাড্ ভবেৎ।
সুরাসুরমনুষ্যাণাং যথাহমপি চাশ্রয়ঃ॥
য এতৎ পূজয়িষ্যন্তি মণ্ডলস্থং পরং মম।
নারায়ণগিরির্নাম দেবরূপং শুভে ক্ষণে॥

পশ্চিম-দক্ষিণ ভারতে, পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে প্রভাসের সন্নিকটে আর একটী লক্ষ্মীতীর্থ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমী দিনে এখানে মেলা হয় এবং বহু লোকের সমাগম হয়। কথিত আছে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সত্যযুগে এই লক্ষ্মীতীর্থ এবং তীর্থাধীপ লক্ষ্মীশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। (১৩)

তে দিব্যজ্ঞানসম্পন্না দিব্যদেহবিচেষ্টিতাঃ।
দিব্যলোকমবাপ্স্যন্তি দিব্যভোগসমন্বিতাঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ। তয়োরেবং সংবদতোর্দ্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
সমাগতা বনোদ্দেশং সাগরান্তে মহর্ষয়ঃ॥
ততো ভৃগুং দেবরাজো নারায়ণবিচিন্তিতম্।
বব্রে জ্ঞাত্বা তু তৎকন্যাং ধর্ম্মাত্মা স দদৌ চ তাম্॥"

* * * *

"শ্রীরুবাচ। য এতে ব্রাহ্মণাঃ শিষ্যাঃ ভৃগ্বাদীনাং যতব্রতাঃ।
তন্নিবেশয়িতুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ॥
মরীচ্যাদয়ঃ সুরেন্দ্রেণ স্থাপিতা গরুড়ধ্বজ।
নৈষ্ঠিকব্রতিনো বিপ্রা বহবোঽত্র যতব্রতাঃ॥
প্রাজাপত্যে ব্রতে ব্রাহ্মে কেচিদত্র ব্যবস্থিতাঃ।
তানহং স্থাপয়িষ্যামি ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ॥" (স্কন্দ পুরাণ)

(১৩) "ঈশ্বর উবাচ। তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্ভাগে ধনুষাং পঞ্চকে স্থিতম্।
লক্ষ্মীশ্বরেতি বিখ্যাতং দারিদ্র্যৌঘবিনাশনম্॥
যত্র দেব্যা সমানীতা লক্ষ্মী দৈত্যান্নিপাত্য চ।
তেন লক্ষ্মীশ্বরং নাম স্বয়ং দেব্যা প্রতিষ্ঠিতম্॥
যস্তং পূজয়তে ভক্ত্যা শ্রীপঞ্চম্যাং বিধানতঃ।
ন বিযুক্তো ভবেল্লক্ষ্ম্যা যাবন্মন্বন্তরং প্রিয়ে॥"

(স্কন্দ পুরাণ)

উত্তরবঙ্গে হিমালয় হইতে সম্ভূতা এবং গঙ্গাতে সম্মিলিতা "বারাহী" নদী বা "বারানই" নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত বাগমারা থানার নিকটবর্ত্তী রামরামা নামে একটী প্রাচীন জনপদে এই নদীতীরে কিঞ্চিৎ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর একটী পুরাতন এবং ভগ্ন প্রায় মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখানে যে লক্ষ্মীদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার নিকট ছাগবলি দেওয়া হয়। নাটোরের ছোট তরফের রাজার দেবসেবা এষ্টেট হইতে এই স্থানের লক্ষ্মীদেবীর নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বারানই তীরে মেলা হইয়া থাকে এবং দূরাগত বহু লোকে এই সময়ে বারাহী গঙ্গাস্নান করিয়া লক্ষ্মীদেবীর পূজা প্রদান করিয়া থাকেন।

ময়মনসিংহ জিলার উত্তরে গারো পাহাড়ে লক্ষ্মীদেবীর একটী প্রাচীন পীঠস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও অরণ্যবাসী গারোগণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীদেবীর বেদী সম্মুখে ছাগ, মহিষ, কুকুর, কবুতর এবং কুক্কুটাদি বলি প্রদান করা হইয়া থাকে। আসামের অসংখ্য স্থানে "লোকি মা" বা "কামামা নামে কামাখ্যা-লক্ষ্মী-মাতার পীঠস্থান এবং লক্ষ্মী পূজার বেদী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের মুসলমান ফকির দল ধান কাটিয়া উঠাইবার সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লক্ষ্মীমাতার ছড়াগান গাহিয়া এখনও অর্থ সঞ্চয় করেন।

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা মধ্যে লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ, লক্ষ্মীনগর, লক্ষ্মীপাশা, লক্ষ্মীপতন প্রভৃতি লক্ষ্মী নাম যুক্ত এবং লক্ষ্মীর নামান্তর 'শ্রী' নাম যুক্ত অসংখ্য গ্রাম ও নগর বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও লক্ষ্মী ও শ্রীনাম যুক্ত অনেক নগর গ্রাম আছে। এই সকল দেখিয়া অনায়াসেই ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে পুরাকালে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা এদেশেঁ অতিশয় ব্যাপক ছিল। মৃত্তিকা খনন

করিতে গিয়া ইদানিং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে প্রাচীন লক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় এ সিদ্ধান্তকে আরও সমর্থন এবং পরিপুষ্ট করিতেছে।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ আসাম বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যাতে, এমন গ্রামের সংখ্যা নিতান্তই অল্প দেখিতে পাওয়া যাইবে যেখানে লক্ষ্মী দেবীর প্রাচীন দুই একটি দেবালয় কিম্বা পূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট না আছে এবং কোনও না কোন ভাবে এই সকল স্থানের হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের অধিবাসিগণকর্ত্তৃক সাকারা কিম্বা নিরাকারা লক্ষ্মীদেবীর পূজার অনুষ্ঠান না হইয়া থাকে। ভারতের প্রায় প্রতি নগরে এবং গ্রামে এবং প্রতি গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে এখনও প্রাচীনা গৃহিনীগণ দ্বারা বার তিথি বা মাস বিশেষে কোনও না কোন ভাবে মাতৃরূপা যে লক্ষ্মীদেবীর পূজা অর্চ্চনা হইবার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যে লক্ষ্মীদেবীকে পুরাকালে ঋষিগণ "লোকমাতা" বলিয়া স্তুতি করিতেন এবং একালের এদেশের শিক্ষিত নরনারীগণ যাঁহাকে "ভারতমাতা" বলিয়া এখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহাকে "দেশমাতা" কিম্বা "ভারতমাতা" কিম্বা "লক্ষ্মীমাতা যে নামেই ডাকা হউক্ না কেন, তিনি ভক্তের ডাক সদাই কান পাতিয়া শুনিতে এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার আপদ্ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই সজাগ হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দুর প্রত্যেকে পুরাণে, প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বচনে এবং প্রত্যেক হিন্দুর আচরণে ও অনুষ্ঠানে এই মহান্ সত্য সদা ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজামাহাত্ম্য ।

তৃতীয় ভাগ।

অথ লক্ষ্মীপূজাপদ্ধতি।

(স্কন্দপুরাণে বর্ণিত)

"পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েয়ুঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ম্ ।
সিংহে ধনুষি মীনে চ স্থিতে সপ্ততুরঙ্গমে ॥
প্রত্যব্দং পূজয়েল্লক্ষ্মীং শুক্লপক্ষে গুরোর্দ্দিনে ।
নাপরাহ্নে ন রাত্রৌ চ নাসিতে ন ত্র্যহস্পৃশি ॥
দ্বাদশ্যাঞ্চৈব নন্দায়াং রিক্তায়াঞ্চ নিরংশকে ॥
ত্রয়োদশ্যাং তথাষ্টম্যাং কমলাং নৈব পূজয়েৎ ।
ন পূজয়েৎ শনৌ ভৌমে ন বুধে নৈব ভার্গবে ।
পূজয়েত্তু গুরোর্ব্বারে চাপ্রাপ্তে রবিসোময়োঃ ॥
শুক্রবারে হি পূর্ণা চ যত্নেন যদি লভ্যতে ।
তত্র পূজ্যা তু কমলা ধনপুত্রবিবর্দ্ধিনী ॥ (১)

---

(১) লক্ষ্মীপূজা কোন্ কোন্ সময়ে করিতে হইবে তাহার প্রমাণ স্কন্দপুরাণ হইতে মূল সংস্কৃত শ্লোক উপরে উদ্ধৃত হইল। তাহার বাঙ্গালা মর্ম্মানুবাদ নিম্নে লিখিত হইতেছে—সূর্য্যদেব সিংহ, ধনু এবং মীন রাশিস্থ হইলে অর্থাৎ ভাদ্র, পৌষ এবং চৈত্র মাসে স্ত্রীলোকেরা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমাতার পূজা করিবেন। প্রতিবৎসর

ন কুর্য্যাৎ প্রথমে মাসি নৈব কুর্য্যাদ্বিসর্জ্জনম্।
ন ঘণ্টাং বাদয়েত্তত্র নৈব ঝিণ্টিংপ্রদাপয়েৎ॥
পৌষে চ দশমী শস্তা চৈত্রকে পঞ্চমী তথা।
নভ্যস্থে পূর্ণিমা জ্ঞেয়া গুরুবারে বিশেষতঃ॥
আঢ়কং ধান্যসম্পূর্ণং নানাভরণভূষিতম্।
সুগন্ধিশুক্লপুষ্পেণ শুক্লপক্ষে প্রপূজয়েৎ॥
পৌষে তু পিষ্টকং দদ্যাৎ পরমান্নং চ চৈত্রকে।
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ নভস্থে তু বিশেষতঃ॥
গুরুবারসমাযুক্তা নভস্থে পূর্ণিমা শুভা।
কমলাং পূজয়েত্তত্র পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
একেন কমলেনৈব কমলাং পূজয়েদ্ যদি।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য পরত্র কেশবং ব্রজেৎ॥
প্রাঙ্মুখী পূজয়েল্লক্ষ্মীং পশ্চিমাননসংস্থিতাম্। (২)

শুক্লপক্ষে, বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিতে হয়। কিন্তু অপরাহ্ণ বেলায় কিংবা রাত্রিতে, কিংবা কৃষ্ণপক্ষে, ত্র্যহস্পর্শ দিনে, দ্বাদশী, প্রতিপৎ, একাদশী, ষষ্ঠী, চতুর্থী, নবমী এবং চতুর্দ্দশী তিথিতে, সংক্রান্তিতে ত্রয়োদশী এবং অষ্টমী তিথিতে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করা নিষিদ্ধ। রবি, সোম, শনি, মঙ্গল, বুধ এবং শুক্র বারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে না। কিন্তু বৃহস্পতিবারে পূজা করিবে। বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণা তিথি অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা লাভ হয় তবে সেই সময়ে লক্ষ্মীদেবী পূজিতা হইলে লক্ষ্মীদেবী ধন পুত্র বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

(২) মাসের প্রথম দিন লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে না। লক্ষ্মীমূর্ত্তিকে কথনও বিসর্জ্জন করিবে না। লক্ষ্মী পূজা সময়ে ঘণ্টা বাদ্য করিবে না এবং পূজায় ঝিণ্টিপুষ্প দিবে না। পৌষমাসের শুক্লা দশমী, চৈত্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী ও ভাদ্রী পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিবার হইলে ঐ সকল দিন লক্ষ্মীপূজার বিশেষ

আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্তু চরেজ্জাগরণং নিশি।
কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্য্যা লোকবিভূতয়ে॥
কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীমিন্দ্রমৈরাবতে স্থিতম্।
সুগন্ধির্নিশি সদ্বেশো হ্যক্ষৈর্জাগরণং চরেৎ॥
নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্ত্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥

(লিঙ্গ পুরাণ)

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তিথির্নক্তব্রতে সদা।
প্রদোষোঽস্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে॥ (বৎস বচন)
প্রদোষে পূজয়েল্লক্ষ্মীম্...... । (যম বচন)

কার্ত্তিকমধিকৃত্য

অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥ (তিথিতত্ত্বম্) (৩)

প্রশস্ত সময়। নানাভরণ ভূষিত এবং ধান্য পূর্ণ আঢ়ক (মাপিবার পাত্র বিশেষ) সুগন্ধ শুক্ল পুষ্প দ্বারা শুক্ল পক্ষে লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিবে। পৌষ মাসে পিষ্টক দ্বারা, চৈত্রমাসে পরমান্ন দ্বারা, বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে পিষ্টক এবং পরমান্ন এই উভয় বস্তু দ্বারা দেবীকে পূজা ও ভোগ প্রদান করিবে। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথি বৃহস্পতিবারে হইলে, সেই সময়ে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। একমাত্র পদ্মপুষ্প দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিলে ইহলোকে সুখে কালযাপন করতঃ পরকালে বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বমুখ হইয়া পশ্চিমাস্যা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে।

(৩) আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিজাগরণ করিবে। লোকৈশ্বর্য্য প্রযুক্ত ঐ পূর্ণিমাই কৌমুদী নামে অভিহিত। ঐদিনে ঐরাবতস্থিত ইন্দ্রকেও পূজা করিবে, সুগন্ধাদি যুক্ত সুন্দর বেশভুষাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া অক্ষক্রীড়া দ্বারা নিশিজাগরণ করিবে।

অথ লক্ষ্মীমন্ত্রাঃ

বান্তং বহ্নিসমারূঢ়ং বামনেত্রেন্দুসংযুতম্।
বীজমেতৎ শ্রিয়ঃ প্রোক্তং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ (৪)

অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ

প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসাদি কর্ম্ম বিধায় হৃৎপদ্মস্থ পূর্ব্বাদি কেশরেষু মধ্যে চ পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ। ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ। এবমুন্নত্যৈ, কান্ত্যৈ, সৃষ্ট্যৈ, সন্নত্যৈ, ব্যুষ্ট্যৈ, উৎকৃষ্ট্যৈ, ঋদ্ধ্যৈ। ততঃ শ্রীকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং বিন্যস্য, ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ভৃগুঋষয়ে নমঃ, মুখে নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। শ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

বরদাত্রী লক্ষ্মীদেবী বলেন যে, কে রাত্রিজাগরণ করিয়াছে? অর্থাৎ যিনি এই রাত্রি, অক্ষক্রীড়া দ্বারা জাগরণ করেন, আমি তাহাকে বিত্ত প্রদান করিব।
লিঙ্গপুরাণ।

নক্ত (রাত্রি) ব্রতে প্রদোষ ব্যাপিনী তিথিই গ্রহণযোগ্য, সূর্য্যাস্তের পর দুই দণ্ড পর্য্যন্ত, সময়ের নামই প্রদোষ। প্রদোষ কালেই লক্ষ্মীপূজা করিবে।
মুনিবচন।

কার্ত্তিক মাসে দিবাভাগে চতুর্দ্দশী, ও রাত্রিতে অমাবস্যা যখন ঘটিবে, সেই রাত্রিতেই (মহালক্ষ্মী) সুখরাত্রি লক্ষ্মী পূজা হইবে। দীপান্বিতা অমাবস্যা হেতুক ঐদিন রাত্রিতে বহু দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেবগৃহাদি নানাস্থানে দীপদান করিবার ব্যবস্থাও আছে।

(৪) উপরের লিখিত বচন দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর একাক্ষর বীজ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং শিরসে স্বাহা, শ্রূং শিখায়ৈ বষট্, শ্রৈং কবচায় হুং, শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, শ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। (৫) ইত্যাদিনা চ ন্যসেৎ তথাচ নিবন্ধে—

অঙ্গানি দীর্ঘযুক্তেন রমাবীজেন কল্পয়েৎ। (৬) ধ্যানং। কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈর্চতুর্ভির্গজৈ, হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈ

---

(৫) পূজক ব্যক্তি নিজের প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যপূজা সমাপনান্তে, সায়ং সন্ধ্যা করিয়াই, পূজারম্ভ করিবে। প্রথমতঃ আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করতঃ স্বস্তিবাচন করিয়া, সঙ্কল্প করিবে।

পরে জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া, পীঠন্যাসাদি ক্রমে কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া, হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে এবং মধ্য স্থলে পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র-বীজ, ন্যাস করিবে। বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, সৃষ্টি, সন্নতি বৃষ্টি, উৎকৃষ্টি, ঋদ্ধি, এই অষ্টশক্তিই এইস্থলে পীঠশক্তি নামে অভিহিত। তাহার পরে কমলাসনায় নমঃ বলিয়া আসন অর্চ্চনা করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা মস্তকে, ভৃগু ঋষয়ে নমঃ, মুখে, নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে, শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। পরে হস্তন্যাস ও হৃদয়াদিন্যাস করিবে। শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, শ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা এই উভয় হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলি ক্রমে যে ন্যাস, তাহারই নাম করন্যাস। সেইরূপ হৃদয়, মস্তক, শিখা, বাহুমূল, হস্ততল, এই সকল স্থানে যে ন্যাস, তাহারই নাম অঙ্গন্যাস। যথা শ্রাংহৃদয়ায় নমঃ। শ্রীং শিরসে স্বাহা। শ্রূং শিখায়ৈ বষট্, বলিয়া শিখাস্থান স্পর্শ করিবে, শ্রৈং কবচায় হুং বলিয়া বাহুমূল স্পর্শ করিবে, শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্র স্পর্শ করিবে, শ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং (হস্তদ্বয়ের দুইপীঠ) অস্ত্রায় ফট্।

(৬) নিবন্ধ গ্রন্থে প্রমাণ যে দীর্ঘস্বরযুক্ত লক্ষ্মীবীজ দ্বারা অঙ্গন্যাসাদি করিবে।

রাসিচ্যমানাংশ্রিয়ম্। বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং, ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥ এবং ধ্যাত্বা, মানসৈঃ সম্পূজ্য, শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততঃ পীঠপূজাং বিধায়, কেশরেষু, মধ্যে চ বিভূত্যাদিপীঠমন্ত্রপূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বা, আবাহনাদিপঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়, আবরণপূজামারভেৎ। অগ্ন্যাদিকেশরেষু, মধ্যে, দিক্ষু চ, শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা সম্পূজ্য, দিগ্দলেষু পূর্ব্বাদি—ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এবং সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়। বিদিগ্দলেষু ওঁ দমকায়, ওঁ সলিলায়, ওঁ গুগ্‌গুলবে, ওঁ কুরুণ্টকায়। ততো দেব্যা দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। এবং বসুধারায়ৈ। বামে ওঁ পদ্মনিধয়ে, বসুমত্যৈ। পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বলাক্যৈ নমঃ। এবং বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ, শাঙ্কর্য্যৈ, বসু-মালিকায়ৈ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্, বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। (৭)

---

(৭) তৎপর ধ্যান করিবে। উপরের লিখিত মত ধ্যান করিয়া, মানসিক উপচারাদি (হৃদ্‌পদ্ম আসন, সহস্রার-ক্ষরিত-সুধা পদ্মে) এই সকল মনে ভাবিয়া দেবতোদ্দেশে প্রদান করার নামই মানসপূজা। পরে ভূমিতে ত্রিকোণ, বৃত্ত, চতুষ্কোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি জল-শঙ্খ স্থাপন করিয়া, তাহাতে জলপূর্ণ করিয়া ঐ জলে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।" বলিয়া তীর্থাবাহন পূর্ব্বক জলশুদ্ধ করিয়া, ঐ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা নিজকে এবং পূজোপকরণ সকল অভ্যুক্ষণ করিয়া, ঐ শঙ্খে পুষ্প, বিল্বপত্র, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল সংযুক্ত অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। তাহার পর পূর্ব্ববৎ পীঠ পূজাদি করিয়া, পদ্ম কেশরে এবং মধ্যস্থলে বিভূত্যাদি পীঠমন্ত্রান্ত পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার-ধ্যান করিয়া, আবাহন করিবে। পরে আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত

জপান্তে জুহুয়ান্মন্ত্রী তিলৈর্ব্বা মধুরাপ্লুতৈঃ।
বিল্বৈঃ ফলৈর্ব্বা জুহুয়াত্রিভির্ব্বা সাধকোত্তমঃ॥
বাগ্ভবং বনিতা বিষ্ণোর্মায়া মকরকেতনঃ।
চতুর্বীজাত্মকো মন্ত্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥ (৮)

অস্যাঃ পূজাদিকং পূর্ব্ববৎ বোদ্ধব্যম্। ধ্যানে তু বিশেষঃ। মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈ, র্হস্তগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈ-রাসিচ্যমানাং সদা। হস্তাব্জৈর্বরদানমম্বুজযুগাভীতির্দধানাং হরেঃ, কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাননাম্॥ (৯) মন্ত্রান্তরং।

কর্ম্ম করিয়া, আবরণ পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি পদ্ম কেশরে ও মধ্যদিকে, শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া দিগ্দলে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এবং সঙ্কর্ষণায় নমঃ। প্রদ্যুম্নায় নমঃ, অনিরুদ্ধায় নমঃ। বিদিগ্-দলেতে ওঁ দমকায় নমঃ, ওঁ সলিলায় নমঃ। ওঁ গুগ্গুলবে নমঃ, ওঁ কুরুণ্টকায় নমঃ। পরে দেবীর দক্ষিণ ভাগে, ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ বসুধারায়ৈ নমঃ। বামভাগে, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, ওঁ বসুমত্যৈ নমঃ। পদ্মপত্রাগ্রে পূর্ব্বাদিক্রমে, ওঁ বলাক্যৈ নমঃ, এইরূপ বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ। পদ্মবহির্ভাগে, ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। এইরূপ অগ্নয়ে, যমায়, নিঋতয়ে, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায় দশদিক্ পালের পূজা করিবে। পরে বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ বলিয়া অস্ত্রাদির পূজা করিবে। তৎপর দেবীর ষোড়শাদ্যুপচারে পূজা করিয়া আরত্রিক অন্তে পূজাদি সমাপন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

(৮) সাধকব্যক্তি, জপান্তে, তিলাক্ত, অথবা মধুযুক্ত-বিল্ব বা অন্য ফলত্রয় দ্বারা তিনবার হোম করিবেন।

(৯) বাগ্ভব, বিষ্ণুবনিতা, মায়া, মকরকেতন, ইহা দ্বারা দেবীর চারি অক্ষর মন্ত্র, যাহা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ, তাহাই কথিত হইল।

এই চতুরক্ষরমন্ত্রবিশিষ্ট দেবীর পূজাদিও পূর্ব্ববৎ জানিবেন, কেবলমাত্র ধ্যান পৃথক্।

নমঃ কমলান্তেবাসিন্যৈ ঠদ্বয়মিতি প্রোক্তো দশাক্ষরঃ। অস্য পূজা-প্রয়োগঃ। পূর্ব্ববৎ পীঠমন্ত্রান্তং বিন্যস্য, ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি দক্ষঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ দেব্যৈ নমোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ও পদ্মিন্যৈনমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বরদায়ৈ নমঃ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। এবং হৃদয়াদিষু। ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নম ইত্যাদি। ততো ধ্যানং। আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রতী, দানং পদ্মযুগ্মাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনীসন্নিভা। মুক্তাহারবিরাজমানপৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাসিনী, পায়াদ্বঃ কমলাকটাক্ষবিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা, পূর্ব্বোক্তপীঠশক্তিসহিতপীঠমন্ত্রান্তাং পূজাং বিধায়, পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় পূজামারভেৎ। অগ্ন্যাদিচতুষ্কে দিক্ষু চ। ওঁ দেব্যৈ নমো হৃদয়াদি নম ইত্যাদি ষড়ঙ্গং সম্পূজ্য ততঃ পূর্ব্বাদিদিগ্দলেষু পূর্ব্ববৎ বলাকাদি পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। (১০)

---

(১০) অধুনা দেবীর মন্ত্রান্তর লিখিত হইতেছে, যথা—নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা এই দশাক্ষরী মন্ত্রের পূজাও প্রায় পূর্ব্ববৎ। যে কিছু বিশেষ তাহা এই পীঠমন্ত্রাদি ন্যাস করিয়া, পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, যথা মস্তকে দক্ষঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। দেব্যৈ নমোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, পদ্মিন্যৈ নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ বরদায়ৈ নমঃ, অনামিকাভ্যাং হুং। কমলরূপায়ৈ নমঃ, কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। এইরূপ করন্যাস করিয়া, পরে দেব্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি অঙ্গন্যাস করিয়া, দেবীর ধ্যান করিবে। উপরের লিখিত মত ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ মানসোপচারে পূজা করতঃ অর্ঘ্য স্থাপন করিবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পীঠশক্তি সহিত পীঠমন্ত্রাদিক্রমে পূজা করতঃ পুনর্ব্বার ধ্যান

অথ স্কন্দপুরাণোক্তবিধিনা ভাদ্র-পৌষ-চৈত্রেষু প্রত্যব্দং পূর্ণিমাদশমী-পঞ্চমীতিথিষু যথাক্রমং লক্ষ্মীপূজানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যম্। তত্র যো বিশেষস্তদিহ লিখ্যতে। গন্ধদ্বারেতি মন্ত্রেন গন্ধেনাবাহয়েদসৌ। শ্রিয়ে জাত ইতি দ্বাভ্যাং পুষ্পৈরাবাহয়েত্ততঃ॥

ততো ধ্যানং। হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাং।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদসমাবহাম্॥
গৌরবর্ণাং তু দ্বিভুজাং সিতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
বিষ্ণোর্বক্ষস্থলস্থাং চ জগচ্ছোভাপ্রকাশিনীং॥
ধ্যায়েদাদ্যাংসদা দেবীং পূজাকালে বিশেষতঃ।
ততঃ পূজাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীংলক্ষ্মীং নম ইত্যচা॥
লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীর্ধৃতিঃক্ষমা।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা কান্তির্মেধা বিদ্যা রমা শ্রুতিঃ॥
হরিপ্রিয়া তথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ।
এতাভিঃ সপ্তদশভি র্লক্ষ্মীবীজাদিনার্চ্চয়েৎ॥
লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ।
ধিষণঞ্চ কুবেরঞ্চ পূজয়েত্তদনন্তরম্॥ (১১) (স্কন্দপুরাণ)

আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানান্ত কর্ম্ম করিয়া, পূজারম্ভ করিবে। অগ্ন্যাদি চতুর্দ্দিকে ও কোণে, দেব্যৈ নমঃ, পূর্ব্ববৎ পরে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া, পূর্ব্বাদিদিগ্দলে পূর্ব্ববৎ বলাকাদি পূজা করিবে। পদ্মবহির্ভাগে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিয়া, পূর্ব্ববৎ বজ্রাদ্যস্ত্রের পূজা করিয়া জপাদি সমাপনান্তে, আরতি করিয়া বিসর্জনান্তকর্ম্ম সমাপন করিবে।

(১১) অতঃপর স্কন্দ পুরাণোক্ত ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র মাসীয় প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য লক্ষ্মী পূজার তিথিবারাদি বর্ণিত হইতেছে, ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা, পৌষ মাসের দশমী, চৈত্র মাসের পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে

ন কৃষ্ণপক্ষে রিক্তায়াং দশমীদ্বাদশীষু চ।
শ্রবণাদিচতুর্ঋক্ষে লক্ষ্মীপূজাং ন কারয়েৎ॥ (১২)
(কালচন্দ্রিকা)

অথাশ্বিনকৃত্যে কৃত্যতত্ত্বোক্তলক্ষ্মীপূজাবিধিঃ।

পৌর্ণমাস্যাং কৃতাহ্নিকঃ প্রদোষসময়ে কুশতিলজলান্যাদায় ওমদ্যেত্যাদিদ্বারোর্দ্ধভিত্ত্যাদিদেবতাপ্রীতিকামো দ্বারোর্দ্ধভিত্ত্যাদিদেবতা-পূজনমহঙ্করিষ্যে। ইতি সংকল্প্য শালগ্রামে, ঘটাদিস্থজলে বা এতৎ পাদ্যং দ্বারোর্দ্ধভিত্তিদেবতাভ্যো নমঃ। এবং অর্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্প ধূপদীপনৈবেদ্যপুনরাচমনীয়ানি দদ্যাৎ। গন্ধাদীনি গন্ধপুষ্পে বা। তত্র পূজনে পত্রমপি নৈবেদ্যে ফলমপীতি বিশেষঃ। এবং প্রণবাদিনমোঽন্তে-

---

যেটুকু বিশেষ তাহা লিখিত হইল। গন্ধদ্বারাদি মন্ত্রে গন্ধদ্বারা, লক্ষ্মীদেবীর আবাহন করিবে, শ্রিয়েজাত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা পুষ্পাদি দ্বারা আবাহন করিবে। হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিবে। তৎপর শ্রীংলক্ষ্ম্যৈনমঃ এই মন্ত্রে যথাশক্ত্যুপচারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে। পরে লক্ষ্মীবীজ মন্ত্রদ্বারা সপ্তদশসংখ্যক নামে পূজা করিবে। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এইরূপ পদ্মালয়ায়ৈ, পদ্মায়ৈ, কমলায়ৈ, শ্রিয়ৈ, ধৃত্যৈ, ক্ষমায়ৈ, তুষ্ট্যৈ, পুষ্ট্যৈ, কান্ত্যৈ, মেধায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, রমায়ৈ, শ্রুত্যৈ, হরিপ্রিয়ায়ৈ, বিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ, নারায়ণপ্রিয়ায়ৈ। তৎপর লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, ধিষণায় নমঃ, কুবেরায় নমঃ। এই সকল মন্ত্রে এই সকলের পূজা করিবে।

(১২) কালচন্দ্রিকা গ্রন্থানুসারে কৃষ্ণপক্ষে, রিক্তাতে, দশমী ও দ্বাদশী তিথিতে, শ্রবণাদিনক্ষত্রচতুষ্টয়ে, ভাদ্রাদি বার্ষিক লক্ষ্মীপূজা করা নিষিদ্ধ।

স্তত্তন্নামভির্হব্যবাহনাদিপূজনং যথা। হব্যবাহনায় নমঃ, নৈবেদ্যে তু সযবাক্ষতত ণ্ডুলচূর্ণায়তশালিতণ্ডুলাঃ। পূর্ণেন্দবে নমঃ। নৈবেদ্যে তু দুগ্ধপায়সৌ। সভার্য্যরুদ্রায় নমঃ। স্কন্দায়। নন্দীশ্বরায়। মুনয়ে। গোমান্ পুরুষঃ সুরভয়ে নমঃ, এবং ছাগবান্ হুতাশনায় নমঃ, মেষবান্ বরুণায় নমঃ, হস্তিমান্ বিনায়কায় নমঃ, অশ্ববান্ রেবন্তায় নমঃ, সর্ব্বৈরেব নিকুম্ভায় নম ইতি পূজয়েৎ। (১৩) ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদিবিভূতিকামো লক্ষ্মীং পূজয়িষ্যে। ইতি সংকল্প্য, পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্য্যাম্য-সাম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং। গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেনতু।

---

(১৩) অতঃপর আশ্বিন মাসীয় পূর্ণিমায় কোজাগরীলক্ষ্মীপূজাবিধি লিখিত হইতেছে।

পূর্ণিমা প্রদোষারম্ভে পূজক নিজ নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, কুশতিলজল দ্বারা সঙ্কল্প করিবে। অদ্যেত্যাদি দ্বারোর্দ্ধভিত্ত্যাদিদেবতাপ্রীতিকামো দ্বারোর্দ্ধ ভিত্ত্যাদিদেবতাপূজনমহঙ্করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, শালগ্রামে, কিংবা ঘটাদিস্থ জলে, এতৎ পাদ্যং দ্বারোর্দ্ধভিত্ত্যাদিদেবতাভ্যো নমঃ। এইরূপে অর্ঘ্য আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

এই দ্বারোর্দ্ধভিত্তি দেবতার পূজনে পত্র, নৈবেদ্যে ফল, ইহা মাত্র বিশেষ। তৎপর প্রণবাদি নমোস্তু, মন্ত্রে প্রত্যেক নামোল্লেখ পূর্ব্বক হব্যবাহনাদি দেবতা-গণের পূজা করিবে। যথা ওঁ হব্যবাহনায় নমঃ। নৈবেদ্যদান কালে সযবাক্ষ ততণ্ডুলচূর্ণায়তশালিতণ্ডুলাঃ, বলিবে। এই প্রকার পূর্ণেন্দবে নমঃ। নৈবেদ্যে দুগ্ধপায়সৌ। সভার্য্যরুদ্রায় নমঃ। স্কন্দায়, নন্দীশ্বরায়, মুনয়ে, যে সকল ব্যক্তির পালিত পশু আছে, তাহাদের জন্য পৃথক্‌ভাবে, তত্তদ্দেবতার পূজা করিতে হইবে। যথা—গোপালকের সুরভি, ছাগ-পালকের অগ্নিদেব, মেষ-পালকের বরুণ, হস্তিপালকের বিনায়ক, অশ্ব পালকের রেবন্তদেবের পূজা করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন সকলেরই নিকুম্ভের পূজা করিতে হইবে।

পাশেত্যাদি দক্ষিণে, পাশাক্ষমালিকাভ্যাং বামে, পদ্মাঙ্কুশাভ্যাং ভূষিতাং, বামকরে হেমপদ্মং, দক্ষিণকরে বরং দধতীত্যর্থঃ। ইত্যাদিত্যপুরাণীয়ং ধ্যাত্বা, এতৎ পাদ্যং ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এবমর্ঘ্যমাচমনীয়গন্ধাদি, এতে সনারিকেলপৃথুকাঃ, এতৎ পুনরাচমনীয়ং, তাম্বূলং, বস্ত্রং, পুনরাচমনীয়ঞ্চ প্রত্যেকং দদ্যাৎ।

ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যাগতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্তদর্চ্চনাৎ॥

ইতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা, প্রণমেদ্ যথা—

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যা ত্বং পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥ (১৪)
তুলসীঝিণ্টীকাঞ্চনপুষ্পৈর্ন পূজয়েৎ।
ঘণ্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেদিতি বচনাৎ ঘণ্টাং ন বাদয়েৎ॥ (১৫)

---

(১৪) তৎপর পুনঃ সঙ্কল্প করিবে যথা—অদ্যেত্যাদি লক্ষ্মীপ্রীতিপূর্ব্বক বিভূতিকামো লক্ষ্মীপূজনমহঙ্করিষ্যে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ধ্যান করিবে।

ধ্যানান্তে, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এতৎ পাদ্যং ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ইত্যাদিক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা। এতে সনারিকেল পৃথুকাঃ ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ।—পরে পুনরাচমনীয়, তাম্বুলাদি দিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দানান্তে প্রণাম করিবে। যথা তুমি বিশ্বরূপের পত্নী, তুমি পদ্মা, এবং পদ্মালয়া, মঙ্গলদায়িনী, হে দেবি! হে মহালক্ষ্মি! সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার করি।

(১৫) তুলসীপুষ্প, ঝিণ্টী (ঝিকটী) পুষ্প, কাঞ্চন পুষ্প লক্ষ্মীদেবীকে প্রদান করিবে না, অর্থাৎ ঐ সকল পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে না। লক্ষ্মী পূজা-কালীন ঘণ্টাবাদ্য নিষেধ, তাহার ধ্বনিতে লক্ষ্মী দেবী কুপিতা হন।

ততশ্চতুর্দ্দন্তো গজারূঢ়ো বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ।
শচীপতিশ্চ ধ্যাতব্যো নানাভরণভূষিতঃ॥ (১৬)

ইত্যাদিত্যপুরাণীয়ং ধ্যাত্বা, এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ। শতযজ্ঞাধিপো দেবস্তভ্যমিন্দ্রায় বৈ নমঃ॥ ইত্যনেনার্ঘ্যং দদ্যাৎ। এবং পূর্ব্ববদর্ঘ্যাদিনা পূজয়িত্বা, ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে। পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥ (১৭) ইত্যনেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণমেৎ। ততঃ কুবেরমাবাহ্য, এতৎ পাদ্যং ওঁ কুবেরায় নমঃ। এবমর্ঘ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য, ওঁ ধনদায় নমস্তভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ। ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদাম্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥ ইত্যনেন পুষ্পাঞ্জলিনা ত্রিঃ সম্পূজ্য প্রণমেৎ। (১৮) ততো দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রণমেৎ। তদ্দিনে বালবৃদ্ধাতুরৈর্বিনা

---

(১৬) তাহার পর, চতুর্দ্দন্ত হস্তিবাহন, বজ্রহস্ত, পুরন্দর নানাভরণ ভূষিত, শচীপতি ইন্দ্রের ধ্যান করিবে।

(১৭) পরে, পাদ্য জল লইয়া, যে ইন্দ্রদেব তেজদ্বারা দীপ্ত, সকল দেবের অধীশ্বর, বজ্রধারী, মহাবাহু, তাহাকে নিত্য নমস্কার করি, এই মন্ত্রার্থ যুক্ত মন্ত্রদ্বারা, পাদ্যপ্রদান করিবে।

শক্র, সুরপতি, বজ্রহস্ত, মহাবলবিশিষ্ট, শত যজ্ঞের অধিপতি, দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করি। ইদমর্ঘ্যং এই অর্ঘ্য, ইন্দ্রকে প্রদান করিলাম। ইন্দ্রায় নমঃ। এইরূপে আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, দ্বারা পূজা করিয়া, বিচিত্রৈরাবতস্থায় ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা, পুষ্পাঞ্জলিত্রয়, ইন্দ্রকে প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে।

(১৮) পরে কুবেরকে আবাহন করিয়া, পাদ্য, অর্ঘ্যাদি পূর্ব্ববৎ উপচারে পূজা করিয়া, ধনদায় নমস্তভ্যং ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি, কুবেরকে

দিবা ন ভোক্তব্যম্। আমিষমপি ন ভোক্তব্যম্। নারিকেলচিপিটকাদিনা ব্রাহ্মণান্ বন্ধূংশ্চ সন্তোষ্য স্বয়ং চ তদশ্নীয়াৎ। ততশ্চ গন্ধপুষ্পাদ্যলঙ্কৃতো-হক্ষৈঃ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্, পশ্যন্ বা জাগরণং কুর্য্যাদিতি কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাবিধি ॥ (১৯) (কৃত্যতত্ত্বম্)।

অথ দীপান্বিতালক্ষ্মীপূজা বিধিঃ।

ততঃ গৃহমধ্যে উত্তরাভিমুখো লক্ষ্মীং পূজয়েৎ। ততঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা, ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি চ, তিলপুষ্পজলান্যাদায়, ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য, ওমদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রোঽমুকদেবশর্ম্মা পরমবিভূতিলাভ কামো লক্ষ্মীপূজনমহঙ্করিষ্যে। (২০) ইতি সংকল্প্য, শালগ্রামে,

---

প্রদান করিয়া, প্রার্থনা পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। হে কুবের তুমি ধনপ্রদ, এবং নিধিপদ্মাদির অধীশ্বর, তোমার অনুগ্রহে, আমাদের ধন ধান্যাদি সম্পৎ-সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

(১৯) তদনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া প্রণাম করিবে। ঐ দিনে বালক, বৃদ্ধ, আতুর ব্যতীত দিবাতে ভোজন করিবে না। এবং আমিষ (মৎস্যাদির) ও ভোজন নিষিদ্ধ। নারিকেল ও চিপিটকাদি (চিরাদি) দ্বারা, ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, পরে নিজেও তাহাই ভোজন করিবে। তাহার পর, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র মাল্যাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া, অক্ষক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিবে, অথবা ঐ ক্রীড়াদর্শন করতঃ, রাত্রি জাগরণ করিবে।

(২০) দীপান্বিতা, কার্ত্তিকী অমাবস্যাপ্রদোষ সময়ে পূজক নিজ নিত্য ক্রিয়াসমাপনান্তে, পূর্ব্ববৎ আচমন, সূর্য্যার্ঘ্যদান, স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করিয়া

ঘটাদিস্থ জলে বা, ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা, লক্ষ্মীংপূজয়েৎ। (২১) তদ্ যথা ওঁ পাশাক্ষ ইত্যাদিনা ধ্যাত্বা, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্মহালক্ষ্মি! ইহাগচ্ছে-ত্যাবাহ্য, এতৎ পাদ্যং ওঁ লক্ষ্ম্যৈনমঃ। এবমর্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপ-নৈবেদ্যপুনরাচমনীয়তাম্বুলাদি প্রত্যেকং দদ্যাৎ। ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥ ইত্যনেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণমেৎ। ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥ (২২) ততঃ সুখরাত্র্যাঃ প্রদোষে তু কুবেরং পূজয়ন্তি যে ইতি বচনাৎ কুবেরমপি পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ। ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥ ইতি পঠিত্বা, ওঁ কুবেরায় নম ইতি ত্রিঃ পূজয়েৎ। ততো গৃহাদিষু দীপং দদ্যাৎ। তত্র মন্ত্রঃ। (২৩) ওঁ অগ্নির্জ্যোতীরবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈবচ। উত্তমঃ সর্ব্বজ্যোতীনাং দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ততো ব্রাহ্মণান্ বন্ধূংশ্চ ভোজয়িত্বা স্বয়ং ভুঞ্জীত।

সঙ্কল্প করিবেন, অদ্য অমাবস্যা তিথিতে পরম বিভূতি লাভ কামনায় অমুক গোত্র, আমি অমুক দেবশর্ম্মাদি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজা করিব।

(২১) এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, শালগ্রামে, অথবা ঘটাদিস্থ জলে, ভূতশুদ্ধ্যাদি পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মী পূজা করিবে।

(২২) পরে পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ ইত্যাদি ধ্যান করিয়া, পাদ্য, অর্ঘ্যাদি ষোড়শোপচারে, লক্ষ্ম্যৈ-নমঃ মন্ত্রে, পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। নমস্তে সর্ব্ব দেবানাং ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে। (২৩) তাহার পর সুখ রাত্রি প্রদোষেও কুবেরের পূজা করিবে। পূর্ব্ববৎ পূজা বিধান দ্রষ্টব্য। তদনন্তর দীপমালা (বহু প্রদীপ) জ্বালিয়া ঐ সকল দীপগুলি পাত্রে (আধারে) স্থাপন করিয়া ইমে দীপাঃ, ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, বলিয়া প্রোক্ষণ করতঃ অগ্নির্জ্যোতিরিত্যাদি মন্ত্রে নিবেদন করতঃ, দেবগৃহাদি নানাস্থানে ঐ সকল প্রদীপ প্রদান করিবে।

তত্র প্রত্যুষে ভবিষ্যোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্। (২৪) গোরোচনাতিলকধারণং, প্রদীপবন্দনং কৃত্বা, লক্ষ্মীং ত্রিঃ পূজয়েৎ। ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। মহালক্ষ্মি নমস্তুভ্যং সুখরাত্রিং কুরুষ মে॥ বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। সুখরাত্রিপ্রভাতেঽদ্য তন্মেঽলক্ষ্মীর্ব্যপোহতু॥ যা রাত্রিঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা। সংবৎসরপ্রিয়া যা চ সা মমাস্তু সুমঙ্গলা॥ মাতা ত্বং সর্ব্বলোকানাং দেবানাং সৃষ্টিসম্ভবা। আখ্যাতা ভূতলে দেবি সুখরাত্রি নমোঽস্তুতে॥ (২৫) ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইতি ত্রিঃ পূজয়েৎ॥ ইতি সুখরাত্রি পূজাবিধিঃ।

দৈনিকলক্ষ্মীপূজাবিধিঃ।

"ন হরিঃ পদ্ময়া বিনা" ইত্যাদিশাস্ত্রীয়বচনাৎ শালগ্রামশিলাধিকরণক প্রাত্যহিকনারায়ণপূজাবিধৌ শ্রীলক্ষ্মীঃ সমর্চ্চনীয়া। তত্রায়ং বিশেষঃ। প্রথমমাচম্য সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা, স্বস্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচনং বিধায়, গন্ধপুষ্পাদিনা সামান্যতো গণেশাদীন্ দেবান্ সম্পূজ্য তাম্রাদিপাত্রে শালগ্রামশিলাদিনা সহস্রশীর্ষেত্যাদি মন্ত্রেন সংস্নাপ্য, সংপ্রোক্ষ্য, যথাযুক্তাসনে সংস্থাপ্য, পূজামারভেৎ। প্রথমতো গণেশং, ততঃ শিবাদিপঞ্চদেবতাঃ সম্পূজ্য,

---

(২৪) তদনন্তর ব্রাহ্মণ, বন্ধুবান্ধবগণকে পূর্ব্ববৎ সাদরে ভোজন করাইয়া, নিজে ভোজন করিবে। পরে, প্রত্যুষে ভবিষ্যোক্ত কর্ম্মসমাধা করিবে।

(২৫) গোরোচনাতিলক ধারণ পূর্ব্বক, প্রদীপ বন্দনান্তে, পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দ্বারা সম্পূর্ণরূপ লক্ষ্মী পূজা করিয়া, প্রার্থনারূপ মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিয়া এবং প্রণামাদি করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে পূজা সমাপন করিবে। এইরূপ বিধি।

নারায়ণং লক্ষ্মীঞ্চ পূজয়েৎ। গণেশশিবাদিপঞ্চদেবতানামগ্রে পূজাবিধানং যথা—গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং। সম্পূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে॥ গণেশং বিঘ্ননাশায়, নিষ্পাপায় দিবাকরম্‌; বহ্নিং শুদ্ধায়, বিষ্ণুঞ্চ মুক্তয়ে পূজয়েন্নরঃ॥ শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবাঞ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে॥ পূজামাত্রে চ জলশুদ্ধিঃ, আসনশুদ্ধিঃ, সামান্যার্ঘ্যং, ভূত-শুদ্ধ্যাদিকং কার্য্যম্‌। লাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনাঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কৃত্বা লক্ষ্মীং ধ্যায়েদ্‌ যথা—ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজশৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য-মাতরং॥ গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাং। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥ ইতি ধ্যাত্বা, মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য, বিশেষার্ঘ্যং সংস্থাপ্য, ধেনুমুদ্রাদিকং প্রদর্শ্য পুনর্ধ্যাত্বা, শালগ্রামাদৌ পুষ্পং দত্ত্বা, পাদ্যার্ঘ্যাদিনা পূজয়েদ্‌ যথা। এতৎ পাদ্যং ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এবমর্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পশ্বেতচন্দনাক্তশ্বেততুলসী-রক্তানুলেপনাক্তরক্ততুলসীচন্দনবিল্বপত্রধূপদীপনৈবেদ্যপানীয়জলপুনরাচমনীয়-জলতাম্বুলানি দত্ত্বা পুনরঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কৃত্বা মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা। ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥ ইতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা, লক্ষ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিঃ পূজয়েদ্‌ যথা—লক্ষ্মীর্মেধাধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃপ্রভা ধৃতিরিত্যাদি। ততঃ স্তুত্বা প্রণমেৎ ইতি দৈনন্দিনলক্ষ্মীপূজাবিধিঃ।

বিষ্ণুলক্ষ্মী ব্যতিরেকে না থাকায় প্রাত্যহিকনারায়ণপূজাপ্রসঙ্গে শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর ও পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য লক্ষ্মীদেবীর নিত্য পূজা বিধান লিখিত হইল। পূজক প্রথমতঃ নিজ নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি শিবপূজনাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে, শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ দেবগৃহে, ধূপদীপাদি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সূর্য্যার্ঘ্যদানপূর্ব্বক, স্বস্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন পাঠ পূর্ব্বক, সামান্যত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনীয় দেবতার অর্চ্চনা করিয়া, তাম্রাদি পাত্রস্থ শালগ্রামশিলাদিকে, সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ ইত্যাদি

পুরুষ সূক্তাদি দ্বারা স্নান করাইয়া, যথাযুক্ত আসনে স্থাপনপূর্ব্বক পূজারম্ভ করিবে। প্রথমতঃ গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গাদি, পূজা করিয়া, শ্রীনারায়ণ পূজা করিবে। পূজামাত্রেই জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, সামান্যার্ঘ্য, ভূতশুদ্ধ্যাদি কর্ত্তব্য। লক্ষ্মীমন্ত্রের বীজনামাদ্যক্ষরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, করতঃ ধ্যান করিবে। চতুর্ভুজা, পদ্মাসনস্থিতা, ত্রিলোকের মাতা। গৌরবর্ণা, কমনীয়মূর্ত্তি, নানালঙ্কারভূষিত, (পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও বর ধারিণী এইরূপে চতুর্ভুজা) মূর্ত্তিচিন্তা করিয়া, মানসোপচারে পূজা করিবে, পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতঃ ধেনুমুদ্রাদি শঙ্খ, পদ্ম মুদ্রা প্রভৃতি দর্শন করাইয়া, পরমীকরণ মুদ্রাদ্বারা পরম করিয়া শালগ্রামাদিতে পুনর্ধ্যান পুষ্পাদি দিয়া, এতৎপাদ্যং ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এরূপে অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, তুলসী পত্র, বিল্বপত্রাদিদ্বারা, পরে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, পুনরাচমনীয়াদি যথাশক্তি উপচারদ্বারা পূজা করিবে। পরে পুনরায় অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্ম্যাদ্যষ্টশক্তি পূজা করিয়া, স্তবাদি পাঠ করতঃ প্রণাম করিবে। লক্ষ্মীপূজায় তুলসীপুষ্প, ঝিণ্টীপুষ্প, কাঞ্চনপুষ্প প্রদান করিবে না। ঘণ্টাবাদ্যও করিবে না। স্তবানুবাদ যাহা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, পরেও যাহা লিখিত হইয়াছে তদনুসারে, স্তব করিবে। লক্ষ্মীপ্রতিমা মৃণ্ময়ী হইলেও তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা বা প্রথা নাই। ইতি প্রতি দিবসীয় লক্ষ্মীপূজা বিধিঃ॥ মহাদেব বলিলেন, হে ত্রৈলোক্য পূজিতে, বিষ্ণুপ্রিয়ে কমলে দেবি! তুমি কৃষ্ণে যেরূপ নিশ্চলা হইয়া অবস্থান কর আমাতেও সেইরূপ নিশ্চলা হইয়া অবস্থান কর। যিনি লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিয়া ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মীঃ, চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পৎ, সৃষ্টিঃ, শ্রীঃ, শঙ্খধারিণী এই দ্বাদশটি নাম পাঠ করিবেন, তাঁহার (গৃহে) পুত্রকলত্রাদি সহিত লক্ষ্মীদেবী স্থিরা হইবেন।

লক্ষ্মীস্তোত্রম্।

ঈশ্বর উবাচ।

ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পৎ সৃষ্টিঃ শ্রীঃ শঙ্খধারিণী॥
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥

(তন্ত্রসারঃ)

ব্রহ্মাকৃতলক্ষ্মীস্তব।

ঈশ্বরীং জগতাং দ্রষ্টুং সুভদ্রাস্যন্দনং যযৌ॥ ১
জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
কার্য্যকারণকর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোঽস্তুতে॥ ২॥
সর্ব্বস্য হৃদিসংবিষ্টে জ্ঞানমোহাত্মিকে সদা।
কৈবল্যসুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্॥ ৩॥
দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসনসংস্থাসি বিষ্ণুভাবানুসারিণি॥ ৪॥

ত্বমেব লক্ষ্মীর্গৌরী চ সতী কাত্যায়নী তথা।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ॥ ৫ ॥
তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্তু শক্তিমান্।
জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িনি
ভদ্রাভদ্রস্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তুতে ॥ ৬ ॥
ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণোহি সঃ।
স্ত্রীরূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুংরূপো জগদীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥
যুবয়োর্ন হি ভেদোঽস্তি নাস্ত্যন্যং পরমেবহি।
যথা বয়ং নিযুক্তা হি ত্বয়া বৈষ্ণবমায়য়া।
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি ॥ ৮ ॥
বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ।
সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী ॥ ৯ ॥
ত্রাহি পাদাব্জলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গবিলোকনৈঃ ॥ ১০
স্তুত্বেত্থং ভদ্ররূপাং তাং তৎসমীপে স্থিতং রথে ॥
চক্রং সুদর্শনং বিক্রোশচতুর্থবপ্রাস্থিতম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্তুতিমুদাহরৎ ॥ ১১ ॥

(স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যম্)

লক্ষ্মীস্তোত্রম্।

ওঁ নমো মহালক্ষ্ম্যৈ।

ইন্দ্র উবাচ।

নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।
কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সারায়ৈ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ॥ ১
পদ্মপত্রেক্ষণায়ৈ চ পদ্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ।
পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ॥ ২
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপায়ৈ সর্ব্বদাত্র্যৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ॥ ৩
হরিভক্তিপ্রদাত্র্যৈ চ হর্ষদায়ৈ নমো নমঃ।
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ কৃষ্ণেশায়ৈ নমো নমঃ॥ ৪
চন্দ্রশোভাস্বরূপায়ৈ রত্নপদ্মে চ শোভনে।
সম্পদধিষ্ঠাত্রীদেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৫

হে কমলবাসিনি লক্ষ্মীদেবি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! হে সারে! হে পদ্মে! তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মপত্র লোচনে! হে পদ্মমুখী! তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মাসনে! হে পদ্মিনি! হে বৈষ্ণবি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বসম্পৎস্বরূপে! হে সর্ব্বদাত্রি! তোমাকে নমস্কার। হে সুখদে! হে মোক্ষদে! হে সিদ্ধিদে! তোমাকে নমস্কার। হে হরিভক্তিপ্রদায়িনি! হে হর্ষদে! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতে! হে কৃষ্ণেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। হে চন্দ্রশোভাস্বরূপে! হে রত্নপদ্মে! হে শোভনে! হে সম্পদধিষ্ঠাত্রীদেবি! হে মহাদেবি! তোমাকে নমস্কার। (১—৫)

শস্যাধিষ্ঠাত্রীদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নম নমঃ।
নমো বুদ্ধিস্বরূপায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৬
বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মীর্লক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদসাগরে।
স্বর্গলক্ষ্মীরিন্দ্রগেহে রাজলক্ষ্মীর্নৃপালয়ে ॥ ৭
গৃহলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাং গেহে চ গৃহদেবতা।
সুরভী সা গবাং মাতা দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী ॥ ৮
অদিতির্দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়ে।
স্বাহা ত্বঞ্চ হবির্দানে কব্যদানে স্বধা স্মৃতা ॥ ৯
ত্বং সহিষ্ণুস্বরূপা চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং নারায়ণপরায়ণা ॥ ১০
ক্রোধহিংসাবর্জ্জিতা চ বরদা চ শুভাননা।
পরমার্থপ্রদা ত্বঞ্চ হরিদাস্যপ্রদা পরা ॥ ১১
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং ভস্মীভূতমসারকম্।
জীবন্মৃতঞ্চ বিশ্বঞ্চ শবতুল্যং যয়া বিনা ॥ ১২

হে শস্যাধিষ্ঠাত্রীদেবি! হে শস্যস্বরূপিণি! তোমাকে নমস্কার। হে বুদ্ধিস্বরূপে! হে জ্ঞানদায়িনি! তোমাকে নমস্কার। যিনি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, ক্ষীরোদসাগরে লক্ষ্মী ইন্দ্রের গৃহে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী, গৃহীদিগের গৃহলক্ষ্মী এবং গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন তিনিই গো-মাতা সুরভী, তিনিই দক্ষিণা তিনিই যজ্ঞকামিনী। তুমি দেবমাতা অদিতি, কমলালয়ে কমলা, যজ্ঞে তুমি স্বাহাস্বরূপিণী, পিতৃ যজ্ঞে তুমি স্বধাস্বরূপিণী। তুমি সহনশক্তিস্বরূপা, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপা পৃথিবী, তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, তুমিই নারায়ণের পরমাশ্রয়স্বরূপা; তুমি ক্রোধহিংসারহিতা, বরদায়িনী এবং শুভাননা। তুমি মোক্ষদায়িনী এবং শ্রীহরিতে দাস্যভক্তি প্রদান করিতে সমর্থা এবং উৎকৃষ্টা। (৬—১১)

যে লক্ষ্মীদেবীব্যতীত সমস্ত জগৎ সারহীন, ভস্মপ্রায় জীবন্মৃত এবং

সর্ব্বেষাঞ্চ পরা মাতা সর্ব্ববান্ধবরূপিণী।
যয়া বিনা ন সম্ভাষ্যো বান্ধবো বান্ধবৈঃ সদা ॥ ১৩
ত্বয়া হীনো বন্ধুহীনস্ত্বয়া যুক্তঃ সবান্ধবঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্বঞ্চ কারণরূপিনী ॥ ১৪।
যথা ত্বং সর্ব্বদা মাতা সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিশ্বতঃ।
মাতৃহীনঃস্তনান্ধশ্চ স চেৎ জীবতি দৈবতঃ ॥ ১৫
ত্বয়া হীনো জনঃ কোঽপি ন জীবত্যেব নিশ্চিতম্।
সুপ্রসন্নস্বরূপা ত্বং মাং প্রসন্না ভবাম্বিকে ॥ ১৬
বৈরিগ্রস্তঞ্চ বিষয়ং দেহি মহ্যং সনাতনি।
বয়ং যাবৎ ত্বয়া হীনা বন্ধুহীনাশ্চ ভিক্ষুকাঃ ॥
সর্ব্বসম্পদ্বিহীনাশ্চ তাবদেব হরিপ্রিয়ে ॥ ১৭
রাজ্যং দেহি শ্রিয়ং দেহি বলং দেহি সুরেশ্বরি ॥ ১৮

শবতুল্য, সেই তুমি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা মাতা এবং সকলের বান্ধবরূপিণী। যে লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত বান্ধবগণকর্ত্তৃক বান্ধব বান্ধবরূপে সর্ব্বদা সম্ভাষিত হয় না, তোমা ব্যতীত যে লোক বন্ধুহীন হয় সেই আবার তোমার আশ্রয় লাভ করিলে বন্ধুযুক্ত হয়। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের কারণরূপিণী। মাতৃহীন এবং স্তনান্ধ শিশু দৈবাৎ জীবিত থাকিলেও তোমা বিনা কেহই ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না যেহেতু সমস্ত বিশ্বে, সকল সময়ে তুমিই সকলের মাতা। তুমি সুপ্রসন্নস্বরূপা; তুমি আমার উপর প্রসন্না হও। হে সনাতনি! আমার যে সম্পৎ শত্রুহস্তগত হইয়াছে তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর। অয়ি হরিপ্রিয়ে! আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমা ছাড়া থাকি ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমরা বন্ধুহীন, ভিক্ষুক এবং সর্ব্বসম্পৎ-বিহীন থাকি। (১২—১৭)

হে সুরেশ্বরি! হে হরিপ্রিয়ে! তুমি আমাকে রাজ্য দেও, সম্পৎ দেও,

কীর্ত্তিং দেহি ধনং দেহি যশো মহ্যঞ্চ দেহি মে।
কামং দেহি মতিং দেহি ভোগান্ দেহি হরিপ্রিয়ে ॥ ১৯
জ্ঞানং দেহি চ ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতম্।
প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ ॥
জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্যমেব চ ॥ ২০
ইত্যুক্ত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
প্রণনাম সাশ্রুনেত্রো মূর্দ্ধ্না চৈব পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
ব্রহ্মা চ শঙ্করশ্চৈব শেষো ধর্ম্মশ্চ কেশবঃ।
সর্ব্বে চক্রুঃ পরীহারং সুরার্থে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২২
দেবেভ্যশ্চ বরং দত্ত্বা পুষ্পমালাং মনোহরাং।
কেশবায় দদৌ লক্ষ্মীঃ সন্তুষ্টা সুরসংসদি ॥ ২৩
যযৌ দেবাশ্চ সন্তুষ্টাঃ স্বং স্বং স্থানঞ্চ নারদ।
দেবী যযৌ হরেঃ ক্রোড়ং হৃষ্টা ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ ২৪

বল, কীর্ত্তি, ধন, যশ, কাম, বুদ্ধি, ভোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সমস্ত সৌভাগ্য, অভিলষিত বস্তু, প্রভাব, প্রতাপ, সমস্ত বিষয়ে অধিকার যুদ্ধে জয় এবং পরাক্রম এবং পরম ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। এই বলিয়া মহেন্দ্র সমস্ত দেবতাগণের সহিত সজল নয়নে এবং অবনত মস্তকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা, শঙ্কর, অনন্ত, ধর্ম্মরাজ যম এবং কেশব সকলেই দেবগণের হিতার্থে লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্টা হইয়া দেবসভায় দেবগণকে বরদান করিয়া কেশবকে মনোহর পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। (১৮—২৩)

হে নারদ! অতঃপর দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মীদেবীও আনন্দিতা হইয়া ক্ষীরোদসাগরশায়ী শ্রীহরির ক্রোড়দেশ আশ্রয় করিলেন। হে নারদ! অতঃপর

যযতুশ্চৈব স্বগৃহং ব্রহ্মেশানৌ চ নারদ।
দত্ত্বা শুভাশিষং তৌ চ দেবেভ্যঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্॥ ২৫
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
কুবেরতুল্যঃ স ভবেদ্রাজরাজেশ্বরো মহান্॥ ২৬
সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেৎ সোঽপি কল্পতরুর্নরঃ।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥ ২৭
সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেন্মাসমেকঞ্চ সংযতঃ।
মহাসুখী চ রাজেন্দ্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মহালক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ব্রহ্মা এবং শিব স্নেহপূর্ব্বক দেবতাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক নিজ নিজ ধামে প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি এইমহাপুণ্যপ্রদ লক্ষ্মীস্তব প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে পাঠ করেন তিনি কুবেরতুল্য ধনী এবং মহারাজরাজেশ্বর হন। এই সিদ্ধস্তোত্র যিনি পাঠ করেন তিনি কল্পবৃক্ষ তুল্য হন অর্থাৎ তাহার নিকট যে যাহাই প্রার্থনা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। পঞ্চলক্ষবার লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করিলে মানুষের এই স্তবোক্ত ফল ও সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে একমাস কাল প্রতিনিয়ত এই সিদ্ধ স্তোত্র পাঠ করে, সে নিঃসংশয়ে মহাসুখী এবং রাজচক্রবর্ত্তী হয়। (২৪—২৮)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্তমহালক্ষ্মীস্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

সমাপ্ত হইল।

লক্ষ্মীচরিত্রম্ ।

শ্রীসূত উবাচ ।

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি কেশবঃ ।
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা ॥ ১

শ্রীরুবাচ ।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিনী যত্র চোজ্জ্বলা ।
অকলহা বসতি যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্ ॥ ২
ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলা রজতোপমাঃ ।
অন্নঞ্চৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্ ॥ ৩
যঃ সংবিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ ।
অল্পপ্রলাপী নচ দীর্ঘসূত্রী তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৪
যো ধর্ম্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী ।
অগর্ব্বিতো যশ্চ জনানুরাগী তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৫

সূত কহিলেন, কেশব মেরুপৃষ্ঠে সুখে উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবি! তুমি কি উপায়ে নরপতিদিগের (গৃহে) নিশ্চলা হইয়া থাক? শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী কহিলেন,—যেখানে শুক্ল পারাবত, উজ্জ্বলা এবং কলহহীনা গৃহিণী বাস করে, হে কৃষ্ণ! আমি তথায় বাস করি। যেখানে সুবর্ণতুল্য ধান্য, রৌপ্যতুল্য তণ্ডুল এবং তুষহীন অন্ন থাকে, হে কৃষ্ণ! আমি তথায় বাস করি। যিনি খাদ্যাদি ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী সকলকে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া দেন, যিনি প্রিয় কথা বলেন, বৃদ্ধদিগের সেবা করেন, যিনি দেখিতে সুন্দর, অল্প কথা বলেন এবং দীর্ঘসূত্রী নহেন, সেই পুরুষের হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকি। (১—৪)

যিনি ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যাবিনীত, যিনি পরকে ক্লেশ দেন না যিনি

চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে পুষ্পং প্রাপ্য ন জিঘ্রতি।
যো ন পশ্যেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়তং স চ মে প্রিয়ঃ॥ ৬
ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ যত্র এতে মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ৭
সর্ব্বলক্ষণমধ্যে তু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে।
কালে দেশে চ পাত্রে চ স চ ত্যাগঃ প্রশস্যতে॥ ৮
নিত্যমামলকে লক্ষ্মীর্নিত্যং বসতি গোময়ে।
নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মে চ নিত্যং শ্রীঃ শুক্লবাসসি॥ ৯
বসামি পদ্মোৎপলশঙ্খমধ্যে বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ।
নারায়ণে চৈব বসুন্ধরায়াং বসামি নিত্যোৎসবমন্দিরেষু॥ ১০
যথোপদিষ্টা গুরুভক্তিযুক্তা পত্যুর্বচো নাক্রমতে চ নিত্যম্।
নিত্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে পতিভুক্তশেষং তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি॥ ১১

নিরহঙ্কার এবং লোকপ্রিয়, সেই পুরুষের হৃদয়ে আমি সতত অবস্থান করি! যিনি বহুসময় ব্যাপিয়া স্নান করেন, কিন্তু দ্রুত ভোজন করেন, পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করেন না, উলঙ্গিনী রমণীকে দর্শন করেন না তিনি সর্ব্বদা আমার প্রিয়। যেখানে ত্যাগ, সত্য এবং শৌচ এই মহান্ গুণ সকল থাকে, (তথা হইতে) যিনি এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হন সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়। সকল গুণের মধ্যে ত্যাগই প্রধান। সেই ত্যাগ দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে প্রশস্ত হইয়া থাকে। কথিত হয়, আমলকী ফলে, গোময়ে, শঙ্খে, পদ্মে এবং শুক্ল বস্ত্রে লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। (৫—৯)

আমি স্থলপদ্মে, জলপদ্মে, শঙ্খমধ্যে, চন্দ্রে, মহেশ্বরে, নারায়ণে, পৃথিবীতে এবং যে সকল মন্দিরে নিত্য উৎসব হয় তথায় বাস করিয়া থাকি। যে নারী গুরুজনের উপদেশমতে চলে, গুরুভক্তিযুক্তা

তুষ্টা চ ধীরা প্রিয়বাদিনী চ সৌভাগ্যযুক্তা চ সুশোভনা চ।
লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা পতিব্রতা যা চ বসামি তাসু॥ ১২
শ্যামা মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা।
গভীরনাভিঃ সমদন্তপঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি॥ ১৩
যা পাপরক্তা পিশুনস্বভাবা স্বাধীনকান্তং পরিভূয়তে চ।
অমর্ষকামা কুচরিত্রশীলা তামঙ্গনাং প্রেতমুখাং ত্যজামি॥ ১৪
পুষ্পং পর্য্যুষিতং পূতিং শয়নং বহুভিঃ সহ।
ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৫
চিতাঙ্গারকমস্থীনি বহ্নিং ভস্ম দ্বিজঞ্চ গাং।
ন পাদেন স্পৃশেৎ পাদং কার্পাসাস্থি তুষং গুরুম্॥ ১৬

যিনি পতিবাক্য কখনও লঙ্ঘন করেন না, প্রত্যহ পতির ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন, আমি তাঁহার শরীরে সর্ব্বদা বাস করি। যিনি সন্তুষ্টচিত্তা, ধীরা, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যযুক্তা, পরমা সুন্দরী, লাবণ্যযুক্তা, প্রিয়দর্শনা এবং পতিব্রতা এবম্বিধ নারীগণের হৃদয়ে আমি অবস্থান করি। যে নারীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, নয়ন হরিণের ন্যায়, মধ্যভাগ কৃশ, ভ্রূযুগল সুন্দর, যিনি সুকেশী, সুন্দরগমনকারিণী এবং স্বভাবমনোহরা, যাঁহার নাভি গভীর, দন্তপংক্তি-সমান তাঁহার শরীরে আমি সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি। যে নারী পাপে আসক্তা, খলস্বভাবা, স্বামীকে নিজের অধীনে রাখিয়া অভিভূত করে, কোপনস্বভাবা এবং দুশ্চরিত্রা, প্রেতমুখী সেই নারীকে আমি ত্যাগ করি। পূর্ব্বদিনে আনীত (বাসী) এবং দুর্গন্ধ ফুল, বহু ব্যক্তির সহিত শয়ন, ভগ্ন আসন এবং দুষ্টা নারীকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। (১০—১৫)

চিতার অঙ্গার, অস্থি, অগ্নি এবং ভস্ম, ব্রাহ্মণ, গাভী, কার্পাসাস্থি তুষ, এবং গুরুজনকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করিবে না এবং এক পা অন্য পা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে না। নখ এবং কেশদ্বারা স্পৃষ্ট জল, পর্ব্বদিনে, (চতুর্দ্দশী,

নখকেশোদকঞ্চৈব মৈথুনং পর্ব্বসন্ধ্যয়োঃ।
বর্জ্জয়েন্নগ্নশায়িত্বমেকাকী মিষ্টভোজনম্॥ ১৭
শিরঃ সপুষ্পং চরণৌ সুপূজিতৌ নিজাঙ্গনাসেবনমল্পভোজনম্।
অনগ্নশায়িত্বমপর্ব্বমৈথুনং চিরপ্রণষ্টাংশ্রিয়মানয়ন্তি ষট্॥ ১৮
সম্মার্জ্জনীরজোবাতং নিগুণ্ডীংলকুচং তথা।
রাত্রৌ বিল্বপনসঞ্চ কপিত্থং বর্জ্জয়েদ্ দধি॥ ১৯
স্বগাত্রাসনয়োর্বাদ্যমপূজাং মূর্দ্ধপাদয়োঃ।
উচ্ছিষ্টস্পর্শনং মূর্দ্ধ্নি স্নানাভ্যঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ২০
শয়নঞ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা।
ম্লানাম্বরং কুবেশঞ্চ বর্জ্জয়েৎ শুষ্কভোজনম্॥ ২১
পরেণোদ্বর্ত্তিতং বক্ষঃ স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণম্।
আলস্যমবসাদঞ্চ ন কুর্য্যাল্লোষ্ট্রমর্দ্দনম্॥ ২২

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী এবং সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্বে) সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে স্ত্রীসহবাস, উলঙ্গ হইয়া শয়ন, একাকী (অপরকে না দিয়া) মিষ্ট দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। পুষ্পযুক্ত মস্তক, প্রক্ষালিত পদদ্বয়, স্বকীয় স্ত্রীর সহিত যথাবিধি সহবাস, অল্পাহার, উলঙ্গ না হইয়া শয়ন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পর্ব্বদিন বাদ দিয়া স্ত্রী সহবাস করা এই ছয়টি আচরণে বহুদিন যাবৎ নষ্ট সম্পৎ পুনরানয়ন করিয়া থাকে। সর্ম্মার্জ্জনীর (ঝাটার) ধূলি সংলগ্ন বায়ু, নিসিন্দা, লকুচ (ডউয়া ফল বিশেষ) এবং রাত্রিতে বিল্বফল, কাঠাল, কদ্বেল এবং দধি বর্জ্জন করিবে। নিজের শরীর এবং আসন বাজাইবে না, পা, এবং মাথা অপরিস্কৃত রাখিবে না। মস্তকে উচ্ছিষ্ট লাগাইবে না এবং স্নানের পর তৈল মর্দ্দন করিবে না। অন্ধকারে শয়ন, দিনে রাত্রিবাস পরিধান, মলিন বস্ত্র এবং কুবেশ পরিধানএবং শুষ্ক সামগ্রী ভোজন পরিত্যাগ করিবে। (১৬—২১)

অন্যের দ্বারা নিজের বক্ষে তৈল মর্দ্দন করাইবেনা, পুষ্পমাল্য স্বয়ং গাথিয়া

শুক্রবারে চ তৈলস্য শ্রীভ্রষ্টং স্পর্শনেন চ।
স্বয়ং বামেন মূর্দ্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ॥ ২৩
তারকাঃ পুষ্পবন্তৌ চ ন পশ্যেদশুচিঃ পুমান্।
নেক্ষেদ্‌গুহ্যং পরস্ত্রীণাং নাস্তং যান্তং দিবাকরম্॥ ২৪
কুর্য্যান্নান্যধনাকাঙ্ক্ষাং পরস্ত্রীণাং তথৈব চ।
পরেষাং প্রতিকূলঞ্চ উদিতার্কে প্রবোধনম্॥ ২৫
নখকণ্টকরক্তৈশ্চ মৃত্তিকাঙ্গারবারিভিঃ।
বৃথা বিলেখনং ভূমৌ ন কুর্য্যান্মম কাঙ্ক্ষয়া॥ ২৬
স্বয়ং দোহং স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনম্।
নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্॥ ২৭
ন নিন্দাং গণকে বিপ্রে পাদয়োর্নর্ত্তনং তথা।
প্রতিকূলং চরেৎ স্ত্রীণাং ভুক্ত্বা চ দন্তধাবনম্॥ ২৮

গলায় পরিবে না, আলস্য, অবসাদ এবং লোষ্ট্র মর্দ্দন পরিত্যাগ করিবে। শুক্রবারে তৈল মর্দ্দন করিলে শ্রীহীন হয়। বামহস্তদ্বারা নিজের মস্তক স্পর্শ করিবে না। অপবিত্র অবস্থায় নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্য্য দর্শন করিবে না। পরস্ত্রীদিগের (গুপ্তস্থান) এবং অস্তগামী সূর্য্যকে দর্শন করিবে না। অপরের ধনে অযথা অভিলাষ করিবে না এবং পরস্ত্রীকে কামনা করিবে না। আমাকে যাঁহারা পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পরের অপকার, সূর্য্যোদয়ের পরে শয়ান থাকিবে না এবং ভূমিতে নখ, কণ্টক, রক্ত, মৃত্তিকা, অঙ্গার এবং জলের দ্বারা বৃথা লিখিবে না। নিজে নিজের গো-দোহন করিবে না, নিজে নিজের গলাতে দেওয়ার মালা গাথিবে না, নিজে চন্দন ঘসিয়া নিজের গাত্রে প্রদান করিবে না, নাপিতের বাড়ী গিয়া তাহার গৃহে বসিয়া ক্ষৌর কর্ম্ম করিবে না। এই সমস্ত নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিরও সম্পৎ বিনষ্ট হয়। (২২—২৭)

দৈবজ্ঞ (জ্যোতিষগণনাকারী) বিপ্রকে নিন্দা করিবে না. পা নাচাইবে

অঘৃতং মাংসসূপঞ্চ নগ্নাঞ্চৈব স্ত্রিয়ং তথা।
ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্॥ ২৯
মন্ত্রৈরযুক্তঃ পরদারসেবী আচারহীনঃ পরসেবকশ্চ।
সঙ্কীর্ণচারী পরিবাদশীলস্তং নিষ্ঠুরং দম্ভময়ং ত্যজামি॥ ৩০
শয়নঞ্চার্দ্রপাদেন রাত্রিবাসো দিনে তথা।
নোত্তরীয়মধঃ কুর্য্যাৎ শুষ্কপাদেন ভোজনম্॥ ৩১
অশুচিম্লানবস্ত্রাঞ্চ দুর্গন্ধামসুখাবহাম্।
অভূষণামপুষ্পাঞ্চ ন কুর্য্যাদাত্মনস্তনুম্॥ ৩২
কর্ণে চ বদনে ঘ্রাণে তথা করতলেঽপি চ।
পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন কুর্য্যাদনুলেপনম্॥ ৩৩
চক্ষুর্লগ্নে হতং শ্রেয়ো মুখলগ্নে ধনক্ষয়ঃ।
দরিদ্রঃ কর্ণলগ্নে চ পাদপৃষ্ঠে তথায়ুষঃ॥ ৩৪

না, স্ত্রীলোকের প্রতি শক্রতাচরণ করিবে না এবং ভোজনের পর দন্তধাবন করিবে না। ঘৃতহীন মাংস এবং সূপ (ডাইল) ভোজন করিলে, উলঙ্গিনী স্ত্রীকে দর্শন করিলে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিরও সম্পৎ নষ্ট হয়। যে দীক্ষাবিহীন এবং সৎপরামর্শ গ্রহণ করে না, যে পরস্ত্রীর সহিত পত্নীবৎ ব্যবহার করে, তাহাকে এবং আচারহীন, পরাধীন, ক্ষুদ্রহৃদয়, নিন্দুক, নিষ্ঠুর এবং অহঙ্কারী ব্যক্তিকে আমি পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আর্দ্র (ভিজা) পাদে শয়ন, দিনে রাত্রিবাস পরিধান এবং উত্তরীয় পরিধান, শুষ্কপাদে ভোজন করিবে না। অপবিত্র এবং মলিন বস্ত্রদ্বারা নিজের শরীর আচ্ছন্ন করিবে না, দুর্গন্ধ ও ক্লেশযুক্ত রাখিবে না এবং ভূষণ ও পুষ্পহীন রাখিবে না। কর্ণে, মুখে, নাসিকায়, হস্ততলে, পাদদেশে, পৃষ্ঠে এবং নেত্রে বিশেষ কারণ ভিন্ন অনুলেপন (চন্দনাদি সুগন্ধদ্রব্য) লেপন করিবে না। (২৮—৩৩)

পূর্ব্বলিখিত চন্দনাদি চক্ষুতে লেপন করিলে অমঙ্গল হয়, মুখে লেপন করিলে

গন্ধং পুষ্পং ফলং তোয়ং রত্নঞ্চৈব মহৌষধিম্।
গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জ্জয়েন্ন কদাচন ॥ ৩৫
অজরজঃ খররজস্তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ।
স্ত্রীণাং পদরজো রাজন্ শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্ ॥ ৩৬
কুচেলিনং দন্তমলপ্রধারিণং মহাশঠং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণম্।
সূর্য্যোদয়ে চাস্তমিতে তু শায়িনং বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনম্ ॥ ৩৭
নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পশৌচম্।
একাঙ্গে তৈলহীনং বসনমলিনতাঽবন্ধনং মূর্দ্ধজানাম্ ॥ ৩৮
দ্বে সন্ধে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ।
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্ ॥ ৩৯

ধনক্ষয় হয়, কর্ণে লেপন করিলে দরিদ্র হয় এবং পাদদেশে ও পৃষ্ঠদেশে লেপন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

গন্ধ, পুষ্প, ফল, জল, রত্ন, মহৌষধি ও নূতন বস্ত্র কেহ প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় ফিরাইয়া দিবে না। হে রাজন্! ছাগলের, গর্দ্দভের এবং অসৎ স্ত্রীলোকের পায়ের ধূলি এবং ঝাটার ধূলি ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিরও সম্পৎ নষ্ট করে। যে ব্যক্তি অপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে, দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করে না, যে ব্যক্তি মহাবঞ্চক, নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করে এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শয়ন করিয়া থাকে সে সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য হইলেও লক্ষ্মীদেবী তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে বৃথা নিত্য তৃণাদির ছেদন, ভূমিতে নখদ্বারা রেখা দেওয়া বা লিখা, পদদ্বয় বিশেষভাবে ধৌত না করা, শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ তৈলহীন রাখা, বস্ত্রের মলিনতা, কেশবন্ধন না করা, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে নিদ্রা, উলঙ্গ হইয়া শয়ন, অতিশয় ভোজন এবং অতিরিক্ত হাস্য করা, নিজের শরীর এবং বসিবার আসন বাজাইলে কুবের এবং বিষ্ণুতুল্য ব্যক্তিরও সম্পৎ নষ্ট হয়। (৩৪—৩৯)

এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশব।
তুষ্টা ভবামি তস্যাহং ত্বয্যেষা নিশ্চলা যথা॥ ৪০
শ্রীভাষিতমিদং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
তদ্‌গৃহং বিপুলং রম্যং নিত্যং ভবতি নান্যথা॥ ৪১
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ৪২

ইতি স্কন্দপুরাণে লক্ষ্মীকেশবসংবাদে লক্ষ্মীচরিত্রং সমাপ্তম।

হে কেশব! যে ব্যক্তি আমার কথিত এই সকল নিয়ম নিত্য যথাযথ পালন করে, আমি তোমাতে যেরূপ নিশ্চলা হইয়া আছি তাহাতেও সেইরূপ সন্তুষ্টচিত্তে নিশ্চলা হইয়া থাকিব। যে ব্যক্তি লক্ষ্মীকথিত এই স্তোত্র প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে, তাঁহার গৃহ নিত্য অতি রমণীয় হইয়া থাকে ইহার অন্যথা নাই। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, সংসারবদ্ধ ব্যক্তি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং তাঁহার বিপদ্ সমূহ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ (৪০—৪২)

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীচরিত্রের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

(☞ সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদের স্থানে স্থানে অর্থবোধের কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ হইলে, পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, কারণ পুরাণ হইতে মূল শ্লোক উদ্ধৃত ও তাহার অনুবাদপ্রদানকার্য্যে, সঙ্কলয়িতাকে অন্যের সম্পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।)

লক্ষ্যা অগম্যগৃহাণি যথা—

যং যং রুষ্টো গুরুর্দেবো মাতা তাতশ্চ বান্ধবঃ।
অতিথিঃ পিতৃলোকাশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্॥ ১
মিথ্যাবাদী চ যঃ শশ্বন্নাস্তীতি বাচকঃ সদা।
সত্ত্বহীনশ্চ দুঃশীলো ন গেহং তস্য যাম্যহম্॥ ২
সত্যহীনঃ স্থাপ্যহারী মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ।
বিশ্বাসঘ্নঃ কৃতঘ্নো যো ন যামি তস্য মন্দিরম্॥ ৩
চিন্তাগ্রস্তো ভয়গ্রস্তঃ শত্রুগ্রস্তোঽতিপাতকী।
ঋণগ্রস্তোঽতিকৃপণো ন গেহং যামি পাপিনাম্॥ ৪
দীক্ষাহীনশ্চ শোকার্ত্তো মন্দধীঃ স্ত্রীজিতঃ সদা।
পুংশ্চলীপতিপুত্রৌ যৌ তদ্গেহং নৈব যাম্যহম্॥ ৫
পুংশ্চল্যন্নঞ্চাবীরান্নং যো ভুঙ্ক্তে কামতঃ সদা।
শূদ্রান্নভোজী তদ্যাজী তদ্গেহং নৈব যাম্যহম্॥ ৬

যাহার প্রতি গুরু, দেবতা, মাতা, পিতা, বান্ধব, অতিথি এবং পিতৃগণ রুষ্ট থাকেন আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলে, আর "আমার গৃহে দিবার উপযুক্ত কিছুই নাই" সর্ব্বদা এইরূপ বলে, যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও দুষ্টস্বভাব আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি সত্যহীন, অপরের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, বিশ্বাসঘাতক এবং পরের উপকার স্বীকার করে না আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি সদা চিন্তাকুল, ভীত, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত এবং ঋণগ্রস্ত এবং কৃপণ সেই অতি পাতকীদিগের গৃহে আমি যাই না। যে ব্যক্তি দীক্ষাহীন, শোকার্ত্ত, দুষ্টবুদ্ধি, সদা স্ত্রীর বশীভুত, কুলটার স্বামী কিংবা কুলটার পুত্র এইরূপ ব্যক্তির গৃহেও আমি যাই না। ১—৫

কুলটা এবং পতিপুত্রহীনার অন্ন যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করে এবং

যো দুর্ব্বাক্ কলহাবিষ্টঃ কলিঃশশ্বদথালয়ে।
স্ত্রী প্রধানা গৃহে যস্য ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৭
যত্র নাস্তি হরেঃ পূজা তদীয়গুণকীর্ত্তনম্।
নোৎসুকশ্চ প্রশংসায়াং ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৮
কন্যান্নবেদবিক্রেতা নরঘাতী চ হিংসকঃ।
নরকাগারসদৃশং ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৯
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং সুরস্য চ।
যো হরেদ্দানহীনশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১০
যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং মূঢ়ধীঃ কুরুতে শঠঃ।
স পাপী পুণ্যহীনশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১১
মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুঞ্চ তম্।
অনাথাং ভগিনীং কন্যামনন্যাশ্রয়বান্ধবান্ ॥ ১২

যে ব্যক্তি শূদ্রান্ন ভোজন করে, এবং শূদ্রের পৌরোহিত্য কার্য্য করে আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করে, কলহপ্রিয়, যে পাপিষ্ঠের গৃহে কলি নিত্য বাস করে, এবং যে গৃহে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য সেরূপ গৃহস্থের গৃহে আমি যাই না। যেখানে হরির পূজা এবং তদীয় গুণকীর্ত্তন হয় না এবং গৃহকর্ত্তা তাঁহার প্রশংসায় উৎসুক হয় না, আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি কন্যা, অন্ন এবং বেদ বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি নরহত্যাকারী এবং হিংসক তাহার নরকাগারতুল্য গৃহে আমি যাই না। যে ব্যক্তি দানহীন এবং নিজপ্রদত্ত কিংবা পরপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তর সম্পত্তি হরণ করে আমি তাহার গৃহে যাই না। (৬—১০)

যে মূর্খ এবং প্রতারক দক্ষিণাহীন কর্ম্ম করে সে পাপী এবং পুণ্যহীন ; আমি তাহার গৃহে যাই না। হে মুনিগণের আরাধ্যদেব ! যে ব্যক্তি কার্পণ্যবশতঃ মাতা, পিতা, স্ত্রী, গুরুপত্নী, গুরু, অনাথা ভগিনী, কন্যা এবং নিরাশ্রয় বান্ধব-

কার্পণ্যাদ্ যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা।
তদ্‌গৃহান্ নরকাকারান্ ন যামি তান্ মুনীশ্বরঃ ॥ ১৩
মূত্রং পুরীষমুৎসৃজ্য যস্তৎ পশ্যতি মন্দধীঃ।
যঃ শেতে স্নিগ্ধপাদেন ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১৪
অধৌতপাদশায়ী যো নগ্নঃ শেতেঽতিনিদ্রিতঃ।
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১৫
মূর্দ্ধ্নি তৈলং পুরো দত্বা যোঽন্যদঙ্গমুপস্পৃশেৎ।
দদাতি পশ্চাদ্ গাত্রে বা ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১৬
দত্বা তৈলং মূর্দ্ধ্নি গাত্রে বিন্মূত্রং যঃ সমুৎসৃজেৎ।
প্রণমেদাহরেৎ পুষ্পং ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১৭
তৃণং ছিনত্তি নখৈর্ন খরৈর্বিলিখেন্মহীম্।
গাত্রে পাদে মলং যস্য ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১৮
দশনং বসনং যস্য সমলং রুক্ষমস্তকম্।
বিকৃতৌ গ্রাসহাসৌ চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ১৯

গণকে পোষণ না করে নরকতুল্য সেই গৃহে আমি যাই না। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মূত্র এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া তাহা দেখে এবং আর্দ্রপাদে (ভিজাপায়) শয়ন করে আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি পা না ধুইয়া শয়ন করে, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করে, যে ব্যক্তি অতিনিদ্রালু, যে সন্ধ্যাকালে এবং দিবাভাগে নিদ্রা যায় আমি তাহার গৃহে যাইনা। (১১—১৫)

অগ্রে মস্তকে তৈল দিয়া যে ব্যক্তি অন্য অঙ্গ স্পর্শ করে বা পশ্চাৎ গাত্রে তৈল মর্দ্দন করে আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি মস্তকে এবং গাত্রে তৈল দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে, কাহাকেও প্রণাম করে কিংবা পুষ্প চয়ন করে আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি নখদ্বারা তৃণ ছেদন করে, কিংবা ভূমিতে অঙ্গুলিদ্বারা রেখাপাত করে এবং যাহার শরীরে ও পায়ে ময়লা থাকে আমি

মন্ত্রবিদ্যোপজীবী চ গ্রামযাজী চিকিৎসকঃ।
সূপকৃদ্দেবলশ্চৈব ন যামি তস্য মন্দিরম্॥ ২০
বিবাহং ধর্ম্মকার্য্যং বা যো নিহন্তি চ কোপতঃ।
দিবামৈথুনকারী যো ন যামি তস্য মন্দিরম্॥ ২১

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

তাহার গৃহে যাই না। যাহার দন্ত ও বস্ত্র অপরিষ্কৃত, যাহার মস্তক তৈলহীন, যাহার ভোজন এবং হাস্য অস্বাভাবিক আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি মন্ত্র এবং বিদ্যা বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, যে ব্যক্তি সাধারণ লোকের পৌরোহিত্য করে, যে ব্যক্তি চিকিৎসাব্যবসায়ী, পাচক এবং দেবল (কোন দেবমন্দিরের নিত্যবেতনগ্রাহী পূজক) আমি তাহার গৃহে যাই না। যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ অন্যের বিবাহ কিংবা ধর্ম্ম নষ্ট করে এবং দিবাভাগে স্ত্রীসহবাস করে তাহার গৃহে আমি যাই না। (১৬—২১)

শ্রীক্ষেত্রধামে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনামতে নরসিংহ নারায়ণ, বলরাম এবং শ্রীভদ্রা বা সুভদ্রা দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীদেবী লক্ষ্মীমাতার যে স্তব করিয়াছিলেন এবং যে স্তবটি পুরীর মন্দিরে আবালবৃদ্ধের মুখে অনেকসময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রজ্ঞানপূর্ণ লক্ষ্মীস্তবের কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের অন্তস্থানে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে পুরী মন্দিরে উড়িয়া বালিকাগণ নৃত্য করিতে করিতে লক্ষ্মীমাতার যে গীতি স্তব করেন, তাহাও নিবদ্ধ করা যাইতেছে—

"জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবতারিণি।
সুরাণামাশ্রিতরতা জয় সন্তুষ্টিকারিণি॥
কার্য্যং কার্য্যস্বরূপাণাং কারণানাঞ্চ কারণম্।
ধারণং ধার্য্যমাণানাং ত্বামাদিং প্রণমাম্যহম্॥

বক্ষঃস্থলস্থিতাং বিষ্ণোঃ শম্ভোরর্দ্ধাঙ্গহারিণীম্।
পদ্মযোনিমুখাব্জস্থাং প্রণমামি জগৎপ্রিয়াম্॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশাদিকর্ম্মণাং পরমাত্মনঃ।
ত্বমেকা শক্তিরতুলা ত্বাং বিনা সোঽপি নেশ্বরঃ॥
ত্বাং সর্ব্বলোকজননীং বিষ্ণুমায়াং তপস্বিনীম্।
সুভদ্রাং ভদ্ররূপাণাং মূলভূতাং নমাম্যহম্॥

লক্ষ্মীর কথা।

(১)

ক্ষীর সাগরের মধুর জলে।
হাজার দলের কমল ফুলে॥
বিরাজ করেন দেবী কমলা।
হাতে দোলে তাঁর কমলমালা॥
দয়ার চাহনি নয়ানে তাঁর।
মধুর হাসনি বদনে তাঁর॥
গলে দোলে তাঁর হীরার হার।
শরীরে ভূষণ ফুল সোনার॥

বসন তাঁহার লাল রং শাড়ী।
দুটি সাদা করী কলসী ভরি ॥
শুড়েঁ লয়ে বারি চরণে ঢালে।
চাঁদের চমক্ ঝলকে জলে ॥
রবি শশী তারা আকাশে ঘু'রে,
দেবী কমলারে আরতি করে ॥
দেয় জয়ধ্বনি—“জয় মা রমা।
জয় লক্ষ্মীদেবী জয় মা ওমা ॥”

(২)

এক শুভদিনে কমলা পাশে।
এসে নারায়ণ কহেন হেসে ॥
“কিসের ভাবনা মলিন মুখ।
পরাণে তোমার কিসের দুখ ॥
দেবী ক'ন,-শুন দুখের কথা।
ঘরে নাই ভাত কোমরে সুতা ॥
বামন বামনী কাঁদিছে বসে।
দখিন ভারতে কলিংগ দেশে ॥
হেথা হ'তে আমি দেখিছি তাই।
ভাবিছি ওদের কেহ কি নাই ॥

কেহ কি নাই নাশিতে দুখ।
পাপহীন দেখ ওদের বুক॥"
কহে নারায়ণ "ভকতি নাই।
তাই উহাদের কুদশা এই॥"

(৩)

শুনি লক্ষ্মীমাতা দিলা আদেশ।
"দিয়া ভকতি (ওদের) দুঃখ কর শেষ॥"
নারায়ণ তবে বামন ঘরে।
যেয়ে উপনীত স্বরূপ ধরে॥
স্বপনে বামনে কহেন হরি।
লোটা খুলে কেন কূপেতে দড়ি॥
খালি হাঁড়ি লয়ে রাঁধিছ ভাত।
করিতেছ কাজ বাঁধিয়ে হাত॥
বামন কহিল লোটা যে নাই।
হাঁড়ির চাউল খুঁজে না পাই॥
কাজের যে হাত কপালে বাঁধা।
দিতে পার খুলে চখের ধাঁধা॥
হরি কহে আমি এসেছি হেথা।
খুলে দিতে ধাঁধা, কাটাতে বেথা॥

ভকতি লইয়া বুকেতে রাখ।
লক্ষ্মীমায়েরে মনেতে ডাকো ॥

(৪)

ভকতির সাথে ডাকিলে মারে।
লোটা এসে নিজে দড়ি ধরে ॥
ভাত এসে হাঁড়ি পুরণ করে।
হাত খুলে যায়, কপাল ফেরে ॥
ধন ধান মান উথলে ঘরে।
অসুখ অভাব পালায় দূরে ॥
লক্ষ্মীমায়েরে করিয়া পূজা।
কত দীন দুখী হতেছে রাজা ॥
তুমি দীন দুখী, ডাকিয়া মারে।
পূজিয়া মায়েরে তোমার ঘরে ॥
অনায়াসে তাঁরে পার আনিতে।
ছোট বড় নাই তাঁর চোখেতে ॥
তিনি সকলের মাতা, সবাতে দয়া।
তিনি দয়াময়ী তিনি অভয়া ॥
কহিল বামন—"তবে কি ভয়।
মাকে ডাকি আমি আন্‌ব হেথায় ॥

(৫)

করে লক্ষ্মীপূজা দুখী বামন।
কায় মনে করি কতই যতন ॥
আনি ধান, দুব, লাল বসন।
ফলমূলাদি মিলিল যেমন ॥
ভকতিতে ঝরে দুটি নয়ন।
চোখ মেলি দেখে সব নূতন ॥
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর কোথা গিয়েছে।
সেখানে তেতালা বাড়ী হয়েছে ॥
ফুলের বাগান ধানের গোলা।
তার মাঝে হাতে সোনার থালা ॥
লয়ে দেবী এক দাড়িয়ে আছে।
কার কিবা চাই তাই পুছিছে ॥
বামন বুঝিল—লক্ষ্মী মা এই।
চাহিল—"দাওমা চরণ ওই ॥"
ফুটিল কমল বুকেতে তার।
তা'তে দেখে পদ মা কমলার ॥

(৬)

ভিখারী বামন হইল ধনী।
কলিংগের রাজা একথা শুনি ॥

লুটিয়া লইল সকল ধন।
আবার ভিখারী হ'ল বামন ॥
ভকতের দুখে লক্ষ্মী আকুল।
রাজার বুকেতে বিঁধিল শূল ॥
ভয় পেয়ে রাজা বামনে আনে।
তুষিল বামনে বিবিধ দানে ॥
বামন কহিল কিছু না চাই।
যদি লক্ষ্মী-পূজা-ঘটটি পাই ॥
ঘট লয়ে সাধু ফিরিল ঘরে।
ঘটে লক্ষ্মীমার পূজন করে ॥
রাতি না পোহাতে পাইল সব।
অতুল ধন বিপুল বিভব ॥
ভিখারী আবার হইল ধনী।
(এবার) চরণে লুটালো রাজা ও রাণী ॥

(৭)

চাহিল তাহারা একটি ছেলে।
"পা'ব ছেলে মোরা আপনি দিলে ॥"
ঠাকুর বলিল—"পূজ লক্ষ্মী মা।
বছরের মাঝে মিলিবেক ছা ॥"
বামনের কথা সফল হ'ল।
পূজে লক্ষ্মীমা রাজা ছেলে পেল ॥

রাজা রাণী দোঁহে ছেলে আনিয়া।
বামনের পায়ে দিল সপিয়া ॥
ভিখারী তখন ছেলে লইয়া।
রাণীর কোলেতে দিল রাখিয়া ॥
লক্ষ্মীদাস হবে এই কুমার।
এর চেয়ে বর নাহিক আর ॥
এত বলি ধান মাথাতে দিল।
জয় জয় লক্ষ্মী রব উঠিল ॥
হুলু দিয়া উঠে নারীরা সবে।
পুরে চারিদিক জয় লক্ষ্মী রবে ॥
জয় জয় লক্ষ্মী জয় মা জয়।
জয় লক্ষ্মী রবে থাকে না ভয় ॥ *

---

* লক্ষ্মীপূজার কথা ইতিপূর্ব্বে এদেশে গৃহস্থগৃহিণীরা পূজাশেষে আপনারাই গদ্যে বলিতেন; কন্যা, পুত্রবধূ এবং আর সকলে চারিপাশে বসিয়া তাহা শুনিতেন। ইদানীং পদ্যে লিখিত অনেক ছাপার পুস্তক হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। অতি সরল কবিতার ছড়াতে লক্ষ্মী কথা দিতে পারিলে, বালক বালিকাতেও তাহা অনায়াসে মনে রাখিতে পারিবে, এই বিবেচনায় সেইরূপ সরল ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছে। সঙ্কলয়িত্রীর সহোদরা শ্রীমতি জ্যোতীর্ম্ময়ী দেবীর লক্ষ্মীর কথা পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইল। জ্যোতীর নিকট এই লক্ষ্মীকথার জন্য সঙ্কলয়িত্রী ঋণী রহিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন ।

সুদিন বিচার ।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সঙ্কলিত ।

এই পুস্তক সম্বন্ধে বিদ্বন্মণ্ডলীর অভিমত ।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সুদিন বিচারের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বিদুষী মহিলা শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত সুদিন-বিচার পড়িয়া সুখী হইলাম। ইহা দিন দেখিবার অতি উপাদেয় গ্রন্থ। জ্যোতিষ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া অতি সরলভাবে সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাস্তিক্যবাদের যুগে অনেকেই অনেক কিছু মানিতে না চাহিলেও জ্যোতিষ যে আমাদের প্রাচীন উন্নতযুগের ঋষিগণের একটী শ্রেষ্ঠ অবদান, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দুদের প্রতি পদক্ষেপে জ্যোতিষে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সম্যক্ আলোচনার অভাবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের এই অমূল্য রত্নটী জ্যোতিহীন হইয়া পড়িতেছে। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জ্যোতিষে আগ্রহ দেখিয়া আশা হয় যে, আবার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া জ্যোতিষের অন্তর্নিগূঢ় তত্ত্বপ্রকাশে সক্ষম হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ।

কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—"সুদিন বিচার" পুস্তকটী পাঠ করিয়া প্রীতি-লাভ করিলাম। যাহারা সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষাও করিয়াছে, তাহারাও এই পুস্তক সাহায্যে অনায়াসে শুভ দিন স্থির করিতে পারিবে।

কাশীর সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—পুস্তক খানা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষা ও ইহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে রচয়িত্রী প্রসংসার্হা। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কাশীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়দেব তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"সুদিন বিচার পুস্তক পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আপনার পুস্তকের সাহায্যে অনভিজ্ঞ বালকও যাত্রার দিন স্থির করিতে পারে।"

তাহিরপুর রাজবাটির পুরোহিত শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"সুদিন বিচার" বই খানা সম্পূর্ণ পড়িয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এই পুস্তক দ্বারা সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—"সুদিন বিচার নামক পুস্তক খানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। পুস্তকটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রাণ গৃহস্থ মাত্রেরই ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

সুকবি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই পুস্তক প্রণয়নে লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।"

হিন্দুসমাজের মুখপত্র "জন্মভূমি" লিখিয়াছেন—

"এই পুস্তকে হিন্দুর পুরাণ, তন্ত্র জ্যোতিষাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং খনার বচনাদি হইতে যাত্রাদি নানাবিধ শুভ কর্ম্মের দিন স্থির করিবার সহজ উপায় সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা "সুদিন বিচার" পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনেক অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অধঃপতনের দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। হিন্দুধর্ম্মানুরাগী প্রত্যেক হিন্দু সন্তানকে আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন জ্যোতিষী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ খা[illegible] ক্ষুদ্র হইলেও ইহার দ্বারা মহৎকার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কার থাকায় এখানিকে বৃহৎ গ্রন্থ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কে এরূপ প্রখর বুদ্ধির পরিচয় এ দেশের গৌরব বলিয়াই মনে হয়।"

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষামুগ্ধ ভারতে একজন বঙ্গ-মহিলার এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ অতিশয় আনন্দের বিষয়। খনা, লীলাবতী প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যমহিলার কথা ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় জ্যোতিষ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা বঙ্গমহিলার এই সর্ব্ব প্রথম।"

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"সুদিন বিচার পাঠান্তে সুখী হইয়াছি। আমি লেখিকাকে আশীর্ব্বাদ করি উত্তরোত্তর তাঁহার শাস্ত্রে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি হউক্।"

শ্রীযুক্ত হরিহর স্মৃতিশাস্ত্রী জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—"সুদিন বিচার পুস্তক লিখিয়া বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন কালের খনার সহিত ইহাঁর সামঞ্জস্য আছে। ভগবান্ এই নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্না বিদুষীর মঙ্গল করুণ।"

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন—"সুদিন বিচার পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে জ্যোতিষের আলোচনা, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।"

কাশী মহারাজের সভাসদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—"সুদিন বিচার পুস্তক অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহা দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের এ দুর্দিনে অনেক উপকার হইবে।"

শ্রীযুক্ত সতীকান্ত ভাগবতভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"আপনার সংগৃহীত 'সুদিন বিচার' পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনি এই গ্রন্থে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে

রূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সাধারণের ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। গল্পচ্ছলে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাও সময়োপযোগী ও মনোরম হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত লোকনাথ শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন—"'সুদিন বিচার' পুস্তক পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। তাহাতে যাত্রার শুভ দিন দেখিবার যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। উপরন্তু পরিশেষে দৃষ্টান্তস্বরূপ যে তিন বন্ধুর গল্পটি দেখান হইয়াছে তাহা অতীব সুশ্রাব্য ও হাস্যরসাদিতে পরিপূর্ণ।"

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রিমহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাচস্পতি মিশ্র মহাশয়ের লিখিত হিন্দি পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ—"সুদিন বিচার পুস্তকের রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর শৈশবাবস্থাতে তাহার মুখে জ্যোতিষ গণনা সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া আমার পিতৃদেব একদিন বলিয়াছিলেন "এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না বালিকা জীবিতা থাকিলে এবং সুশিক্ষা পাইলে, এক সময়ে হয়তঃ লীলাবতীর সমতুল্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে।" "সুদিন বিচার" পাঠ করিয়া পিতৃদেবের ঐ ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।"